ইষ্টার বিদ্রোহ
ও
গরিলা যুদ্ধ

"বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পাঁচ সিকা

সূচীপত্র



ডি, ভেলেরা

ইষ্টার বিদ্রোহ
ও
গরিলা যুদ্ধ

"বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পাঁচ সিকা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
১৬৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

প্রিণ্টার
শ্রীরজনী কান্ত রাণা
চেরী প্রেস লিমিটেড
১৬৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রদ্ধেয় দাদামশা'য়

৺কালীনাথ তর্কালঙ্কার মহোদয়ের

পুণ্য-স্মৃতিতে

নিবেদন

আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্টার বিদ্রোহ, গরিলা যুদ্ধ, সন্ধি ও গৃহ-যুদ্ধাদির সকল কথাই যথাসম্ভব ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

জেনারেল বিসলাই লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ Mick Collins in the Irish Fight, ড্যান ব্রিন কৃত My Fight for Irish Freedom, ব্রায়োলে প্রণীত Ireland in Rebellion এবং পি, এস, ও-হিগারটীর A Short memoir of Terence MacSwiney ও The Victory of Sinn Fein প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পুস্তকের সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সংবাদের জন্য বিদেশীয় তারের খবরের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমার এই চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে কতিপয় হিতৈষী বন্ধুর নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইতি

কলিকাতা বিনীত

১লা, আশ্বিন, ১৩৩৪ শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র



ড্যান ব্রিন

ইষ্টার বিদ্রোহ
ও
গরিলা যুদ্ধ

পরিচয়

বিগত মহাযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জগতের অনেক পরাধীন জাতিই জাগিয়া উঠিয়াছে। পোলাণ্ড মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, রুশিয়ার অগণিত নরনারী সাম্য-স্বাধীনতার আলোকে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মিশর নামতঃ স্বাধীন বলিয়া জগতে গণ্য; আর আয়র্লণ্ড, যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে যে বিপুল বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল, ইষ্টার বিদ্রোহীদের আত্ম-সমর্পণের পরেও তাহা কতিপয় উৎসাহী, দুর্জ্জয় সাহসী আইরিশ বীর-যুবকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গরিলা যুদ্ধের ভিতর দিয়া যে ভাবে আইরিশ জনসাধারণের প্রাণ পূর্ণ-আইরিশ-স্বাধীনতার জন্য উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, সেই রোমাঞ্চকর গরিলাযুদ্ধ-কাহিনী বাস্তবিকই আইরিশ জাতির প্রাণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে।

ইষ্টার বিদ্রোহের পর রুদ্র-লীলার যুগে, ইংরাজের গুপ্তচর বিভাগের সুচতুর কর্ম্মচারীদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া যে ভাবে মাইকেল কলিন্স ইংরাজ দুর্গে বসিয়া ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগের যাবতীয় গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, যে ভাবে তিনি ইংরাজের সুরক্ষিত জেল হইতে ডিভেলেরা, সিন ম্যাকগ্যারী, মিলরয় প্রভৃতি বন্দী বীরদের পলায়ন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং প্রতিকার্য্যে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তারপর, গরিলা-যুদ্ধ-কাহিনী। ব্রিগেডিয়ার কমাণ্ডেণ্ট ড্যান ব্রিনের জীবন-কাহিনীতে তাহা বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুষ্টিমেয় সহকর্ম্মী সহ কি ভাবে তিনি অতর্কিতে ইংরাজ ফৌজ আক্রমণ করিতেন, প্রকাশ্য রাজপথে ইংরাজ গুপ্তচর কর্ম্মচারীদিগকে গুলিবিদ্ধ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কি ভাবে তিনি প্রিয় সহকর্ম্মী বন্দী-বীর সিন হোগানকে সশস্ত্র রক্ষী-পরিবেষ্টিত ট্রেণ হইতে শত্রুর গুলিতে শত-বিদ্ধ হইয়াও উদ্ধার করিয়াছিলেন, কি ভাবে তিনি নিজের মাথার উপর দশ সহস্র পাউণ্ড মূল্য লইয়াও নিতান্ত নির্ভীকের মত অতি সরল সহজ ভাবে গুপ্তচর ও সশস্ত্র সৈন্য-রক্ষিত সহরময় ঘুরিয়া

বেড়াইতেন, তাহারই সামান্য পরিচয় পুস্তকে পাইবেন। তদুপরি, গভর্ণর জেনারেল লর্ড ফ্রেন্সের উপর আক্রমণ, ড্রামকুণ্ড্রার ভয়াবহ যুদ্ধ বাস্তবিকই বিস্ময়কর। পুস্তকে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। বাস্তবিকই ব্রিন আয়র্লণ্ডের পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়া লাগিয়াছিলেন। জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া, তিনি দিবারাত্র নিজেদের দল সংগঠন ও যুদ্ধের মালমশলা সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তারপর, যেদিন যুদ্ধ বাঁধিল, প্রকৃতই যেদিন গরিলা যোদ্ধৃদের হস্তে রিভলবার অগ্নি-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল, সেদিন হইতে তাহাকে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কখন শত্রুর পিছন লইতে হইত, কখন বা শত্রুর চক্ষু এড়াইবার জন্য তাহাকে অতি সন্তর্পণে এদিক সেদিক সরিয়া পড়িতে হইত। এমন নির্ভীকতার প্রতিমূর্ত্তি, দুর্জ্জয় সাহসের ছবি জগতে বড় দুইটী মিলে না।

ইষ্টার বিদ্রোহের সামান্য পরিচয়, বিদ্রোহীদের আত্ম-সমর্পণ, ইংরাজের গুপ্তচর বিভাগ লণ্ডভণ্ড, আইরিশ বন্দীদের ইংরাজ জেল হইতে পলায়ন, গরিলা যুদ্ধের তাণ্ডব লীলা, সন্ধির প্রহসন, গৃহ-যুদ্ধ ইত্যাদি আইরিশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল কথাই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

ইষ্টার বিদ্রোহ

ও

গরিলা যুদ্ধ

ইষ্টার বিদ্রোহের সূচনা

ইষ্টার বিদ্রোহ আইরিশ ইতিহাসের এক নব অধ্যায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। বিদ্রোহ কোন দেশেই এক দিনের কোন বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয় না। আয়র্লণ্ডেও তাহা হয় নাই। শাসন শোষণের নিষ্পেষণে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বেকার সমস্যা, তদুপরি অবিচার যতই দেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করে, ততই নিপীড়িত জাতির প্রাণে প্রাণে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হইতে থাকে। এক দিনের কোন বিশেষ কারণে, তাহা আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। সে প্রকাশ প্রচণ্ড হইলে অত্যাচারীর অটুট আসনও টলিয়া উঠে, সময়ে তা'র পতন হইতেও দেখা যায়। আমরা এখানে আয়র্লণ্ডের তত পূর্ব্বের কথার

অবতারণা করিব না। কি ভাবে আইরিশ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়িয়া উঠিল, সে সম্পর্কে যতটা বলা আবশ্যক, তাহাই উল্লেখ করিব মাত্র।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাসকুইথ হোমরুল বিল (Home Rule Bill) উপস্থিত করিলেন। আলষ্টারবাসীরা তাঁহাতে প্রাণপণ বাধা প্রদান করিল। প্রতিবাদ ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ও দিকে বিলাতের রক্ষণশীল দলও এই হোমরুল বিলের বিরুদ্ধেই ছিল। ইহার মূল কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ইংরাজগণ আয়র্লণ্ড দখল করার পর হইতে আইরিশগণ বহুবার ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। ইংরাজগণ কিছুতেই যখন আয়র্লণ্ডকে বশীভূত করিতে পারিল না, তখন তাহারা আয়র্লণ্ডে একদল ইংরাজ ঔপনিবেশিক প্রেরণ করিল। তাহারাই আয়র্লণ্ডের আলষ্টার প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা জাতিতে এ্যংলো-সেক্সন (Anglo-Saxon) ও ধর্ম্মে প্রোটেষ্টাণ্ট, (Protestant), আর আইরিশগণ ছিল, জাতিতে কেল্টিক্ (Celtic) ও ধর্ম্মে রোমান কেথলিক (Roman Catholic). এই আলষ্টারবাসীরা চিরদিনই আইরিশদের যে কোন জাতীয় আন্দোলনের

বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে। এবারও তাহারা মনে করিল, হোমরুল বিল পাশ হইলে আইরিশদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে, তাহারা তাঁহাদের সমকক্ষ হইয়া চলিবে। অতএব, যে প্রকারে হউক হোমরুল বিল পাশের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইবেই।

যখন Irish church Act পাশ হয়, তখনও একবার আলষ্টারবাসীরা ইংরাজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। এবার তাহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। আলষ্টারবাসীরা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। শারীরিক ব্যায়ামের কথা বলিয়া তাহারা প্রকাশ্যে সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তার-পর, একদিন জাহাজ-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র লার্ণ বন্দরে পৌঁছিল। একদিনের মধ্যে সমস্ত আলষ্টার প্রদেশে সেই সব অস্ত্রপাতি বিতরণ হইল। কর্ত্তৃপক্ষ বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। এদিকে বিলাতের রক্ষণশীলদল আলষ্টারবাসীদের এই প্রচেষ্টায় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। থাকিবারই কথা। তাহারা মনে করিল, সত্যই যদি আলষ্টারবাসীরা বিশেষ কোন হৈ চৈ আরম্ভ করে, তবে উদারপন্থী মন্ত্রী সভার পতন অনিবার্য্য, তখন ক্ষমতা

তাহাদেরই হস্তে আসিবে। এদিকে উদারপন্থিগণও বিশেষ কোন উচ্চ বাচ্য করিল না।

আইরিশ সাধারণতন্ত্রীদল (Irish Republican Party) আলষ্টারবাসীদের এই জাগরণের সুযোগ লইয়া দেশময় কিছু করিয়া তুলিবার মতলব করিল। তাহারা প্রকাশ্যে আলষ্টারবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল এবং ঘোষণা করিয়া দিল যে কোন দেশ-হিতৈষী আইরিশ সন্তানই যেন আলষ্টারবাসীদের এই প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান না করে। আলষ্টারবাসীরা এতদিনে যে ইংরাজের বিরুদ্ধে লাঠি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাকে তাহারা একটা মস্ত লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

আইরিশ সাধারণতন্ত্রীদলের পিয়ার্স, কনোলী প্রভৃতি কতিপয় মনীষী গ্রিফিতের নিরুপদ্রব আন্দোলনের প্রভাব কাটাইয়া আইরিশ যুবকদের ভিতর অগ্নি-মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন আয়র্লণ্ডের সকল দলই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। দেশময় স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইতেছিল। ইংরাজের চক্ষু এড়াইয়া আইরিশ স্বেচ্ছাসেবক দলও জার্ম্মানী হইতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন করিল। যুবকদলের সাহস বাড়িয়া গেল। তাহাদের উৎসাহ আর ধরে না।

তখন পার্লিয়ামেণ্টপন্থী রেড্‌মণ্ডদলের সহায়তায়ই আয়র্লণ্ডে ইংরাজ-শাসন পরিচালিত হইতেছিল। সেই দলের বহুলোক স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনে যোগদান করিল। তাহারা নিরপেক্ষ অধ্যাপক ম্যাকনীলকে স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নির্ব্বাচন করিল। তাই ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কিছু বলিবার রহিল না।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার গোপন চেষ্টা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইল। এবার সত্য সত্যই জাতীয় সৈন্যদল গড়িয়া উঠিল।

কর্ক নগরে সাড়া পড়িয়া গেল। জগদ্বিখ্যাত ম্যাকসুইনী, টম কার্টিন প্রভৃতি যুবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তথায় এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়িয়া উঠিল। এই টম কার্টিনই ম্যাকসুইনীর পূর্ব্বে কর্কের লর্ড মেয়র (Lord Mayor) নির্ব্বাচিত হন এবং ইংরাজ পুলিশ-নিযুক্ত গুপ্তঘাতকদ্বারা নিহত হন। কর্কে রেডমণ্ডের দলের বিশেষ প্রভাব ছিল। ভলাণ্টিয়ারগণ পার্লিয়ামেণ্টপন্থী রেডমণ্ডকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মনোনীত কতিপয় সভ্যকে স্বেচ্ছাসেবকদলে গ্রহণ করিল। যাহারা এতদিন ইচ্ছা সত্ত্বেও সরকারের ভয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলে

যোগদান করিতে পারে নাই, পার্লিয়ামেণ্টপন্থীদের সে দলে পাইয়া তাহারা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। দেশময় সর্ব্বত্র একই আন্দোলন। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রকাশ্যে ড্রিল করিতে লাগিল। তাহাদের সামরিক কুশলতা দেখিয়া জনগণ অবাক হইয়া যাইত। সাধারণের প্রশংসা ও উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবকদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছিল।

ইহারই কিছুদিন পরে জার্ম্মানী হইতে এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র আসিল। হাউথ বন্দরে জাহাজ ভিড়িল। স্বেচ্ছাসেবকগণ অস্ত্র লইয়া চলিল। ইংরাজ সৈন্য তাহাদের অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিল। ফলে দুই দলে একটু সংঘর্ষ হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণই জয়ী হইল। তাহারা নির্ব্বিবাদে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চলিয়া গেল। অকৃতকার্য্য হইয়া ইংরাজ সৈন্য ডাবলিনের রাস্তায় একদল নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালাইল। সমস্ত দেশ ক্ষেপিয়া উঠিল। আলষ্টারবাসীরা যখন অস্ত্র আনিল, তখন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ টু শব্দ করিল না। আইরিশদের জন্যই যত অত্যাচার। এই উত্তেজনায় যথেষ্ট কাজ করিল। স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা খুবই বাড়িয়া চলিল। তাহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিল যে নিরস্ত্র ও দুর্ব্বল বলিয়াই

আজ ইংরাজ তাহাদের উপর এতটা অত্যাচার করিতে সাহসী। তাই তাহারা নিজেদের শক্তি-সঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হইল। দেশবাসী যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিল। অস্ত্র বহন করিবার জন্য মোটর ও মোটর ষ্টীমারের অভাব হইল না। এক কথায় বলিতে হয়, আইরিশ জাতির প্রাণে জাগরণের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

তারই দুই সপ্তাহ পরে ইংরাজের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধিল। আইরিশদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। নাচিয়া উঠিবারই কথা। আয়র্লণ্ডে একটা প্রচলিত কথা আছে—England's difficulty is Ireland's opportunity. পরাধীন জাতি মাত্রই একটু সজাগ হইলে বিজেতার বিপদকে নিজের সম্পদ বলিয়া মনে করিতে শিখে।

আয়র্লণ্ডে তখনও পরাধীনতাসুলভ মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হয় নাই। তদুপরি ইংরাজদের প্রচার বিভাগের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এদিকে Sinn Fein, Irish Freedom, Irish Workers ও Fianna Fail নামক পূর্ণ-আইরিশ-স্বাধীনতা পক্ষপাতী যে কতিপয় কাগজ রেডমণ্ডের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিতেছিল, ইংরাজ সরকার তাহাদের প্রচার বন্ধ করিয়া দিল। রেড-

মণ্ডলী আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদল হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক নামে (National Volunteer) ইংরাজদের পক্ষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য অগ্রণী হইল। আলষ্টার স্বেচ্ছাসেবকগণও সেদিকে ঝুকিয়া পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া ইংরাজের চাটুকারিতায় মুগ্ধ হইয়া অবশিষ্ট আইরিশ স্বেচ্ছাসেবক দলের কতিপয় যুবকও ইংরাজ সৈন্যদল পুষ্ট করিতে লাগিয়া গেল। কতিপয় যুবক অবিচলিত রহিল। তাহারা "ক্ষুদ্র শক্তিদের জন্য", "সন্ধির সততা রক্ষার জন্য", যুদ্ধ করিতেছি ইংরাজের এই মিথ্যা চালে মুগ্ধ হইল না। পূর্ণ আইরিশ স্বাধীনতাই জীবন-মন্ত্র করিয়া তাহারা লাগিয়া রহিল। তাহাদের নাম হইল সিনফিন স্বেচ্ছাসেবক (Sinn Fein Volunteers). এদিকে আইরিশ মজুরদের লইয়া কনোলী যে নাগরিক সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন, তাহারাও প্রথম হইতেই পূর্ণ-স্বাধীন আইরিশ সাধারণতন্ত্রের জন্য গড়িয়া উঠিতেছিল। পিয়ার্স, কনোলী প্রভৃতির চেষ্টায় দেশের সর্ব্বত্র সিনফিন ভলান্টিয়ারদের ভিতর স্বাদেশিকতার ভাব জাগ্রত রহিল। স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যাও কিছু বাড়িয়া চলিল। সিন টিরেসী সহকর্ম্মী ড্যান ব্রিনের সহায়তায় টিপারেরী অঞ্চলে যে সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়া-

ছিলেন, তাহাঁরা পরবর্ত্তী গরিলা যুদ্ধ ব্যাপারে যে অসম দুর্জ্জয় সাহস ও সমর কুশলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সত্যই তাহারা আয়র্লণ্ডে ইংরাজ শাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। এই দলও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের মত প্রকাশ্যে সামরিক ব্যায়াম ও যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করিত। তাহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, সুযোগ মত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লাগিয়া যাওয়া। বড়ই আশায় বুক বাধিয়া এই মত্ত তরুণের-দল সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন কাটাইত। অবশ্য তাহারা চুপ চাপ বসিয়া থাকিত না। যখনই যে সুযোগ পাইত, তখনই সে একটা রিভলবার, কি একটা পিস্তল, কি অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিত না। এসব নিষিদ্ধ ব্যাপার গোপনে সম্পন্ন করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। কারণ, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের দক্ষিণহস্তস্বরূপ রয়েল আইরিশ কনেষ্ট-বুলারীর (R. I. C) পুলিশদের শ্যেন-দৃষ্টি সেদিনে আইরিশদের যে-কোন দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের উপর, বিশেষতঃ এই সিনফিন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর সতত নিবদ্ধ থাকিত। তাহারা নানা ছদ্মবেশে গির্জ্জায় গির্জ্জায়, ক্লাবে ক্লাবে, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং স্বেচ্ছা-

সেবকদের যাবতীয় গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিত। কাজেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত।

বিদ্রোহ

ইষ্টার বিদ্রোহের সব কিছুই যেন এক অভিনব ব্যাপার। স্বেচ্ছাসেবকদলের কর্ম্মচারীদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বিদ্রোহ হয় নাই। পিয়ার্স, টমক্লার্ক, ম্যাকডারমট, প্লানেকেট, কনোলী প্রভৃতি কতিপয় একনিষ্ঠ আইরিশ সন্তানের প্রাণ স্বাধীনতার আগুন আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদাই ছট্ফট্ করিত। তাঁহারা জানিতেন, দুর্গে দুর্গে ইংরাজ সৈন্য, তাহাদের অস্ত্রপাতি, কামান, বন্দুক অগনিত। তদুপরি R. I. Cর সশস্ত্র পুলিশ সংখ্যাও আয়র্লণ্ডে নিতান্ত কম নয়। ইংরাজ সৈন্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবক লইয়াই তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ব্রতী হইলেন। স্বেচ্ছাসেবক সভার সভাপতি অধ্যাপক ম্যাকনিল চিরদিনই ইহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সহিত সম-ভাবাপন্ন বিদ্রোহ-বিরোধীদের মত ছিল, মহাযুদ্ধের শেষ ফলাফল দেখিয়া, যুদ্ধ শেষে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে, তাহাতে জয়যুক্ত হওয়ার

সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু পিয়ার্স, টম ক্লার্ক প্রভৃতি যুবকদল এই অপেক্ষাবাদীদের সমর্থন করিতে পারিলেন না। সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকদলের ভিতর থাকিয়াই তাঁহারা অতি গোপন বৈঠকে অতি সত্বর বিদ্রোহ ঘোষণা করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ সন্তান মাত্রই তাঁহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিবে—ইংরাজের সহিত একটা কিছু বুঝা-পড়া হইবেই। যদি তাহা নাও হয়, যদি বিদ্রোহ ব্যর্থই হয়, যদি বিদ্রোহীরা ইংরাজের কামানের মুখে বা উড়িয়াই যায়—তবু আয়র্লণ্ডের পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য যে একদল যুবক বুকের তাজা রক্তে দেশ-মাতৃকার চরণ ধৌত করিতে কৃত-সংকল্প, মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁহাদের স্মৃতি দেশের বুক হইতে মুছিয়া যাইতে পারে না—এ বিশ্বাস তাহাদের ছিল। তাঁহারা নিজেরা মরিয়া আইরিশদের মরিতে শিখাইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। সেজন্য কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কেবল মরণই উদ্দেশ্য করিয়া শত্রুর কামানের সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়াই প্রকৃত বীরত্ব মনে করিতেন। তাঁহারা ইস্টার বিদ্রোহের যাবতীয় ব্যাপার বিদ্রোহ-

বিরোধীদের ভিতর গোপন রাখিয়া, কি ভাবে গোপনে গোপনে দেশময় একটা বিরাট বিদ্রোহের আয়োজন ও তজ্জন্য অস্ত্রপাতি সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহাদের কত গভীর গুপ্ত-সমিতি-গঠন-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নোদ্ধৃত ঘটনাবলী তাহারই সত্যতা প্রতিপাদন করিবে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই আয়র্লণ্ডে এক বিপুল বিদ্রোহের আয়োজন হইতে থাকে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্তও বিদ্রোহের কোন দিন ধার্য্য হইল না। এদিকে জার্ম্মাণীর সহিত বন্দোবস্ত হইল। বিদ্রোহের দিন জার্ম্মানী আয়র্লণ্ড উপকূলে এক জাহাজ অস্ত্র শস্ত্র নামাইয়া দিবার ভার নিলেন। তখনই বিদ্রোহের দিন ধার্য্য হয়।

পিয়ার্স, কনোলী, টম ক্লার্ক প্রভৃতি বিদ্রোহি-পক্ষপাতী-গণ ব্যতীত স্বেচ্ছাসেবকদলের কেহই এতবড় একটা দেশ-বিস্তৃত বিদ্রোহের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। ইংরাজের গুপ্তচর বিভাগও তাহাদের এই আসন্ন বিপদের কোনই সন্ধান রাখিত না। তাহাদের সন্দেহ করিবার মত কিছু মিলেও নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রকাশ্যেই

সামরিক ক্রীড়া কুশলতা শিক্ষা করিতেছিল। এক ডাবলিনেই তাহাদের সংখ্যা ছিল ৩,০০০ এবং সমগ্র দেশে ১৮,০০০ ছিল। নাগরিক সৈন্য সংখ্যায় ছিল মাত্র ৩০০ এবং হিবার্নিয়ান রাইফেল ৫০ জনেরও কম ছিল। এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই আইরিশ বিদ্রোহীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিতে সঙ্কল্প করিল।

প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র (General Head Quarter or G. H. Q.) হইতে দেশের সর্ব্বত্র এক আদেশ জারী হইল যে ২৩শে এপ্রিল (১৯১৬) ইষ্টার রবিবার আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবকদল শোভাযাত্রা করিবে এবং সামরিক কৌশলাদি প্রদর্শন করিবে। এই বিদ্রোহ-বার্ত্তা এত সরল সহজ ভাবেই ঘোষিত হইল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরও কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হইল না। স্বেচ্ছাসেবকদলের অধিকাংশত জানিতই না, এমন কি স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সভাপতি ম্যাকনীলও এবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। গুপ্তসমিতির কর্ম্ম-ধারার বাহাদুরীই এখানে।

এদিকে দক্ষিণাঞ্চলে রজার কেজমেণ্ট বন্দী হইলেন এবং কেরী উপকূলের অদূরে অস্ত্র-বোঝাই জার্ম্মান জাহাজ "অড্" ধৃত হইল। বড়ই আশ্চর্য্য যে এই অভাবনীয় সংবাদ পাইয়াও ইংরাজ সরকার বিশ্বাস করিতে পারিল না যে

আয়র্লণ্ডময় এতবড় একটা সাধারণ বিদ্রোহের আয়োজন চলিয়াছে। ১৯শে এপ্রিল বুধবার ম্যাকনীল বিদ্রোহীদের মতলব ধরিয়া ফেলিলেন। তদুপরি কেরী উপকূলের সংবাদ পাইয়া এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রাদির পরিমাণ-তালিকা দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। বিদ্রোহ স্থগিত রাখাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। অথচ বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট নেতাদের কাহাকেও কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই ম্যাকনীল চীফ্-অব্-ষ্ট্যাফ (Chief of Staff) আখ্যায় নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সানডে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (Sunday Independent) কাগজে এক প্রত্যাদেশ জারী করিলেন যে ইষ্টার রবিবারের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এতদ্বারা প্রত্যাহৃত হইতেছে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ যেন এই আদেশ সবিশেষ পালন করেন।

বিজ্ঞাপন পড়িয়া বিদ্রোহী নেতারা বিস্ময় গণিলেন। বিদ্রোহের জন্য শোভাযাত্রার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, ইষ্টার রবিবার বেলা চারিটায়। যাহারা ম্যাকনীলের এই হঠকারিতার সংবাদ রাখিলেন না, তাঁহারা Sunday Independent কাগজের এই ঘোষণাই নিশ্চিত প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিলেন।

ইষ্টার রবিবার সকালবেলা বিদ্রোহ-নেতাদের Liberty Hallএ এক সভা বসিল। তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র প্রতি-প্রত্যাদেশ প্রেরণের উপায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেন।

সেদিন ছিল যত সংবাদের ছড়াছড়ি, সংবাদ-বাহীদের বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটী, ভীষণ জনরব, আদেশ প্রত্যাদেশ, আরও কত কি। অসংখ্য লোকের উপর তার কাটিবার, রেলওয়ে পুল উড়াইয়া দিবার, অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার এরূপ আরও বহু গুরুতর কাজের ভার পড়িয়াছিল। অথচ পরদিন (২৪শে এপ্রিল, ১৯২৪ সোমবার) সকাল বেলা আটটা পর্য্যন্তও বিদ্রোহ নেতারা কোনই আদেশ দিলেন না। সকলেরই প্রাণ বিদ্রোহের আদেশের জন্য ছটফট করিতে লাগিল। বিদ্রোহীদের শিরায় শিরায় আগুন-রক্ত ছুটাছুটী করিতেছিল।

বেলা-দশটায় সত্য সত্যই আদেশ আসিল। অমনি ডাবলিনময় যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দলনায়কগণ নিজ নিজ দলে সংবাদ দিতে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ সংখ্যায় খুবই কম সংগৃহীত হইল। আনুমানিক প্রায় ৪০০ শত। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকই ম্যাকনীলের প্রত্যাদেশকে শেষ সীদ্ধান্ত মনে করিয়া নিজ নিজ

কাজের যায়গায়, অথবা ক্লাবে, কি খেলার মাঠে, কি সমুদ্র উপকূলে ধূলা-খেলা করিতে চলিয়া গিয়াছিল। এখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে ইষ্টার বিদ্রোহ কেবল ডাবলিনেই সম্ভব হইয়াছিল, নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল মাত্র।

এই মুষ্টিমেয় ৭০০ যুবকই আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিল। ২৪শে এপ্রিল সোমবার বেলা দ্বিপ্রহরে জেনারেল পোষ্টাফিস, সহরের বড় বড় বাড়ীগুলি ও বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি দখল করিয়া আইরিশ স্বেচ্ছাসেবক ও নাগরিক সৈন্যগণ তাহা মুখরিত করিয়া রহিল। সর্ব্বত্র বিদ্রোহীদের উন্নত পতাকা গর্ব্বভরে উড়িতে লাগিল, বিদ্রোহীদের বুকভরা উল্লাসে সহর নগর মুখরিত হইল। বিদ্রোহীদের সে কি উৎসাহ! সে কি উল্লাস!!

কাগজে পত্রে যত লোকবল দেখান হইয়াছিল, কার্য্য কালে তার অর্দ্ধেকও উপস্থিত হইল না। তবে বিদ্রোহে এমন অনেক লোকও যোগদান করিয়াছিল, পূর্ব্বে যাহাদের কোন দলের সহিতই কোনদিন কোনরূপ সংশ্রব ছিল না। একদল বালক এমন সুন্দর চরের কার্য্য করিয়াছিল যে দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইতে হয়। যখনই প্রয়োজন

হইয়াছে, তখনই তাহারা সঙ্গীন উন্মুক্ত করিয়া শত্রুবক্ষ লক্ষ্য করিয়া অনায়াসে অগ্নি-গুলি বর্ষণ করিয়াছে। সঙ্কোচ দ্বিধা ভয় কিছুই তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বালক দলের এই কর্ম্মতৎপরতা ও অসমসাহসিকতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সেই বিদ্রোহে আইরিশ যুবতীদের দানও ভুলিবার নয়। তাহারা প্রতি স্বেচ্ছাসেবক-দলে গিয়া তাহাদের জন্য রান্না করিয়াছে, বাসনপত্র পরিস্কার করিয়াছে, প্রাণপণে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। তরুণ বিদ্রোহীদের দুঃখ, কষ্ট, বিপদ তাহারা হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই বলিতে হয়, নারীর জাগরণে দেশ জাগে, দেশ ধন্য হয়।

মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী আর কতদিন ডাবলিন করতলগত রাখিবে? ব্রিটিশ সৈন্যের অগ্নিনালীকা মুহুর্মুহু ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। বিদ্রোহীদের তাহারা ছোটবড় নির্ব্বিশেষে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। বিদ্রোহী-গণ সপ্তাহব্যাপী ইংরাজের কামানের সম্মুখে প্রাণপণ লড়িয়াছিল। কিন্তু শক্তিতে আর কুলাইল না। বিদ্রোহীদের তখন পলায়ন বা আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মাইকেল কলিন্স এতদিন জেনারেল পোষ্টাফিসে প্লানকেটের সহকারীরূপে কাজ করিতেছিলেন।

উপায়ন্তর না দেখিয়া এবার তিনি আহত সেনানায়ককে লইয়া মুরষ্ট্রীটে পলায়ন করিলেন।

স্বাধীনতার বীর-উপাসক জগদ্বিখ্যাত ডি ভেলেরাও এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। দলপতিরূপে একদল সেচ্ছাসেবক লইয়া বিদ্রোহের শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই ডি ভেলেরাকে কেবল আয়র্লণ্ডে নয়, জগতময় সুপরিচিত করিল। তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিবেন না। সকল দলপতিই তখন দলবল সহ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কেহ বা পলায়ন করিয়াছিলেন। অবশেষে উচ্চতন কর্ম্মচারীর আদেশ আসিল। ডি ভেলেরাও অতি অনিচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিলেন। পরবর্ত্তী গরিলা যুদ্ধ, সন্ধি ও গৃহযুদ্ধে দেখা গিয়াছে এই যুবকের উন্নত শির মেবারের রাণা প্রতাপের মত কিছুতেই যেন নত হইতে নারাজ। ডি ভেলেরা চরিত্রের এই বিশেষ মাধুর্য্যই তরুণ আইরিশ জাতিকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

ইংরাজ সৈন্য চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। দলে দলে শত আইরিশ যুবক বন্দীর বেশে আসিতে লাগিল। ও-কনেল ষ্ট্রীট বিদ্রোহী বন্দীতে ভরিয়া গেল। তাঁহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সকলেই

অবাক। সঙ্গীন পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাদিগকে রুটণ্ডা হাসপাতালের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে উপস্থিত করা হইল।

একজন আইরিশম্যানই তাহাদের বিচার-কর্ত্তা। তিনিই তথায় সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার অপ্রতিহত পশুভাব বন্দীদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। একে একে বন্দী-দিগকে তাহার নিকট উপস্থিত করা হইতে লাগিল, এবং অর্দ্ধনগ্ন করিয়া তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ কাড়িয়া লওয়া হইল। অত্যাচারের একশেষ হইল।

মাইকেল কলিন্স জনৈক বুভুক্ষু বন্দীকে একটী দুগ্ধ বটিকা ('Milk Tabloid) দিতে যাইতে ছিলেন, তাহা জনৈক কর্ম্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ফলে তিনি বিশেষ ভাবে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন। প্রতিফলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন সে কর্ম্মচারী R. I. Cর জেলা ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন, তখন একদিন তাহাকে এই অপকর্ম্মের জন্য আইরিশ যোদ্ধৃদের হস্তে চরম শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

রবিবার দিন সকাল বেলা বন্দীদিগকে রীচমণ্ড সেনানিবাসে উপস্থিত করা হয়। এবার ডাবলিন পুলিশের জি ডিভিশনের রাজনৈতিক ডিটেকটিভগণ কাকের মত

ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে লাগিল। সমস্ত দিনটাই তাঁহারা সন্দেহজনক অপরাধীদিগকে (Suspects) কোর্ট মার্শেলের জন্য বাছিয়া লইতে এবং কাহাকে কাহাকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে হইবে তাহা ঠিক করিবার জন্য সেই দুই সহস্র বন্দীর মুখ সবিশেষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জি ডিভিশনের কেহই কলিন্সের মুখ চিনিত না। তাহাকে কেহ কিছু লক্ষ্যও করিল না। তাহারা বুঝিল না যে এই যুবকই দুইদিন পরে তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি-কৌশলে ইংরাজের গুপ্তচর বিভাগটী অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবেন।

আদেশ প্রত্যাদেশ দেশের সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাসেবক-দিগকে মহা দ্বিধায় ফেলিয়াছিল। কর্কেও বিদ্রোহ হইল না। টেরেন্স ম্যাকস্থইনী করিবেন কি? ডাবলিন হইতে টম ক্লার্কের প্রেরিত বিদ্রোহ-বার্ত্তা যখন কর্কে পৌঁছিল, তার পূর্ব্বেই ইংরাজগণ সংবাদ পাইয়া কর্কের রাস্তা-ঘাট সরকারী প্রতিষ্ঠানাদি সব কিছু সশস্ত্র সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। তবে ইংরাজ সৈন্য যদি তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে তিনি আত্মরক্ষা করিবেন। সেজন্য একদল, স্বেচ্ছাসেবক সর্ব্বদা সশস্ত্র রহিল। কেহই কাহাকে আক্রমণ

করিল না। এদিকে লর্ড মেয়র স্বেচ্ছাসেবক-কর্তৃপক্ষ ও ইংরাজ-সৈন্য পরিচালকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটা সন্ধি করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের যাবতীয় অস্ত্রপাতি লর্ড মেয়রের নিকট গচ্ছিত রাখিবে; যতদিন না গোলমাল মিটিয়া যায়, ততদিন সেইগুলি তাঁহার নিকটই থাকিবে। উভয় পক্ষই এই সর্ত্তে রাজী হইল। ইংরাজগণ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কথা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহারা লর্ড মেয়রের নিকট হইতে সকল অস্ত্র শস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বন্দী করিতে লাগিলেন। টেরেন্স ম্যাকস্থইনীও বন্দী হইলেন।

কিন্তু এই ইষ্টার বিদ্রোহের সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট পক্ষপাতী রেডমণ্ডের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কি-ই না করিয়াছিল। তাহারা ইংরাজ সৈন্যের সহিত একযোগে বিদ্রোহীদের গৃহে গৃহে হানা দিয়া পরিবারবর্গকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্রোহীদের স্ত্রী-পুত্রদের লাঞ্ছনা দিতে বিদ্রোহ-বিরোধীরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই।

ইস্টার বিদ্রোহ আয়র্লণ্ডময় সফল না হইবার একমাত্র

কারণ, ম্যাকনীলের হঠকারিতা। দূরবর্ত্তী শহরের স্বেচ্ছাসেবকগণ ম্যাকনীলের প্রত্যাদেশকে প্রকৃত আদেশ মনে করিয়া হতাশায় বসিয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃত বিদ্রোহী-নেতাদের বিদ্রোহের আদেশও অনেকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া টিপারেরীর দলও নিরপেক্ষ ছিল। এই আদেশ প্রত্যাদেশের বিষময় ফল সত্যই আয়র্লণ্ডকে বিশেষভাবে ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইস্টার বিদ্রোহের অগ্নিশিখা যদি দেশময় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তবে আয়র্লণ্ডের ইতিহাসের ধারার যে আমূল পরিবর্ত্তন না হইত, তারই বা বিশ্বাস কি ?

এদিকে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির তাণ্ডবলীলা আয়র্লণ্ড তোলপাড় করিতে লাগিল। বিদ্রোহী নেতা ও বিদ্রোহী বন্দীতে ইংরাজের জেল ভরিয়া গেল। পিয়ার্স প্রভৃতি কত বিদ্রোহী নেতাকে ইংরাজ গুলি-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। কত বিদ্রোহী তরুণ হাসিমুখে ইংরাজের ফাঁসী-মঞ্চে আরোহণ করিল। ইংরাজ সেনা ও পুলিশবাহিনী দেশের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে হানা দিতে লাগিল। যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাইল, তাহাই বাজেয়াপ্ত করিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ আর প্রকাশ্যে সামরিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে পারিত

না। ইংরাজ সরকার সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল।

বিদ্রোহ শেষে

ইষ্টার বিদ্রোহে সমস্ত আয়র্লণ্ড যোগদান করিতে পারে নাই। সমস্ত আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকও ইংরাজ সৈন্য হস্তে বন্দী হয় নাই। যে কতিপয় কর্ম্মী কোনরূপে এদিকে সেদিক সরিয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন, ইষ্টার বিদ্রোহের কয়েকমাস পরেই তাঁহারা ডাবলিনে পর পর দুইটী গোপন বৈঠকে একত্রিত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে পুনর্মিলিত করিবার জন্য সবিশেষ আলোচনা করিলেন। মাইকেল কলিন্স, সিন টিরেসী ও ডিক ম্যাককী-ই এবিষয়ে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

সিন টিরেসীর নেতৃত্বে টিপরেরীতে কার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহার সহকর্ম্মী ড্যান ব্রিনও পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়া গেলেন। সকল কার্য্যই গুপ্ত সমিতির আদেশে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বতন কর্ম্মী আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত কোনরূপ

যোগাযোগ না রাখিয়া তাঁহারা একদল কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, একনিষ্ঠ ও অধিকতর দৃঢ়মনা কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কর্ম্মীর সংখ্যা অপেক্ষা গুণের দিকেই তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য রহিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মে পর্য্যন্ত টিপারেরী দলের ঐই একনিষ্ঠ কর্ম্মীর সংখ্যা মাত্র ১৩ জন হইল। তাঁহারা সপ্তাহে দুইদিন এক নির্জ্জন বনের অন্তরালে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ-বিদ্যা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিবসে সাধারণ দর্শকরূপে সেনানিবাস মাঠে যাইয়া ইংরাজ সৈন্যদের যুদ্ধ ব্যায়াম শিক্ষা কৌশলাদি লক্ষ্য করিয়া আসিতেন। যখনই যেখানে কোন রিভলবার, পিস্তলের খোঁজ পাইতেন তখনই তাঁহারা যে কোনরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা ক্রয় করিতেন। এইভাবে তাহাদের কিছু কিছু অস্ত্রপাতি সংগৃহীত হইল।

কেবল টিপারেরীতে নহে, আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র কলিন্স, টিরেসী, ও ডিক ম্যাককী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় এইরূপে একটা সেনাদল গঠিত হইতে লাগিল। সত্য সত্যই তাঁহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে এই দলের পরিচালকগণ প্রথমতঃ আইরিশ স্বেচ্ছা-সেবক দলের কর্ত্তাদের কোনরূপ সহানুভূতি না পাওয়ায়

নিজেদের কর্ম্মপদ্ধতি নিজেদের ভিতরই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখিতেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বড় দিনের সময় অধিকাংশ ইষ্টার বিদ্রোহী বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হইল। ইংরাজ সরকার মনে করিলেন, এবার দেশ কথঞ্চিৎ শান্ত হইবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। মুক্ত বিদ্রোহীরা আবার দেশময় স্বাধীনতার দাবী লইয়া আন্দোলনে ব্রতী হইলেন। এদিকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে ডি ভেলেরা, গ্রিফিত, ম্যাকনীল প্রভৃতি কতিপয় নেতা লুইস জেল্ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ডি ভেলেরা বাহিরে আসিতেই সমস্ত দেশ তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল।

এদিকে রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে রস্‌কমন ও লঙ্গফোর্ডে সাধারণতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণই নির্ব্বাচিত হইলেন। ইষ্ট ক্লেয়ারে পার্লিয়ামেণ্ট সভ্যের এক পদ খালি হয়। ডি ভেলেরা উক্ত পদপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচনে দাঁড়ান এবং অধিক সংখ্যক ভোটে নির্ব্বাচিত হন। কিছুদিন পরে তিনি টিপারেরীর এক বৃহৎ জনসভায় বক্তৃতা দেন। তাঁহার শরীর-রক্ষকরূপে ড্যান ব্রিন ও টিরেসী একদল যুবক লইয়া hurley (হকি খেলার লাঠি বিশেষ) হস্তে সভার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

সেদিনে এই hurley আয়র্লণ্ডে নিষিদ্ধ ছিল। কেহ কোন সাধারণ স্থানে উহা লইয়া যাইতে পারিতেন না। কারণ, ডাবলিনের এক জনসভায় প্লানকেট আইরিশ বিদ্রোহী বন্দীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। ডাবলিন মেট্রপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর মিলস্ দলবলসহ উহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আসেন। সে সভায় খেলার মাঠ হইতে ফিরিবার পথে অনেক যুবকও উপস্থিত ছিল। তাহারা পুলিশের এই দুর্ব্ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া ইন্সপেক্টরের মস্তকে hurly দ্বারা সজোরে আঘাত করিতে থাকে। ফলে, বেচারীর দেহান্ত হয়। তারই ফলে hurley আয়র্লণ্ডে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আইরিশ জনসাধারণ সর্ব্বত্রই ইংরাজের এই আদেশ অমান্য করিয়া ইংরাজ সরকারকে বড়ই হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতে লাগিল।

স্থানীয় পুলিশ এই আদেশ অমান্যের কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলে অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ জারী হয়। সংবাদ পাইয়াই টিরেসী ও ব্রিন গা ঢাকা দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ টিরেসী ধরা পড়িলেন। তাহাকে কর্ক জেলে পাঠান হইল। সেখানে যুদ্ধ পক্ষপাতী বহু বন্দীর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ

পরিচয় হইল। জেলে বসিয়া বন্দীরা বোমা প্রস্তুত বিষয়ে ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচন করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইলেন। ইংরাজের জেল বিদ্রোহীদের শিক্ষা-কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

সেইদিনে ইংরাজের বিচার অভিনয়ও এক উপভোগ্য দৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিচার কালে বন্দীরা কেহ গান করিত, কেহবা সংবাদপত্র পড়িত। কেহই আত্মপক্ষ সমর্থন করিত না। টিরেসী রাজনৈতিক বন্দীদের লইয়া জেলে বসিয়া এক বুদ্ধি পাকাইলেন। সকলে মিলিয়া অনশনব্রত আরম্ভ করিলেন। ইষ্টার বিদ্রোহের প্রখ্যাত কমাণ্ডেণ্টে টম এ্যাসি দীর্ঘ উপবাসে ও তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইবার জন্য জেল ডাক্তারের পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আইরিশ জাতি এই নৃশংস অত্যাচারে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল যে আইরিশ জাতির অন্তরাত্মা আজ জাগ্রত; মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা আজ মরিতে শিখিয়াছে। ফলে শীঘ্রই বন্দীদের প্রতি রাজনৈতিক বন্দী বা যুদ্ধ-বন্দীদের মত ব্যবহারের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ইংরাজ কথা রক্ষা করিতে পারিল না। ফলে ধর্ম্মঘট হইল। অনোন্যপায়

হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ডানডক জেলে স্থানান্তরিত অন্যান্য বন্দীদের সহিত টিরেসীকেও মুক্তি প্রদান করিলেন।

এতদ সম্পর্কে জগত বিখ্যাত টেরেন্স ম্যাকস্থইনীর নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হন। বিচারে তাঁহার সামান্য কিছু অর্থদণ্ড হয়। ইষ্টার বিদ্রোহের পর কারামুক্ত হইলে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্ স্থইনীকে আবার বন্দী করিয়া আটক রাখা হয়। জুন মাসে মুক্তি লাভ করিয়া আবার তিনি দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ অক্টোবর মাসে তাহাকে আবার বন্দী করিয়া ছয় মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। এবার তিনি টম এ্যাসির পথ অবলম্বন করিলেন। ফলে নভেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করিলেন।

১৯১৮ সালে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পূর্ব্বের ছয় মাস শাস্তির বাকী কয়মাস আবার জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। শাস্তিভোগ করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করিলে জেলের দ্বার-দেশে আসিতেই তাহাকে আবার বন্দী করিয়া অন্যান্য নির্ব্বাসিত নেতাদের সহিত লিঙ্কন জেলে প্রেরণ করা হয়।

কথায় গ্রেপ্তার, কথায় মুক্তি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের এই

হেয়ালী শাসনে আইরিশগণ বাস্তবিকই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

এতদিন ব্রিনও নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। তিনি কেবল দলপুষ্ট করিয়াছেন। টিরেসী আসিতে তাঁহারা প্রকাশ্যেই যুদ্ধ-ব্যায়ামাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে জেলে যাওয়ার জন্য খুবই প্রস্তুত ছিল। ধর-পাকড় নীতি অবলম্বন করিলে এবারও ইংরাজকে জগতে হাস্যাস্পদ হইতে হইত।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতেই আয়র্লণ্ডে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্রাদি আমদানী হইতে থাকে। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তখনও আয়র্লণ্ডে কেহ বিনা লাইসেন্সে কোন আগ্নেয়াস্ত্র গোলাগুলি ক্রয় বিক্রয় করিতে বা রাখিতে পারিতেন না। এসব ব্যাপারে ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহারা আবার বিদ্রোহের গন্ধ পাইল। ডাবলিন দুর্গে বসিয়া জি-ডিভিশনের গুপ্তচরগণ আবার একটা দেশ-বিস্তৃত ধর-পাকড়ের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মাইকেল কলিন্স কিভাবে ইংরাজ গুপ্তচরদের উপর চর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অসংখ্য কর্ম্ম প্রচেষ্টা পণ্ড করিয়াছিলেন, নিম্নে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মাইকেল কলিন্সের গঠন-প্রতিভা বড়ই অদ্ভুত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিচলিত-চিত্ত এমন একদল যুবক ডাবলিন মেট্রোপলিটন পুলিশের জি-বিভাগের রাজনৈতিক শাখায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, যাহারা, যে সব দেশ-কর্ম্মীর উপর কড়া নজর রাখিবার তাহাদের ভার ছিল, গোপনে গোপনে তাহাদের সহিতই সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। একজন প্রধান সিনফিন কর্ম্মীর সহিত কএর সংশ্রব ছিল। তাহার মারফতে কলিন্সের সংবাদ মিলিত। পরে ক সংবাদ প্রেরণের জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। কিংগব্রিজের কর্ম্মচারী তাহারই জনৈক আত্মীয় খএর মারফতে তিনি সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। খ কএর নিকট হইতে সংবাদ আনিয়া ও-হানরা-হান্সের দোকানে দিতেন। কিছুদিন পরেই কেপল ষ্ট্রীটস্থ কর্পোরেশন লাইব্রেরীর লাব্রেরীয়ান টমাস গে প্রাণে প্রাণে স্বদেশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন গুপ্তচর বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী গএর সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি গ ও অপর ঘএর মারফতে যে সব সংবাদ পাইতেন, তাহা হেরী বোলাণ্ডের নিকট পাঠাইতেন, বোলাণ্ড তাহা কলিন্সকে দিতেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে বুধবার উল্লিখিত উপায়ে

ডাবলিন দুর্গ হইতে কলিন্সের নিকট আইরিশ স্বেচ্ছা-সেবকদের এক দীর্ঘ নাম-তালিকা আসিল। তাহাতে এই ইঙ্গিত ছিল যে তাহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য ডাবলিন দুর্গে বিরাট আয়োজন চলিয়াছে; হয়ত শুক্রবার রাত্রিতেই তাহারা সহরময় হানা দিবে।

সেই রাত্রিতে ৪৪, পার্ণেল স্কোয়ারে আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠক বসিয়াছিল। কলিন্স অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া ইংরাজ সরকারের এই সংকল্পিত ধরপাকড়ের কথা সকলের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু এই গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের রহস্যাত্মক উপায় সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু ব্যক্ত করিলেন না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সত্য সত্যই পুলিশ ও মিলিটারী ডাবলিন ও দেশের অন্যান্য সহরে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রধান প্রধান সিনফিনদের গৃহ পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই বাড়ীর কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার উন্মুক্ত হইতেই পুলিশ ও মিলিটারীতে ঘর ভরিয়া গেল। সকল জিনিষ পত্র উলট পালট করিয়া খানা তল্লাসী হইল। তারপর, তাহারা দেশের প্রধান প্রধান

কর্ম্মীদিগকে বন্দী করিয়া প্রস্থান করিল। সে এক রাত্রিতে ৮০ জনের উপর সিনফিন বন্দী হইলেন। যাহারা ধরা পড়িলেন, তাহাদের ভিতর ইমন ডিভেলেরা, আর্থার গ্রিফিত, কাউণ্ট প্লানকেট, কসগ্রেভ, ডালের ফিগিস, সিন টিরেসী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক ইংরাজের এই বেড়াজাল হইতে সরিয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন, মাইকেল কলিন্স তাহাদেরই অন্যতম।

কলিন্সের সেই দিনকার সেই পলায়ন আইরিশ ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সভাশেষে কলিন্স, বোলাণ্ড ও ডাগান নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে রাত্রি দ্বিপ্রহরাতীত কাল অপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই কলিন্স সাইকেলখানি সহ বাহির হইয়া পড়িলেন। গ্রেণবী রোর মোড় ফিরিতেই মিস ম্যাক্‌ কারথীর বাড়ীর সম্মুখে একখানি সৈন্য-গাড়ী দৃষ্টি পথে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে ঘুরিয়া চলিলেন। পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালাইয়া নানা বন্ধুকে সতর্ক করিয়া যাইতে লাগিলেন। পুলিশ মিলিটারী আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই, তাহাদের অনেকে

এদিক সেদিক সরিয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন। এবার কলিন্সের আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদলের জেনারেল সেক্রেটারী সিন ম্যাকগ্যারীর কথা মনে পড়িল। অমনি ছুটিয়া তিনি. সংবাদ দিতে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, তৎপূর্ব্বেই তিনি ধৃত হইয়াছেন। তখন পুলিশ ও মিলিটারী সহরময় ক্ষিপ্তের মত ছুটাছুটি করিতে ছিল। আর যাতায়াত সম্ভব ছিল না। তাই, সবে মাত্র যে সব গৃহে বিশেষভাবে খানা তল্লাসী হইয়া গিয়াছে, তারই একখানি তাঁহার সেদিনকার মত রাত্রি যাপনের নিরাপদ স্থান বলিয়া মনে করিলেন। চতুর্দ্দিকে অতি সন্তর্পণে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি ম্যাক গ্যারীর গৃহেই প্রবেশ করিলেন এবং অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তথায়ই স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলেন। সে রাত্রিতে ইংরাজ গুপ্তচরগণ বড় আশা নিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশও পূর্ণ হইল না দেখিয়া তাহারা বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এবার কলিন্স যে দুঃসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহা ভাবিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ইংরাজ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিন্স সেই অতিচতুর

ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগের প্রধান কার্য্যালয়ে বসিয়া কি ভাবে যাবতীয় গোপনীয় কাগজ পত্রাদি পরিদর্শন করিয়া "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বর্ণিত হইবে।

সাধারণ পুলিশ বিভাগ ও গুপ্তচর বিভাগ একই দালানের স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত ছিল। দুইটী আফিস গৃহের ভিতর একটী মাত্র যাতায়াত পথ। আর সেদিন রাত্রিতে কাজের ভার ছিল কর্ম্মচারী ক এর উপর। গুপ্তচর বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারী সকলেই উপর তলার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত। তাহারা যাহাতে কলিন্সের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে না পারে তজ্জন্য ক বাহির হইতে সে কক্ষ চাবি-বন্ধ করিয়া দিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কলিন্স ও সিন নুনান তথায় উপস্থিত হইলেন। ক একটী অতি সরু চাবিদ্বারা যে কক্ষে গোপনীয় কাগজপত্রাদি রক্ষিত ছিল, তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিল। কলিন্স সারা রাত্রি বসিয়া সেইসব গুপ্ত রিপোর্ট ও কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া আবশ্যক অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে তিনি জনসভা ডেলে উপস্থিত হইলেন। বিনিদ্র রজনীর কর্ম্ম-ক্লান্তির কোন্ রেখাই তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট ছিল না।

কেবল ইহাই নহে, ধীরে ধীরে কলিন্স গুপ্তচর বিভাগের ব্যবহৃত সকল Cipher Codes এরই সন্ধান লইলেন, সেই সাহায্যেই তিনি পোষ্টাফিস হইতে সরকারী চিঠি পত্রাদির সন্ধান লইয়া সরকারের মতলব ধরিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সেইসব সরকারী চিঠির Codes পরিবর্ত্তিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। সরকার বিষম মুস্কিলে পড়িল। সংবাদ আদান প্রদানে গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিশেষতঃ পররাজ্য শাসন, বাস্তবিকই দুষ্কর হইয়া উঠে।

নিরুপদ্রব নীতি সকল সময় কার্য্যকরী হয় না। গোয়েন্দা বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী পূর্ব্বের মতই বিপুল উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবকদের পিছনে লাগিয়া রহিল। কলিন্স দেখিলেন, তাহাদের এত বাড়াবাড়ি ও এত উপদ্রবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কাজেই তিনি এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। গুপ্তচর বিভাগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হইল। তাহারা ডিটেকটিভ সার্জ্জেণ্ট হেলীর গৃহ আক্রমণ করিয়া বসিল। আর এক দিন তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথে গুপ্তচর বিভাগের কর্ম্মচারী

ও-ব্রায়ানকে ধরিয়া হস্তপদ রজ্জু-বদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। এইসব সত্বেও উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারী সার্জ্জেণ্ট স্মিদ ও ডেনিয়েল হোয়ে প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে লাগিয়া রহিল, তাহাদের প্রতি কর্ম্মে কত বাধা উৎপাদন করিতে লাগিল। ফলে আইরিশ জনসভা ডেল ইরান (Dail Eireann), প্রতিষ্ঠিত হইবার ছয়মাস পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই স্মিদের গৃহ সম্মুখে তাহাদে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। দুইমাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই ১২ই সেপ্টেম্বর বার্ণস উইক ষ্ট্রীটস্থ (বর্ত্তমানে পিয়ার্স ষ্ট্রীট) পুলিশ হেডকোয়াটার্সের দ্বারদেশে ডিটেকটিভ ডেনিয়েল হোয়ের রক্তাক্ত দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া যুবক নিমেষে অদৃশ হইল। এই হোয়ে নিজে আইরিশ সন্তান হইয়াও, আইরিশ স্বাধীনতার বীর উপাসক আইরিশ স্বেচ্ছা-সেবকদের বিরুদ্ধে যে ভাবে লাগিয়াছিল, তাহাদের ফাঁসী-কাষ্ঠের ব্যবস্থার জন্য যেরূপ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল, তদুপরি তাহাকে একাধিক বার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও সে আপন দেশের যুবকদিগকে পদদলিত করিয়া যেরূপ গর্ব্ব অনুভব করিত, তাহা প্রাণবন্ত মানুষে সম্ভব

হয় না। তাহারই কর্ম্মফলে, তাহাকে এই অভাবনীয় শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

এই ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণায় সুফল যে না ফলিয়াছিল, তাহা নহে। তবুও গুপ্তচর বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী নিজ নিজ নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রম করিতে দ্বিধা করিল না। তাই হোয়ে হত্যার দুইদিন পরে জি-ডিভিশনের কর্ম্মচারী হোয়ার্টন গুলিবিদ্ধ হইল। ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ জন হারলী নামক ব্রিটিশ সেনাদলের জনৈক পদচ্যুত কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিল, হত্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিল। বেচারী সেদিনে সংবাদপত্র ফেরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে এই হত্যাকাণ্ডের কি জানে? তাই গোয়েন্দা বিভাগের সকল ভ্রূকুটী, সকল চোখরাঙ্গানী, সকল প্রলোভন, ভয় প্রদর্শন, নির্য্যাতন সকলই যখন ব্যর্থ হইল, তখন অনন্যোপায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোর্ট মার্শেলের বিচারে তাহার ১২ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। কলিন্স এই সত্যনিষ্ঠ আইরিশ সৈন্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাই যেদিন সন্ধিসর্ত্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেদিনই তিনি হারলীকে কারামুক্ত করিয়া ফ্রীষ্টেট সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছিলেন।

হোয়ার্টনের ক্ষতস্থান সারিয়া উঠিতে না উঠিতেই ডাবলিনে আর একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর কলেজ ষ্ট্রীটের উপর গোয়েন্দা সার্জ্জেণ্ট বার্টনকে কাহারা গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। এবার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অমনি লাট লর্ড ফ্রেন্স, যাহার সাক্ষ্যে প্রকৃত হত্যাকারীর দোষ সাব্যস্ত হইবে তাহাকেই ৫০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইংরাজের দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। এতবড় লোভেও কেহই পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইল না। পরাধীন জাতির মনোবৃত্তিতে এই ত্যাগের ভাব সাধারণ জাগরণের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিতে হইবে।

যে ছয়জন গোয়েন্দা কর্ম্মচারী কলিন্সের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তাহাকে সকল সংবাদই আনিয়া দিতেন। এদিকে অন্যান্য গোয়েন্দাগণ কেহ চালাকি করিয়া, কেহ ভয়ে পড়িয়া আর বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করিতেন না। যাহারা স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে লাগিয়া ছিলেন, তাহাদিগকে প্রাণ হাতে করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইত।

হতবুদ্ধি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে একটা বড় রকমের

ধর-পাকড়ের মতলব আটিলেন। কলিন্সের নিকট সকল সংবাদই সময়মত পৌঁছিল। সর্ব্বত্রই পুলিশ ও মিলি-টারী উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের না পাইয়া হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে যাত্রা কেবল অন্ডার ম্যান টম কেলী টি, ডি এবং সিম আর উইন-ই ধরা পড়িয়াছিলেন। গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া কি ভাবে তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা পণ্ড করিতে হয়, কলিন্স্ তাহা সবিশেষ দেখাইয়াছিলেন। তারপর তাঁহার গুপ্তচর হত্যা-নীতির একমাত্র কারণ, গুপ্তচরদের ভিতর পরস্পর বড় সদ্ভাব থাকে না, এক গুপ্তচর অপরের সংগৃহীত সংবাদের কিছুই বড় অবগত হয় না, একজনের অভাবে অপরজনদ্বারা তাহার সকল অভাব পূর্ণ হয় না। তাই, তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও হত্যা করিয়া তিনি তাহাদের সংবাদ সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। এবার আমরা দেখি, টিপারেরীর সেই ক্ষুদ্র বাহিনী করিতেছে কি।

যুদ্ধের আয়োজন

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানদের হাউজার কামানের অগ্নি-গোলা যখন ব্রিটিশ ও ফরাসী লাইন বিধ্বস্ত করিতেছিল, ইংরাজ তখন প্রমাদ গণিলেন। অনোন্যপায় হইয়া তাহারা আয়র্লণ্ডে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে এক এ্যাক্ট পাশ করিলেন। লর্ড ফ্রেন্স তখন ডাবলিনে ইংরাজের রাজ-প্রতিনিধি। তিনিও জাতিতে আইরিশ ছিলেন। আইরিশগণ ব্রিটিশ সরকারের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিল। ইংরাজের ভীতি প্রদর্শন নীতির সম্মুখীন হইবার জন্য সকল দলই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

তখন ড্যান ব্রিনদের দলে লোকের অভাব ছিল না। অনুপাতে, অস্ত্রপাতির পরিমাণ-ই কম ছিল। কাজেই গোলাগুলি, বন্দুক, রিভলবার, সঙ্গীন, তলোয়ার সংগ্রহের চেষ্টা চলিল। ইংরাজ-ভক্ত আইরিশদের গৃহে যে সব অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল, তাহাদের সন্ধান নেওয়া হইল। পরে, দুই চারিজন একত্র হইয়া গভীর রাত্রিতে সেই সব গৃহে হানা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র অতি

ব্যস্তভাবে চাহিয়া লওয়া হইত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রায় সকলেই নিজ নিজ অস্ত্রপাতি দিয়া দিতে লাগিলেন। ভয়ে কেহ কিছু বলিতেন না।

এদিকে তখন দেশের যুবকদল অধিকাংশই স্বেচ্ছা-সেবকদলে ভর্ত্তি হইতেছিল। মেয়েরাও Cumann Na mBan নামক সমিতি স্থাপন করিল। বালকেরা Boy Scout দলে ভর্ত্তি হইল। ইংরাজের বাধ্যতামূলক সৈন্য-করণ চেষ্টার ফলে আয়র্লণ্ড সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া উঠিল। Conscription Act আইনে পরিণত হইল। তবুও সুফল ফলিল না। বরং সময়ে স্বেচ্ছাসেবকগণ অভিনয়-যুদ্ধ দেখাইবার জন্য এমনভাবে টিপারেরী সহরের অংশ বিশেষ দখল করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিল যে তাহাদের রণ-কুশলতা দেখিয়া জনসাধারণ অবাক হইয়া যাইত। তাহাদের সেই সামরিক সীমার ভিতর ইংরাজ সৈন্য, পুলিশ অথবা জনসাধারণের কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেন না। স্বেচ্ছাসেবকগণ কেহ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতেন না সত্য, কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মীর পকেটে সর্ব্বক্ষণের জন্য গুলি-বোঝাই, রিভলবার লুকায়িত থাকিত। এদিকে ইংরাজ সরকার বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ করিতে আর

বিশেষ কোন জোর দিল না। ফলে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। হুজুগ আর কতদিন থাকে? কিন্তু এবার যে একদল মুষ্টিমেয় যুবক লাগিয়া রহিল, তাহারা বাস্তবিকই পূর্ণ আইরিশ-স্বাধীনতাই জীবনব্রত করিয়া আসিয়াছিল—তাহারাই আয়র্লণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। টিরেসী তখনও জেলে। কাজেই ব্রিনের উপর যাবতীয় কাজের ভার পড়িয়াছিল। তিনি তখন টিপারেরীর ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডেন্টের পদ হইতে ব্রিগেডিয়ার কমাণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দলভুক্ত সভ্যদের নির্ব্বাচনের উপরই তাহাদের নায়ক নির্ব্বাচিত হইত। সুতরাং কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না।

টিরেসী তখন ডানডক জেলে উপবাস করিতেছিলেন। ১৩ দিন উপবাসের পরেও ইংরাজের চৈতন্যোদয় হইল না দেখিয়া ড্যান ব্রিন এক পুলিশ কর্ম্মচারীকে আটক রাখিয়া তাহাকে জোর করিয়া উপবাস করাইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মতলব করিলেন। পুলিশরা লিমারিক রেলওয়ে জংশনে ও লাইনে পাহারা দিত। ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লিমারিক-টিপারেরী সীমান্তের পার্ব্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় লইয়া তাহাদের

অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু পুলিশ সেই লাইনে ভুলেও পদার্পণ করিল না। আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুডের (Irish Republican Brotherhood) তাচ্ছিল্যের জন্যই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হইল না জানিতে পারিয়া ব্রিন এই সমিতির সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ছিলেন।

এদিকে ড্যান ব্রিনের দল তখন বন্ধু পেট্রিক কেগের সহযোগে এক অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে টিরেসী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি তখনও লোক সংগ্রহেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুদিন পরেই তাহার সেই মতের পরিবর্ত্তন হয়।

বগহোল্ম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে টম ও-ডায়ারের গৃহে তাহাদের অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় প্রথমতঃ কেবল হাতবোমা ও কাল বারুদ প্রস্তুত হইতে থাকে। এদিকে বর্ণিত উপায়ে প্রায় প্রত্যহই রিভলবার কার্টিজাদি সংগৃহীত হইতেছিল।

একদিন রাত্রিতে টিপারেরী হইতে কারখানায় ফিরিবার পথে ব্রিন এক কাণ্ড করিয়া করিয়া বসিল। রাস্তায় তাঁহার সাইকেলের হাওয়া বাহির হইয়া যায়। তিনি সঙ্গী টিরেসী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অগ্রসর হইতে

বলিয়া সাইকেলে হাওয়া ভরিতে থাকেন। এমন সময় জনৈক পুলিশ প্রহরী তাঁহার গতিরোধ করিল, তিনি তাঁহার হস্তস্থিত লৌহদণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী পুলিশনিবাস হইতে একদল পুলিশ ছুটিয়া আসিল। জীবনে এই প্রথম অনোন্যপায় ব্রিন তখন শত্রুপক্ষীয়দের উপর রিভলবার উন্নত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আত্ম-সমর্পণ কর, নতুবা গুলি করিলাম। নিরুপায় একদল লোককে তাঁহার কথাই মানিয়া লইতে হইল। ব্রিন রিভলবার উন্নত করিয়াই পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালাইলেন। পরদিন কত গৃহে, কত গলিতে খানাতল্লাসী হইল। কিন্তু কেহই এই যোদ্ধৃ দলের কারখানার কোন-ই খোঁজ পাইল না।

একদিন হঠাৎ বোমা ফাটিয়া তাহাদের কারখানা গৃহ উড়িয়া গেল। সে কি শব্দ! সে যাত্রায় সকলেই প্রাণে রক্ষা পাইলেন সত্য; কিন্তু কারখানার অভাব তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করিল। ও-ডায়ারের গৃহে আর থাকা চলিল না। অন্যত্র ও-কনেল নামক বন্ধুর গৃহে তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

সকল দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসীদের মত তাহাদেরও

তখন দুর্দ্দশার একশেষ। প্রত্যহ উপযুক্ত আহার্য্য জুটিত না, শয়নের ব্যবস্থা ছিল না—খড়ের উপর কম্বল বিছাইয়া একটা মাত্র কম্বল জড়াইয়া আয়র্লণ্ডের মত শীত-প্রধান দেশের পাহাড়িয়া শীতের রাত্রি তাঁহারা কাটাইয়া দিতেন। তদুপরি ইঁদুরের উপদ্রবও কম ছিল না। ব্রিনের কালো চুলগুলির উপর তাহাদের আক্রোশ ছিল যেন খুব বেশী।

কিছুদিন পরে কেগ সরিয়া পড়িল। কিন্তু অপর আগন্তুক যুবা তাহার স্থান পূর্ণ করিল—নাম সিন হোগান; যেমন বলিষ্ঠ গঠন, শরীরের সামর্থ্য, তেমন তাহার প্রাণের বল; যুবক জানিত না, ভয় কাহাকে বলে, পারিব না, এই কথাটী জীবনান্তেও যুবক মুখ ফুটিয়া বলিত না, অবিশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্তির পরও, তাহার মুখমণ্ডলে কেহ কখনও বিষাদের রেখা লক্ষ্য করে নাই। সিউমাস রবিন্সন নামক অপর যুবকও এখানেই এই দলে যোগদান করিল। এবার টিরেসী, ব্রিন, হোগান ও রবিন্সন চারিটী সমবয়সী যুবক-বন্ধু নির্জ্জনে বসিয়া কত বড় বড় মতলব আটিতেন, স্বাধীন আয়র্লণ্ডের কত সুখ-স্বপ্নই দেখিতেন। কিছুদিন পরে, ও-কনেল তাহাদিগকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। তাঁহারা মহা সমস্যায় পড়িলেন।

কারণ, চারি বন্ধুই তখন পলাতক; ইংরাজের গুপ্তচর ব্যাধের মত সর্ব্বদাই তাঁহাদের পিছনে লাগিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সিন হোগানের এক ভ্রাতার একখানি গোশালা ছিল। চারি বন্ধুতে তথায় আশ্রয় লইলেন। দুই সপ্তাহকাল তাহাদিগকে কেবল ভাত ও সামান্য কিছু দুগ্ধের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতে হইল। এই সময়ে রাত্রিতে শুইবার জন্য সময়ে তাহাদিগকে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী কোন বন্ধুর গৃহেও আশ্রয় লইতে হইয়াছে। স্বাধীনতার জন্য যাহারা পাগল হইয়া লাগে, দৈহিক আরাম যত্ন তাহাদের কপালে বিধাতা ভুলেও লিখেন না।

ড্যান ব্রিন ও টিরেসীকে শীঘ্রই ডাবলিন যাইতে হইল। ট্রেণে যাইবার মত অর্থ তাহাদের ছিল না। অগত্যা তাঁহারা সাইকেলযোগে ডাবলিনে বন্ধু সানাহানের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দুই তিন দিন অপেক্ষা করিয়া দুই বন্ধু ছয়টী রিভলবার, পাঁচশত গুলি ও ছয়টী বোমা লইয়া সাইকেলেই টিপারেরী যাত্রা করিলেন এবং সময় মত আসিয়া দলের সভায় যোগদান করিলেন। এখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, টিপারেরীতে যেমন অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ বা সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল, ডাবলিনেও কালিন্স প্রভৃতি সে বিষয়ে নিরুদ্যম ছিলেন না।

টিরেসী ও ডিক ম্যাককীর সহিত পরামর্শ মত, স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর হইতে অসমসাহসী কতিপয় যুবক লইয়া একটা দল গঠিত হয়। তাহারা বিপদ-সঙ্কুল যে কোন বিভীষিকার পথ অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের দুর্জ্জয় সাহস ও অতুল আত্মত্যাগেই গরিলা যুদ্ধ সফল হইয়া উঠিয়াছিল। এবার ডাবলিনের যুদ্ধোপকরণ কারখানার (Munition Factory) কিছু পরিচয় দিব।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনেও কাজ আরম্ভ হয়। ডিসেম্বর মাসে ডাবলিনের একটা দোকানের নীচে হাত-বোমা প্রস্তুত হইতে থাকে। কয়েক মাস পরে, কলিন্সের চেষ্টায় সেই দোকান ও কারখানা General Head Quarters এর অধীনে আসে। পূর্ব্বে পুলিশ বহুবার এই দোকানে হানা দিয়াও কিছুরই সন্ধান পায় নাই। কারণ বোমা-নির্ম্মাতাগণ আলোক সঙ্কেতে সতর্ক হইয়া পুলিশ আসিয়া পড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গোলা-গুলির কাজ পরিত্যাগ করিয়া অলঙ্কার নির্ম্মাণে লাগিয়া যাইতেন। পুলিশ হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া যাইত।

প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রের অধীনে প্রায় দেড় বৎসর কাল বোমা ও গোলা-গুলি নির্ম্মিত হইল। এক দিনের এক

দুর্ঘটনায় সকল পণ্ড হইতে বসিল। পুলিশ সকল বিধয়ের সন্ধান পাইল। অগত্যা তাঁহারা সহরের অন্যত্র এক বিস্তৃত কারখানায় যুদ্ধোপকরণ তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেলেন। এখানে তিন রকমের হাত-বোমা তৈয়ার হইত। এক নম্বর, দুই নম্বর ও তিন নম্বরের। এই সব হাতবোমার ভিতর পিন ভর্ত্তি করা হইত। ক্রমে সেই কারখানায় ট্রেন্স, মোটর ও শেল প্রস্তুত হইতে লাগিল। এইভাবে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ এই স্বাধীনতা-প্রয়াসী যুবকদলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, টিরেসী ও ব্রিনের দল যখনই ডাবলিনে আসিয়াছে, তাঁহারা এই দলের নিকট হইতেই সাহায্য পাইয়াছে, পরে অবশ্য গরিলা যুদ্ধের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবক দলের অনেকেই এই গরিলাযোদ্ধ দলে যোগদান করিয়াছিলেন। সে সব পরের কথা। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বন্দী সিনফিন নেতাদের অনেকেই মুক্তিলাভ করিলেন। ডি ভেলেরা, সিন মিলরয়, সিন ম্যাক গ্যারী, বিসলাই প্রভৃতি কতিপয় নেতা তখনও জেলে জেলে পচিতে ছিলেন। ইংরাজের সুরক্ষিত জেল হইতে তাহাদের পলায়ন, সে এক আশ্চর্য্য কাহিনী।

এদিকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ স্থগিত (armistice) হয়। ডিসেম্বরেই আয়র্লণ্ডময় সাধারণ নির্ব্বাচনের ধূম পড়িয়া গেল। ইষ্টার বিদ্রোহের পর দেশের যুবকগণ এতদিন করিবার মত বিশেষ কিছু পায় নাই বলিয়া এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে তাহাদের সুপ্ত কর্ম্ম-শক্তি যেন জাগিয়া উঠিল। ইষ্টার বিদ্রোহের পর হইতেই জনসাধারণের প্রাণে একটা নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট পক্ষপাতীদের অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। হোমরুল ব্যাপারে ইংরাজের প্রতারণা ও যুদ্ধোপলক্ষে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ প্রচেষ্টা দুইই আইরিশ জাতির প্রাণ ইংরাজের উপর বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাই জনসাধারণ পূর্ণ-স্বাধীনতা-প্রয়াসী যুবকদের কর্ম্মতৎপরতায় মুগ্ধ হইয়া সাধারণতন্ত্রের দিকে সবিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িল। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে আইরিশ সাধারণতন্ত্রের ভাব প্রচার করাই যুবকদলের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, সিনফিনদের সহিত মিলিত হউন (Rally to the Sinn Fein), সাধারণতন্ত্রের জন্য ভোট দিন (Vote for the Republic), ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বীরদের পাশে দাঁড়ান

(Stand by the men of 1916). সকল কার্য্যই প্রকাশ্যে সম্পাদিত হইতে লাগিল। সাধারণতন্ত্রীরা সকলেই শপথ করিলেন যে, তাঁহারা কোন দিনও ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে আসন পরিগ্রহ করিবেন না; পক্ষান্তরে আইরিশ সাধরণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ১০৫টী স্থানের ভিতর ৭৩টীই সাধারণতন্ত্রী দল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। ৩২ জন অন্যান্য দলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ৭৩ জন নির্ব্বাচিত সাধারণতন্ত্রী সভ্যের ভিতর, অধিকাংশই তখন ইংরাজের রুদ্ধ কারাকক্ষে বিনা বিচারে আবদ্ধ ছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী আইরিশ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ ডাবলিনে সমবেত হইয়া আইরিশ সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। আয়র্লণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আইরিশদের জাতীয় পতাকা সর্ব্বত্র গর্ব্বভরে উড়িতে লাগিল। আইরিশ নরনারীর সগর্ব্ব উল্লাস, মুহুর্মুহু বিজয়ধ্বনি আয়র্লণ্ডের আকাশ বাতাস মুখরিত করিল। এক দিনের একটা কথায়, একটা ভাবে একটা জাতি যেন নবজীবন লাভ করিল। সে এক শোভনীয় দৃশ্য। আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া সেদিনই প্রথম আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রী সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এসব

দেখিয়া শুনিয়া ইংরাজ বুঝিল যে, আইরিশ জনসাধারণ ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব আর চাহে না। আর সেই দিনই প্রায় ঠিক সেই সময়েই ড্যান ব্রিন ও সিন টিরেসীর পরিচালনায় টিপারেরীর একদল অসমসাহসিক আইরিশ যুবক সোলো-হেডবেগে যে এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল, তাহা বাস্তবিকই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সোলোহেডবেগের সেই রক্তারক্তি কাণ্ডের কথা বলিবার পূর্ব্বে, ইংরাজের সুরক্ষিত কারাকক্ষ হইতে কি ভাবে ডি ভেলেরা, সিন মিলরয়, সিন ম্যাকগ্যারী, জেনারেল বিসলাই প্রভৃতি বন্দী-বীরগণ পলায়ন সম্ভব করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

অন্যান্য বন্দীর সহিত ডি ভেলেরা, সিন মিলরয়, সিন ম্যাকগ্যারী তখনও লিঙ্কন জেলে বন্দী। একদিন ডি ভেলেরা এক টুকরা মোম কুড়াইয়া পাইলেন। মোমের সাহায্যে তিনি জেলের তালা খুলিবার একটা চাবির ছাপ উঠাইয়া লইলেন। এবার সমস্যা হইল কি ভাবে সেই গৃহীত চাবির ঠিক মাপ বাহিরের বন্ধুদের নিকট প্রেরণ করা যায়। শীঘ্রই বন্দীদের মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বড়দিন নিকটবর্ত্তী। চিত্র-শিল্প-

অভিজ্ঞ শিল্পী মিলরয় একখানি ব্যঙ্গ চিত্রে সেই চাবিটী অঙ্কিত করিলেন। একখানি চিঠির সহিত তাহা গোপনে কলিন্সের নিকট প্রেরিত হইল। চিঠিখানি কলিন্সের নিকট পৌঁছিল না। তিনি ছবিখানি হইতেই অতিকষ্টে চিঠির মর্ম্ম উদ্ধার করিলেন। অচিরে সেই মাপে একটী চাবি প্রস্তুত হইল। তাহা একখানি পিঠার মধ্যে পুরিয়া উপহারস্বরূপ লিঙ্কন জেলে বন্দী বন্ধুদিগকে পাঠান হইল। কিন্তু চাবিটী আকারে কিছু ছোট হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের সকল শ্রমই পণ্ড হইল। আবার পিঠার ভিতর ভরিয়া চাবি পাঠান হইল, সঙ্গে একখানি রেতও (file) দেওয়া হইল। এবারও চাবি ঠিক হইল না। তৃতীয় বারের চেষ্টায় চাবি ঠিক মাপ মত হইল। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯১৯) পলায়নের দিন ধার্য্য হইল। এদিকে ২২শে জানুয়ারী অস্ক জেল হইতে বাহিরের সাহায্য ব্যতীতই চারিজন আইরিশ বন্দী পলায়ন করিলেন। সকলে মনে করিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ অধিকতর সতর্ক হইবে, লিঙ্কন জেলের সঙ্কল্পিত পলায়ন না জানি অসম্ভব হইয়া উঠে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিন্স ও হেরী বোলাণ্ড লিঙ্কনে উপস্থিত হইলেন। জেলের বাহিরে কাঁটা তারের বেড়া

ছিল*। সঙ্গের যন্ত্রপাতিদ্বারা তাঁহারা তাহা কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। নিকটবর্ত্তী মাঠ হইতে তাঁহারা আলোক সঙ্কেত করিয়া তাহাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। বন্দীরাও দিয়াশেলাইয়ের কাটি জ্বালিয়া জানালা পথে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

তখন নিশার আঁধারে চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আসিয়াছে। কলিন্স ও বোলাণ্ড জেলের পশ্চাৎ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দরজার ওপাশে আর একটী লৌহ কবাট রহিয়াছে। কলিন্সের সঙ্গে সেই প্রেরিত চাবিরই আর একটী ছিল। চাবি সহজেই তালায় লাগিল, কিন্তু ঘুরাইবার চেষ্টা করিতেই উহা ভাঙ্গিয়া ভিতরে রহিয়া গেল। ততক্ষণে ভিতরের কবাট খুলিয়া গিয়াছিল। ডি ভেলেরা, সিন মিলরয় এবং সিন ম্যাক গ্যারী দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া। কলিন্স ও বোলাণ্ড তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু তালা না খুলিতে পারায় সকল চেষ্টাই পণ্ড হইতে বসিল। এবার ডি ভেলেরা তাঁহার নিজের চাবিটী দরজার অপর পার্শ্ব হইতেই তালাতে পুরিয়া নাড়া চাড়া করিতেই ভাঙ্গা চাবিটী খসিয়া পড়িয়া গেল। সম্মুখে দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুক্ত বন্দীরা দ্রুত পদবিক্ষেপে অদৃশ্য হইলেন।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। দুর্জ্জয়ী বীর ডি ভেলেরাকে পাইয়া সমস্ত আইরিশ জাতি মাতিয়া উঠিল। তাঁহারা এক বাক্যে তাঁহাকে আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচন করিলেন।

এদিকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর জেনারেল বিসলাই, ষ্ট্যাক, ডোরান, ম্যাককারথী প্রভৃতি আইরিশ বীরগণ ম্যাঞ্চেষ্টার জেলের ৪০ ফিট উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে আসিলেন। ইংরাজ সরকার তাহাদের সেই বিপুল ষড়যন্ত্রের কিছুই অবগত ছিল না। তাহারা বুঝিল আইরিশ বীরদের নিকট ইংরাজের কারা-প্রাচীর আর দুর্লঙ্ঘ্য নহে।

গরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আইরিশ জনসভা ডেল ইরান প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আয়র্লণ্ডে ইংরাজ-রাজ-শক্তির তাণ্ডব লীলা চলিতে থাকে। তাহারা সর্ব্বত্র ধরপাকড় আরম্ভ করিল, সভা ভাঙ্গিতে লাগিল, স্থানে স্থানে সামরিক আইন জারী করিল, সংবাদপত্র সমূহের প্রকাশ

বন্ধ করিল, এক কথায় বলিতে হয়, ইংরাজের নিষ্পেষণ নীতিতে আয়র্লণ্ড অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আইরিশ জন-সভার যাবতীয় শান্তিপূর্ণ কার্য্যের পিছনে কত কি বিভীষিকার ছবি কল্পনা করিয়া উহা অচল করিবার জন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিল। আইরিশ জনসভা ডেল ইরান এবং জাতীয় ঋণ সংগ্রহ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিল। নিরীহ নাগরিকের উপর রাস্তা ঘাটে প্রকাশ্যে অবাধ অত্যাচার চলিতে লাগিল। এমন কি অরাজনৈতিক বহু প্রতিষ্ঠানও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়াই একটা জাতিকে তাহার প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছা মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য গরিলা যুদ্ধের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সোলোহেডবেগের খণ্ডযুদ্ধেই তাহা সর্ব্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশ করিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম ভাগে সংবাদ আসিল যে সোলোহেডবেগে ইংরাজদের আড্ডায় কিছু বেশী পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ আসিবে। অবশ্য পথে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী সঙ্গে থাকিবে।

সংবাদ পাইয়াই ড্যান ব্রিনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অমনি তাঁহার প্রিয়তম সহকর্ম্মী, বুদ্ধি-

দাতা সিন টিরেসীর সহিত তিনি পরামর্শ করিলেন। প্রহরী পুলিশদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বিস্ফোরক পদার্থাদি হস্তগত করাই সিদ্ধান্ত হইল। আক্রমণের স্থানও নির্দ্ধারিত হইল।

এখানে সোলোহেডবেগের কিছু পরিচয় আবশ্যক। স্থানটী সহরেরই মত সুন্দর, উন্নতশীল পল্লী; টিপারেরী সহর হইতে আড়াই মাইল এবং লিমারিক রেলওয়ে জংসন হইতে এক মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত। নিকটে ডনোহিল ব্যতীত অন্য কোন গ্রাম নাই। মাঝে মাঝে কৃষকদের সাজান কুটীরগুলি বড়ই সুন্দর দেখায়। সেই সমতল ভূমির পাশ কাটিয়া গলটিমোর পাহাড় চলিয়া গিয়াছে। আক্রমণের স্থানটীর রাস্তার দুই পাশেই গভীর গর্ত্ত; নিকটে কণ্টকসঙ্কুল ঝোঁপ। সংবাদ আসিয়াছিল—১৬ই জানুয়ারী বিস্ফোরক পদার্থের গাড়ী আসিবে। কিন্তু আসিতে পাঁচদিন বিলম্ব হইল। প্রতি দিনই টিপারেরীর সেইক্ষুদ্র বাহিনী—ড্যান ব্রিন, সিন টিরেসী, সিউমাস রবিন্সন, সিন হোগান, ক্রোয়ি, প্যাট্রিক ও-ডায়ার, (হলি ফোর্ডের), মাইকেল রায়েন (ডনোহিলের), প্যাট্রিক ম্যাক করমিক্ ও জ্যাক ও-মেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যূষে চারিটায় প্রাতরাশ করিয়া সেই ঝোঁপের আড়ালে শীকারের

প্রতীক্ষায় সারাদিন বসিয়া থাকিতেন। পঞ্চম দিবসে ২১শে জানুয়ারী (১৯১৯) সকালবেলা অদূরে গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেদিনই ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টকে তুচ্ছ করিয়া আইরিশ জনসভা ডেল ইরান সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে গাড়ী ঝোঁপের সম্মুখীন হইতেছিল। পূর্ব্বেই তাহাদের নিযুক্ত বালকদূতগণ গাড়ীর আগমন বার্ত্তা ও প্রহরীদের সংখ্যা ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করিল। গাড়ী ঝোঁপের নিকটবর্ত্তী হইতেই বীরবাহিনী একসঙ্গে ঝোঁপের বাহিরে আসিলেন—সকলের হস্তেই উদ্যত অগ্নি-নালীকা। যদিও তাহাদের অনেকেই তখন পর্য্যন্তও কোনদিন রিভলবার ছুড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, তবুও প্রাণের বিপুল উৎসাহে, দর্পভরে সমস্বরে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, হাত তোল, হাত তোল। প্রহরীরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বন্দুকের গোড়া টিপিতে যাইতেছিল, চক্ষুর নিমেষে গরিলা যোদ্ধৃদের হস্তে অগ্নি-নালীকা গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহাদের অব্যর্থ সন্ধানে দুইজন পুলিশ প্রহরী ধরাশায়ী হইল।

মুহূর্ত্তেকে তাঁহারা প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া রাইফেল্‌ বন্দুকাদি কাড়িয়া লইলেন। গাড়ী চালক জেমস্‌ গডফ্রে এবং কাউন্টি কাউন্সিল কর্ম্মচারী ক্লিন হতভম্ব হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। যোদ্ধৃদল এবার বোমা ও রাইফেলাদি লইয়া সরিয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। হোগান ঘোড়ার লাগাম ধরিলেন, টিরেসী ও ব্রিন গাড়ীতে উঠিলেন। অন্যান্য সকলেই আদেশমাত্র যাহার যাহার নির্দ্দিষ্ট পথে সরিয়া পড়িল। বোমা ও রাইফেল বোঝাই গাড়ী লইয়া হোগানের পরিচালনায় পথের ধূলি দিগন্তে- উড়াইয়া অশ্ব পূর্ণবেগে ছুটিয়া চলিল। পথের লোক চাহিয়া দেখিল, তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন।

টিরেসী কখনও তাঁহার চিত্ত-প্রশান্তি হারাইতেন না। তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রিনের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। অমনি তাঁহারা সকলের অলক্ষ্যে বোমা ও রাইফেলাদি মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখিলেন। গাড়ীখানিকে দূরে রাস্তার পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া, ঘোড়াটাকে এলিন ব্রিজের নিকট ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত সরিয়া পড়িলেন। ইহার পর ইংরাজের পুলিশ ও সেনাবাহিনী কত শত বার সেই পথে আনাগোনা করিয়াছে, কিন্তু এমন সরল সহজ ভাবেই তাহারা জিনিষগুলি গোপন করিয়াছিলেন যে, তাহাদের সন্দেহ করিবার মত কিছু ছিল না। ইহাই বাহাদুরী।

ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, ক্লান্তি নাই, তাঁহারা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন। গলটী পাহাড় ও উপত্যকা বাহিয়া তাহাদিগকে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পথিমধ্যে তাঁহারা টমাসটাউনের নিকটবর্ত্তী রথোলগিনে মিসেস ফিজ্জারেল্ডের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। যুবতী তাঁহার মধুর ব্যবহারে এই পলাতক বন্ধুদের বিশেষ-ভাবে আপ্যায়িত করিলেন। প্রচুর ডিম রুটী মাখনের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি অপনোদন করিলেন। কাহির ও টিপারেরী রোড পার হইয়া তাঁহারা আবার পাহাড়িয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে টিরেসী হঠাৎ বিশ ফিট নিম্ন এক গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। সকলে মনে করিলেন, টিরেসীর বুঝি বা জীবনান্ত হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি সামান্য আঘাত পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে হোগানের জুতা দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা কাহিরের নিকটবর্ত্তী মিসেস টবিনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরে জেলা-ইন্সপেক্টর পটারের হত্যা সম্পর্কে, ইংরাজ সৈন্য এই গৃহখানি বোমা-দ্বারা উড়াইয়া দিয়াছিল।

সেই সপ্তাহে টবিনের গৃহেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম শয্যার

সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা সংবাদপত্রে দেখিলেন—বড় বড় হরফে লেখা ছিল, "টিপারেরীর কাণ্ড," "ভয়াবহ ব্যাপার," "দুই জন পুলিশের হত্যাকাণ্ড" ইত্যাদি। সত্যমিথ্যা বহু সংবাদই প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছিল। পুলিশ বিভাগ সন্দেহ করিয়া দুইটী একাদশবর্ষীয় বালককে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের নিকট হইতে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন সংবাদ বাহির করিবার জন্য তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখে।

এদিকে সোলোহেডবেগের এই খণ্ড যুদ্ধের পরেই টিপারেরীর দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক আইন জারী হইল। ইংরাজের পুলিশ ও সৈন্যদল চতুর্দ্দিকে উপদ্রব করিতে লাগিল। আয়র্লণ্ডে ইংরাজের মুখোস খুলিল। সঙ্গে সঙ্গেই সরকার এই হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য ১০০০ পাউণ্ড, পরে ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

মিসেস টবিনের গৃহে দুই রাত্রি যাপন করিয়া তাহারা টিনকারী ও বার্ণকোর্টি ক্যাসল হইয়া টাবরিডে রায়নের গৃহে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু যেদিন তাহাদের যাওয়ার কথা ছিল, সেদিনই রায়ন নিজ গৃহে ইংরাজ সৈন্য হস্তে বন্দী হন। কাজেই তাঁহারা কর্কের নিকটবর্ত্তী

মিচ্চেল টাউনে যাওয়াই ঠিক করিলেন। পথে বল্লকে ও-ব্রায়ানের গৃহে তাহাদিগকে এক রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। মধ্য রাত্রিতে একদল সৈন্য আসিয়া বাড়ীর কড়া নাড়িতে লাগিল। আশ্রয়দাতা ও আগন্তুকগণ সকলেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য বলিতে হইবে, গৃহস্বামী তাঁহার কুকুরের লাইসেন্স আনয়ন করিয়াছেন কিনা জানিয়াই তাহারা প্রস্থান করিল।

পরে ইস্ট লিমারিক হইয়া তাঁহারা ল্যাকলিতে এক সপ্তাহ অবস্থান করিলেন। তখনও তাঁহারা সোলোহেডবেগ-ই কেন্দ্র করিয়া ১০ মাইল ব্যাসার্দ্ধের ভিতর এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া গা ঢাকা দিয়াছিলেন মাত্র। পূর্ব্বতন বন্ধুদের অনেকেই তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। এই গরিলা যোদ্ধৃদলের পূর্ব্বে যে সিনফিনদের সহিত কোন সংশ্রব ছিল তাহা স্বীকার করিতেও তাঁহারা ভয় পাইতেন। অস্ত্রবলের উপর বিশ্বাস হারাইয়া, তাঁহারা সভা-সমিতিতে কেবল প্রস্তাব পাশ করিয়াই আইরিশ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে ভালবাসিতেন। আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনাদলের কতিপয় যুবক মাত্র এই গরিলা যোদ্ধৃদের সহিত একমত ছিলেন। জনসাধারণের মনোবৃত্তির কথা আর কি বলিব? এমন কি শিক্ষিত

আইরিশগণ এবং ধর্ম্মযাজকগণও তাহাদিগকে সামান্য ঘাতকের পর্য্যায়ে ফেলিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না।

একদিন তাঁহারা এক কৃষক পরিবারে আশ্রয় লইলেন। সন্ধ্যা রাত্রিতে হঠাৎ বাড়ীর কড়া নড়িয়া উঠিল। ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতেই উত্তর আসিল, "পুলিশ।" শুনিয়াই আগন্তুকগণ রিভলবার উদ্যত করিয়া দ্বারদেশে অগ্রসর হইলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইতেই একটী পরিচিত কৃষক বালক সহাস্যে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামী কৃষক কিন্তু আশ্রিতদের হস্তে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া ভয়চকিত-কণ্ঠে তাহাদিগকে বিদায় লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেই শীতের রাত্রিতে অগত্যা তাহাদিগকে সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল।

দেখা গিয়াছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনদিন যাহারা কিছু না কিছু সংশ্লিষ্ট ছিলেন, প্রয়োজনের ডাকে তাঁহাদের সুপ্ত আত্মা আবার জাগিয়া উঠে। প্যাডী রায়নেরও তাহাই হইল। তিনি পলাতক যোদ্ধৃদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে তখন সিন টিরেসী ও ড্যান ব্রিনের মাথায়

আর এক বুদ্ধি খেলিতে লাগিল। তাঁহারা ইংরাজদিগকে টিপারেরীর দক্ষিণাঞ্চল পরিত্যাগ করিবার জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। বিষয়টী ডাবলিন প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা ব্যাপার এতদূর গড়াইতে দিতে রাজী হইলেন না। পক্ষান্তরে, তাঁহারা সোলোহেডবেগের পলাতকদের আমেরিকা পলায়ন সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। ড্যান ব্রিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কেহই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

তখন তাঁহাদের বিষম অবস্থাসঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহাদের না ছিল আবশ্যক শীতবস্ত্র, না ছিল পথ-পর্য্যটনের মত উপযুক্ত অর্থ, না ছিল আহার নিদ্রার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা। ডুন হইতে তাঁহারা অপার-চার্চ্চে প্যাট্রিক কিনের গৃহে গেলেন। তথা হইতে এ্যান-ফিল্ড রওনা হইলেন—সঙ্গে প্যাট্রিক কিনে তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক। মিসেস মিঘারের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেই টিরেসী ঘড়ি দেখিলেন। দেখিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন। তাই নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত অদূরে আড়ালে অবস্থান করাই তাঁহারা সঙ্গত মনে করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। অদূরে অন্ধকারে

একটী বালিকা মূর্ত্তি দেখা দিল। মিসেস মিঘারের প্রেরিত বালিকাটী ইংরাজ সৈন্য তাঁহার বাড়ী তল্লাসী করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আইরিশ স্বাধীনতা যুদ্ধে আইরিশ নারীর কর্ম্ম-কুশলতা দেখিবার বিষয় বটে। সৈন্যদল প্রস্থান করিলে তাঁহারা সেই গৃহেই আশ্রয় লইলেন।

তথা হইতে তাঁহারা নডসটাউনে উপস্থিত হইয়া ব্রিগেড কাউন্সিলারদের এক সভা আহ্বান করেন। ইংরাজদিগের উপর দক্ষিণ-টিপারেরী-পরিত্যাগ-পত্র জারী করিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকলেই এক মত হন। প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রের অনুমোদন সত্ত্বেও তাঁহারা ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে ইংরাজদিগকে তদঞ্চল পরিত্যাগ করিবার জন্য বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিলেন। দেশের সংবাদ পত্র সমূহ যোদ্ধৃদলের এই সব কর্ম্ম কাণ্ড ঠাট্টা তামাসামুলক বলিয়া মনে করিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই বিজ্ঞাপনের যথার্থতা দেখিয়া তাঁহারা অবাক হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত কিনে মোটরসহ অপার চার্চ্চে উপস্থিত ছিলেন। ডোহার্টি এবং ডায়ারও সঙ্গে আসিয়াছিল। ব্রিন, টিরেসী প্রভৃতি তাঁহাদের সহিত মিলিত

হইয়া একসঙ্গে ক্রিনিতে মরফিদের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

অতিরিক্ত ভোজনে হোগান কিছু অসুস্থ হইয়া পড়ায়, ব্রিন তাহাকে নিয়া তথায় রহিয়া গেলেন; টিরেনী ও রবিন্সন ডাবলিন যাত্রা করিলেন। হোগান আরোগ্য লাভ করিলে তাহাদের পশ্চিম লিমারিক যাওয়া সিদ্ধান্ত হয়। মোটর আসিল। ম্যাকইনারনি পরিচালক। ইনিই ইষ্টার বিদ্রোহের সুপরিচিত ম্যাকইনারনি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গুডফ্রাইডে দিন রজার কেজমেণ্টকে আনিবার জন্য মোটর পরিচালকরূপে ইনিই গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেরীর নিকট মোটর দুর্ঘটনায় দুইজন আরোহী জলমগ্ন হয়; ইনারনি কোন মতে জীবনে বাঁচিয়াছিলেন মাত্র।

আজও তিনিই মোটর পরিচালক। পাশে হোগান, পিছনে রায়েন ও ব্রিন। লিমারিক প্রবেশ পথে একে একে একুশ খানি সৈন্য-লরী তাহাদের পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। তখনও সোলোহেডবেগ যোদ্ধৃদের খোঁজে ইংরাজের ক্ষিপ্ত সেনাবাহিনী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত। মোটর আরোহীরা প্রমাদ গণিলেন। তবে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিবার চিন্তা বা বুদ্ধি কাহারও আসিল না।

যদি ধাপ্পা দিয়া রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাঁহারা অতি ধীরভাবে রাজভক্ত শিষ্ট প্রজার মত মোটর চালাইতে লাগিলেন। হঠাৎ রাস্তার মোড়ে পুলিশ নিবাসের নিকটে সশস্ত্র প্রহরীর আদেশ আসিল "থামো"। তাঁহারা মনে করিলেন, ফাঁদে আটকাইবার জন্যই লরীর সৈন্যগণ তাঁহাদের অগ্রগমনে বাধা প্রদান করে নাই। সময় বুঝিয়া তাঁহারাও প্রস্তুত হইলেন। ব্রিন পূর্ব্বেই রাইফেল ধরিয়া বসিয়াছিলেন। ঘোড়া টিপিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক সেনা-নায়ক নম্রভাবে বলিয়া উঠিলেন যে, বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহারা যেন কিছু মনে না করেন। সকলের অলক্ষ্যে ব্রিন বন্দুক নীচু করিলেন। রাস্তায় বড় ভীড় ছিল। রাস্তাও এত খারাপ ছিল যে, পথ-চলা দুষ্কর। কিছু পূর্ব্বেই দুইটী মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্যই পুলিশের এ ব্যবস্থা জানিয়া তাঁহারা হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ব্রিন এবার তোড়জোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, সামান্য বিলম্বেই তাঁহাদের ব্যবসায়ে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সৈনিক কর্ম্মচারী মনে করিলেন, সত্যই তাঁহারা খুব বড় ব্যবসাদার। তিনি কতিপয় প্রহরীকে সেই খারাপ রাস্তাটুকু মোটরখানি

ঠেলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। সাহায্যকারীদের উপযুক্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহারা নিমেষে অদৃশ্য হইলেন। পরদিন সকাল বেলায় "Morning Post" কাগজে "ব্রিটিশ সৈন্যগণ যে কতিপয় বন্দুকধারীকে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে চাই", ইত্যাদি শীর্ষক কত সংবাদ প্রকাশিত হইল। গরিলা যোদ্ধৃগণ ইংরাজের চোখে এরূপ ধাপ্পা অহরহ-ই দিয়া থাকিতেন।

উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা গৃহকর্ত্রীর সাদর আপ্যায়ন লাভ করিলেন। অনেক পরিচিত তাঁহাদের সহিত কোন জন্মে যে তাহাদের আলাপ পরিচয় ছিল একথা স্মরণ করিতেও ভীত হইতেন। অনেকে আবার এই পলাতক বীরদের সহিত আলাপ পরিচয়ের সুযোগও পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। তবে আইরিশ জাতীয় চরিত্রের একটা মস্ত বিশেষত্ব ছিল যে, তাহাদের ভিতর খুব অল্প সংখ্যক আইরিশকেই ইংরাজদের নিকট গোপনে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য পাওয়া যাইত। সপ্তাহকাল পরে হোগান ও ব্রিন রথকিলে যান। তথায় ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডেণ্ট বীরযুবক সিনফিনের সহিত তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয়। এই বীরযুবকের সংগঠন প্রতিভায় ও শৌর্য্যবীর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। দেড় বৎসর পরে

ইংরাজসেনার সহিত সম্মুখ সমরে এই বীরযুবকের মৃত্যু হয়।

ল্যাকলীতে রবিন্সন ও টিরেসীর সহিত তাঁহাদের পুনর্মিলন হয়। ব্রিন ও হোগান ইংরাজ সেনা তাঁহাদের পলায়ন পথে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে তাহা উল্লাস-ভরে বলিতে লাগিলেন। টিরেসী ও রবিন্সন তাঁহাদের ডাবলিন অভিজ্ঞতার অনেক কথা বলিলেন।

দেশের কোথাও তখন কোনরূপ কার্য্যকারিতা ছিল না। আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনাদল কেবল নামে বর্ত্তমান ছিল। অধিকাংশ আইরিশ যুবকের মনোবৃত্তি তখনও জেলে গিয়া সস্তায় বীর আখ্যায় ভূষিত হইবার প্রবৃত্তিকে বিতাড়িত করিতে পারে নাই। সোলোহেডবেগের রক্তারক্তি কাণ্ড তাহাদের তমোভাব দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এই কাপুরুষতাসুলভ মনোবৃত্তি চূর্ণীকৃত করিবার জন্যই তাঁহারা যাহাতে লোকের মনে সত্য সত্যই দাগা লাগে এমন কিছু করিবার জন্য একদল প্রকৃত যোদ্ধা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন।

চারিবন্ধু চারিখানি সাইকেল সংগ্রহ করিয়া ডনোহিলে উপস্থিত হইলেন। সোলোহেডবেগের সেই স্থান, সেই দৃশ্য তাহাদিগকে গর্ব্বে বিস্ময়ে অভিভূত করিল। এই

সময়ে একদিন রাত্রিতে ব্রিন মাতৃ-চরণে উপস্থিত হইলেন। সন্তানকে বুকে পাইয়া স্নেহময়ী মায়ের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মায়ের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া সেই রাত্রিতেই ব্রিন গৃহ হইতে চলিয়া আসিলেন। এবার তাহাদিগকে ঘটনা-চক্রে যে অসমসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল, তাহা ভাবিতেও রোমাঞ্চ হয়।

নকলং যুদ্ধ

ডনোহিল হইতে তাঁহারা রসমোর হইয়া রোজগ্রীন এবং তথা হইতে দক্ষিণ টিপারেরীর রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর প্রধান কেন্দ্র ক্লনমেলে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনাদলের কর্ম্মচারীদের যাহারা এইদলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদিগকে প্রকৃত কাজের জন্য বিশেষ ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে বলা হইল।

মাঝে একদিন রাত্রির আঁধারে সাইকেল দুর্ঘটনা হইল। বুকে আঘাত পাইয়া ব্রিন যথেষ্ট রক্ত-বমি করিলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপা বলিতে হইবে, শীঘ্রই

তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। পলাতক জীবনের দুঃখ কষ্টের ভিতর কেন জানি তাঁহাদের একদিন কি খেয়াল চাপিল। বলাফের এক গৃহে খাঁটি আইরিশ কায়দায় নাচগান চলিতে ছিল। বহু আইরিশ যুবক যুবতী তথায় উপস্থিত। দীর্ঘ দুই বৎসর পরে, আজ এই প্রথম (মে, ১৯২০) টিরেসী ও ব্রিন তাঁহাদের মাথার উপর যে ভীষণ পুরস্কার ঝুলিতে ছিল, সে সব ভুলিয়া গিয়া, সেই যুবক যুবতীদের সহিত অতি সরল সহজ ভাবে নাচগানে যোগদান করিলেন। সেই অঞ্চলে সামরিক আইন তখনও অব্যাহত ছিল। যে কোন আইরিশই দুই মাইল নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসে সংবাদ দিয়া ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। তাহা তাঁহারা করেন নাই। তাঁহাদের চরিত্রবল ছিল, তাহাদের প্রাণে ত্যাগের একটা আদর্শ ছিল। নির্ব্বিবাদে আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিয়া গভীর রাত্রিতে ব্রিন তাঁহাদেরই দলভুক্ত কতিপয় বালকের সহিত ও-কীফের গৃহে উপস্থিত হইলেন। টিরেসী এবং রবিন্সনও তথায় আসিলেন। হোগান সকলের সহিত একসঙ্গে বাহির হন নাই।

এদিকে চারি পাঁচ রাত্রির অনিদ্রার পর শয্যার

সাক্ষাৎ পাইয়া ব্রিন অচিরে নিদ্রাভিভূত হইলেন। সবে টিরেসী শয্যায় আশ্রয়লাভ করিবার উপক্রম করিতে ছিলেন, এমন সময় অদূরে প্যাট্রিক কিনের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ব্রিন উঠিয়া বসিলেন। ইংরাজ সৈন্যের হস্তে হোগান বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া ব্রিন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইংরাজের গুলিতে হোগান নিহত হইতে পারিতেন—তাহা সম্ভব, কিন্তু হোগানের হস্তে রিভলবার থাকিতে কি ভাবে হোগান বন্দী হইলেন, ব্রিন কিছুতেই যেন একথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এই অভাবনীয় সংবাদে তাহাদের শিরায় শিরায় তপ্তরক্ত-প্রবাহ বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

হোগানকে অবিলম্বে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহারা জানিতেন, সোলোহেডবেগের এই অপরাধীকে ইংরাজ কিছুতেই জীবিত রাখিবে না। চতুর্দ্দিকে সাইকেলে সাইকেলে চর প্রেরিত হইল। হোগানকে লইয়া ইংরাজ সৈন্য থার্লসে, কি টিপারেরীতে, কি ক্যাসেলে গিয়াছে প্রথমে তাহারই অনুসন্ধান চলিল। অবশেষে খবর মিলিল, থার্লসের সেনানিবাসে তাহাকে আটক রাখিয়াছে। তথায় দুই এক দিন রাখিয়া তাহাকে হয় মাউণ্টজয়ে, না হয় কর্কে, না হয় মেরীবরোতে, না হয় ডানডক অথবা

বেলফাষ্টে পাঠান হইবে। সেনানিবাস আক্রমণ করিয়া তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। স্থানান্তরিত করিবার পথে, কোন উপযুক্ত স্থান হইতে তাহাকে উদ্ধার করাই সিদ্ধান্ত হইল।

এমলী ষ্টেশনে ট্রেন থামাইয়া প্রহরীদের নিরস্ত্র করিয়া বন্দী হোগানকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া তাঁহারা সংকল্প করিলেন। এমলী ছোট ষ্টেশন, একেবারে পল্লী-গ্রাম, নিকটে কোথাও সেনা-নিবাস ছিল না। তদুপরি, স্থানটী উত্তর কর্ক, দক্ষিণ টিপারেরী এবং পূর্ব্ব লিমারিকের নিকট-বর্ত্তী, কাজেই কার্য্য উদ্ধার করিয়া এক জিলা হইতে অপর জিলায় সরিয়া পড়িয়া পুলিসের হাত এড়াইবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়াই বিবেচিত হইল। অধিকন্তু, গলব্যালীর অধিকাংশ যুবকই তাঁহাদের দলভুক্ত। তাহাদিগকে যে কোন কাজেই বিশ্বাস করা যাইত। তিন জনের পক্ষে এতবড় একটা কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর নয় বিবেচনা করিয়া টিপারেরী সহর ব্যাটালিয়নের অস্থায়ী কমাণ্ডেণ্টকে সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। টিপারেরী হইতে এমলী মাত্র সাত মাইল; তাহাদের সাইকেলে আসিতে মাত্র একঘণ্টা লাগিবে। নেড রেলী এবং ও-কিফ ভ্রাতাগণ

তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। সকল সুবন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা ১২ই মে (১৯১৯) বেলা ১১টায় থার্লস পরিত্যাগ করিলেন। ক্রোধে, উত্তেজনায়, আশঙ্কায় তাঁহাদের প্রাণ অভিভূত ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা আশা ছাড়িলেন না।

পঞ্চাশ মাইল পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদিগকে এমলী আসিতে হইল। পথে রবিন্সনের সাইকেল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগ্যে হোগানের এক ভগ্নি প্যাট্রিক ও-ডায়ারের পত্নী একখানি সাইকেল দিয়াছিলেন। আবার তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালাইতে লাগিলেন। তাঁহারা এতই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ওয়ালাস্তে পৌঁছিয়া সাইকেলের উপরই ঘুমাইয়া পড়িতেছিলেন। টিরেসী ব্রিন ও রবিন্সনকে কর্ত্তব্যের গুরুত্ব স্মরণ করাইয়া এবং ঐতিহাসিক পল্লী কালেনের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে তাহার পুরাতন গৌরব-কাহিনীর উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে সজাগ রাখিতেছিলেন। তবুও রবিন্সন নিদ্রিতাবস্থায় সাইকেলসহ একবার রাস্তার উপর পড়িয়া গেলেন। এইভাবে তাঁহারা ১৩ই মে সকাল সাড়ে তিনটায় এমলী পৌছিলেন। পথে একটা কাণ্ড হইল, রবিন্সনের পকেট হইতে একটা বোমা পড়িয়া ভীষণ

শব্দে ফাটিয়া গেল। ভাগ্যে তাঁহারা কেহই কোন আঘাত পাইলেন না, নিকটেও কোন লোকজন ছিল না। তাই ব্যাপার কিছুই গড়াইল না।

ল্যাকলীতে পূর্ব্বপরিচিত মহিলা-বন্ধু মে মেলোনী তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি এই পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রয়াসী গরিলা যোদ্ধৃদের যে ভাবে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিয়াছিলেন, সকল দেশের নারীজগৎ তাহা কল্পনা করিতেও পারেন কিনা সন্দেহ। তিনি সর্ব্বত্র সংবাদ সরবরাহের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ড্যান মেলোনীর কর্ম্মতৎপরতাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরস্কারস্বরূপ ভ্রাতা ভগ্নিকে বিধাতার দান মাথায় পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। ইংরাজ-সৈন্য তাহাদের গৃহখানি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধে ড্যান ইংরাজ সৈন্যহস্তে বন্দী হন।

১৩ই মে সকালবেলা হোগানকে উদ্ধারের সকল বন্দোবস্তই ঠিক হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকালবেলা ঠিক ৩-৩০ মিনিটে তাঁহারা এমলী উপস্থিত হইয়াছেন। ট্রেণ আসিবার সময় হইল, দারুণ উৎকণ্ঠায় তাঁহারা কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। প্রতি মিনিট ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে

লাগিল"। বেলা ১১টা বাজিল, তখনও কেহ আসিল না। আরও আধঘণ্টা অতীত হইল। তখনও সাহায্যের বা বন্দীদের আগমনের কোনই নিদর্শন মিলিল না। এদিকে ট্রেণ আসিবে ১২টায়।

তাঁহারা জানিতেন, হোগানকে সশস্ত্র রক্ষী পরিবেষ্টিত করিয়াই পাঠান হইবে। বিনা যুদ্ধে উদ্ধার সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁহারা সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। ঠিক ১২টায় ট্রেন প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল গাড়ীই খুঁজিয়া বেড়াইলেন। কোথাও হোগান বা সাহায্যকারীদের কাহারও সাক্ষাৎ মিলিল না।

বিশ্রামাগারে ফিরিয়া আসিয়া মনে করিলেন, হয়ত টিপারেরীর দল উপযুক্ত সময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। অগত্যা তাঁহারা-পার্ব্বত্য জেলা গলব্যালী, ব্যালিল্যাণ্ডার্স এবং গলটী ব্যাটালিয়ানের বালকদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই দল কয়টী ডাবলিনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইতে কিছুদিন হয় বরখাস্ত হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়াই বেলা ৪-৪৫ মিনিটে তাঁহাদের পাঁচজন সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন—ইমন ওব্রায়ান, জেমস স্কেনলন, সিন লিঞ্চ, মার্টিন ফোলে এবং জে, জে, ও-ব্রায়ান। হোগানের

উদ্ধার ব্যাপার সংশ্রবে দুইবৎসর পরে মাউণ্টজয় জেলে বালক ফোলের ফাঁসী হয়। ধন্য বালকের আত্মদান।

যোদ্ধদলের মোট সংখ্যা এখন মাত্র আটজন। পাঁচজন সশস্ত্র, তিনজন হাতে পায়ে মাত্র। এবার অন্য মতলব আঁটা হইল। টিরেসী, রবিন্সন, ইমন ও-ব্রায়ান আর ব্রিন, এই চারিজন সাইকেলযোগে পরবর্ত্তী ষ্টেশন নকলংএ উপস্থিত হইলেন। নকলংও এমলীর মতই সৈন্য বা পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না—দুই মাইলের ভিতরও কোন সেনানিবাস ছিল না। কথা হইল অবশিষ্ট চারিজন কোন গাড়ীতে হোগান থাকেন, তাহা চোখের নিমিষে দেখাইয়া দিবার জন্য এমলী হইতে গাড়ী চাপিবে এবং গাড়ী নকলংএ পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ব্রিনদের তাহা ইঙ্গিত করিবে।

এমলী হইতে ট্রেণ ছাড়িল। ব্রিনরা অতি সরল সহজ ভাবে অন্যান্য যাত্রীর মত রিভলবার পকেটে প্লাট-ফর্ম্মে ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কর্ক হইতে অন্য একখানি গাড়ী আসিয়া অন্য প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। এমলী হইতেও গাড়ী আসিল। থার্লসের পরামর্শ মত আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের গুপ্তবিভাগেরও একজন ইঙ্গিত করিয়া দেখাইবার জন্য বন্দীর গাড়ীর

পার্শ্বস্থ অপর গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। এমলীর লোকেরাও সেই গাড়ীতেই উঠিয়াছিল। কিন্তু কেহই কাহাকে চিনিতে পারে নাই।

যে গাড়ীতে বন্দী আসিতেছিল, সে গাড়ীতে অনেকগুলি পৃথক কামরা ছিল। তাহারই এক কামরায় শৃঙ্খলিত হোগান ইঞ্জিনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে কনেষ্টবল, অপর পার্শ্বে সার্জ্জেণ্ট, সম্মুখের বেঞ্চিতে অপর দুইজন কনেষ্টবল। সকলেই আগ্নেয়াস্ত্রে সুরক্ষিত।

টিরেসীই সেই দিনকার আক্রমণের ভার লইলেন। ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিতেই সঙ্কেত আসিল। টিরেসী আদেশ দিলেন। ট্রেণ থামিবার পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর তাঁহারা দৌড়াইয়া বন্দীর কামরায় প্রবেশ করিয়াই বন্দুক উদ্যত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাত তোল", "হাত তোল"। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেই নাকি সার্জ্জেণ্ট ওয়ালেস্, "এখন ব্রিন ও টিরেসী কোথায়" বলিয়া হোগানকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

সত্য সত্যই সেই ব্রিন ও টিরেসীর আগমনে ওয়ালেস ভয়-বিহবল হইয়া পড়িল। উপরের আদেশ ছিল, যদি কোথাও বন্দীকে উদ্ধারের চেষ্টা হয়, তবে যেন তাহাকে

গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। তাই কন্সেষ্টবল এনরাইট বন্দী হোগানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া রিভলবারের ঘোড়া টিপিতে যাইতে ছিল। এক সেকেণ্ড বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ হইত। ভাগ্যে সে মুহূর্ত্তে ড্যান ব্রিনের হস্ত হইতে ভীষণ নাদে অগ্নিনালীকা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। এনরাইট পঞ্চত্ব পাইল। অপর কনেষ্টবল গুলি খাইয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। রেলী ভাণ করিয়া মরার মত পড়িয়া রহিল। একা ওয়ালেস গুলির প্রত্যুত্তরে অবিরাম গুলি বর্ষণ করিয়া ইংরাজের নুনের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। গাড়ীশুদ্ধ লোক, দেখিয়া অবাক। অনেকে ভয়ে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক যাত্রী প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল।

গরিলা যোদ্ধৃদল মুহূর্ত্তেকে বন্দী হোগানকে ছিনাইয়া লইয়া প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইলেন। সার্জ্জেণ্ট ওয়ালেস তখনও তাহাদের পিছন লাগিয়াছিল। রেলীও ভাণ ছাড়িয়া সুযোগ পাইয়া উঠিয়া আসিল এবং আক্রমণ-কারীদের উপর মুহুর্মুহুঃ অগ্নিগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। টিরেসী, ওব্রায়ান, স্কানলন সকলেই অল্প বিস্তর আহত, সকলেরই ক্ষত স্থান হইতে ঢেলা ঢেলা রক্ত পড়িতে ছিল।

যুদ্ধের তাণ্ডব ব্যাপারে তাঁহাদের বন্দুক কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল। কেবল ড্যাং ব্রিনের বন্দুক তখনও অব্যাহত ছিল। ব্রিনেরও সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। উত্তেজনায় কিছুই তিনি খেয়াল করিলে পারেন নাই। এমন সময় ওয়ালেসের বন্দুক হইতে আর একটী গুলি আসিয়া ব্রিনের দক্ষিণ হস্ত বিদ্ধ করিল। বামহস্তে গুলি ছাড়িতে অভ্যস্থ ব্রিন বন্দুক তুলিয়া লইয়া আবার মুহুর্মুহুঃ অগ্নি-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবার রেলা ভয়ে প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সার্জ্জেণ্ট ওয়ালেসের রক্তাক্ত দেহ প্লাটফর্ম্মে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। রক্ত-স্নাত আইরিশ বীরবাহিনীই জয়ী হইলেন।

এই নকলং ব্যাপারে পুলিশদের চক্ষু খুলিল। তাহারা আর বিশেষ কোন বাড়াবাড়ি করিতে অগ্রসর হইত না। দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়, কি সংবাদপত্র সমূহ সকলেই নকলং ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে কসুর করিল না। তবে দেশবাসী অনেকে যে প্রাণে প্রাণে এই গরিলা যোদ্ধৃদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন না ছিলেন, এমনও নহে।

এখন তাঁহাদের নকলং হইতে পলায়ন—সেও এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

যুদ্ধ শেষে

হোগান কি ভাবে বন্দী হইলেন, তাহাই দেখা যাউক। নাচ-মঞ্চ হইতে ব্রিগিড ও-কিফের সহিত হোগান মিঘারদের গৃহে (এনিফিল্ডে) গেলেন। প্রাতঃরাশের পর হোগান রিভলবারটী খুলিয়া রাখিয়া শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। মিঘার ও তাঁহার কন্যাদ্বয় গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় পুলিশ আসিতেছে বলিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল। হোগান শয্যাহইতে লাফাইয়া উঠিয়া রিভলবারহস্তে দক্ষিণ পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, উত্তরদিক হইতেই বুঝি পুলিশ আসিতেছিল। মাঠের ভিতর আসিয়া মনে করিলেন, আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই; তাই রিভলবারটী স্থানমত কোমরে রাখিলেন। যেমন মাঠ হইতে রাস্তায় উঠিলেন, অমনি ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হোগান রিভলবার স্পর্শ করিবারও অবসর পাইলেন না। পুলিশরা তাঁহার কোমর

হইতে রিভলবার কাড়িয়া লইল। হোগান বন্দী হইলেন।

তারপর, তাঁহার নিকট হইতে সোলোহেডবেগ হত্যা-কাণ্ড সম্পর্কে সংবাদ বাহির করিবার জন্য ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগ কত মূর্ত্তি-ই না ধারণ করিল। সময়ে চোখ রাঙ্গানী, সময়ে মিষ্টি আলাপ, সময়ে অর্থ-প্রলোভন,—সকলই যখন ব্যর্থ হইল, তখন তাঁহার উপর পাশবিক-ভাবে অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চলিল। কিন্তু বালক হইলেও হোগানের বালক-হৃদয়ে অটুট সঙ্কল্প ছিল, প্রাণে বল ছিল—কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তারপর, তাঁহার ফাঁসী-মঞ্চের পথে, নকলংএ যে অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা আমরা অবগত আছি। বালক প্রাণে এমন অটুট সঙ্কল্প না জাগিলে কি, দেশ জাগে, না দেশ স্বাধীন হয়?

নকলং স্টেশনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। রেলী পলায়ন করিয়াছিল। ব্রিনের সকল গুলি নিঃশেষিত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা প্লাট-ফর্ম্মের বাহিরে আসিতে লাগিলেন। রক্ত-স্নাত ব্রিন আর চলিতে পারিলেন না। একটা প্রাচীরের গাত্রে এলাইয়া পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্যের পোষাকে একজন আইরিশম্যান তাহাকে

তুলিয়া ধরিল। ব্রিন তাঁহার উপর ভর করিয়া কোন মতে প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিলেন। সঙ্গীরা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। হোগানকে উদ্ধার করিবার জন্য যখন প্রথম আক্রমণ হয়, তখন এই আইরিশম্যানই সোৎসাহে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, সাধারণতন্ত্র জয়ী হউক। ইংরাজের সৈন্যবৃত্তি করিয়াও এই আইরিশ সন্তান আইরিশ হৃদয়ের বিশেষত্ব হারায় নাই। ইহাই দেখিবার বটে। পরে ইংরাজের বিচারে এই আইরিশ বীরের মৃত্যু-দণ্ড হয়।

এতক্ষণে তাঁহারা ওয়াস নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে একখানি কসাইয়ের ছুরিকা সংগ্রহ করিয়া হোগানের শৃঙ্খল মোচন করিয়াছিলেন। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করেন নাই, তাঁহারা হোগানকে লইয়া মোটরযোগে এক নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িলেন; আর ও-ব্রায়ান, টিরেসী, স্কানলন ও ব্রিন সানাহানের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

গাড়ীতেই ব্রিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সবাই মনে করিল, ব্রিনের বাঁচিবার আশা নাই। শীঘ্রই ডাক্তার ও পুরোহিত আসিল। একটা গুলি ব্রিনের পঞ্জর ভেদ করিয়া ফুসফুস্ বিদ্ধ করিয়াছিল। অন্যান্য ক্ষত স্থান হইতেও অসম্ভব রক্ত গড়াইতেছিল। এদিকে

ইংরাজ সৈন্য দলে দলে বাড়ী তল্লাসী করিতেছিল। দেশ ওলট পালট হইতে লাগিল। এমন কি সদ্য কবর খুড়িয়া দেখিতেও ইংরাজ সৈন্য কসুর করিল না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, আক্রমণ-কারীদের দুইজন নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছিলেন।

গরিলা যোদ্ধৃদলও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। ক্ল্যানসী নামক জনৈক বালকের তত্ত্বাবধানে একদল সশস্ত্র রক্ষী তাঁহাদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য সন্নিবেশিত হইল। বালকেরা গুপ্তচরের কাজ করিতে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা পরেই বালক-দূত সংবাদ লইয়া আসিল যে, নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে তল্লাসী চলিতেছে। অমনি সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিয়া গেলেন। সিদ্ধান্ত হইল, কিছুতেই ইংরাজ সৈন্যের হস্তে ধরা দেওয়া হইবে না। শীঘ্রই মোটর প্রস্তুত হইল। ব্রিনকে লইয়া সহকর্ম্মীরা মোটর হাঁকাইলেন। কিলমলক সহরের ভিতর দিয়া রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর সেনানিবাসের পাশ কাটিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কোনই বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। পথে ব্রিন একরূপ তন্দ্রাভিভূতই ছিলেন। যখন তিনি জাগিলেন,

দেখিলেন, তিনি পশ্চিম লিমারিকে সিনফিনের তত্ত্বাবধানে। সিন লিঞ্চ এবং জে, জে, ও-ব্রায়ন ব্যতীত সেই বীর-বাহিনীর সকলেই তখন পলাতক। এই দুইজন প্রথমতঃ নিজ নিজ ব্যবসায়ে ফিরিয়া যান। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি লেসির বিখ্যাত দলে যোগদান করিয়া আবার যুদ্ধ করিতে লাগিয়া যান। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় নেড ও-ব্রায়ন এবং স্কানলন পলাইয়া আমেরিকা যাইতে বাধ্য হন। অবশ্য তাঁহারা এখন দেশে ফিরিয়াছেন।

এক বৎসর পরে স্কানলনের ভ্রাতা ইংরাজদের হস্তে বন্দী হন এবং ইংরাজ সৈন্য লিমারিক সহরে তাহাকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। নকলং ব্যাপারের পর ইংরাজ সৈন্যের হস্তে বহু আইরিশ যুবকই বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশই মুক্তি পাইলেন। কথা বাহির করিবার জন্য কেবল মার্টিন ফোলে এবং মাহেরকে দীর্ঘ দুই বৎসর কাল জেলে পচাইয়া, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তাহাদিগকে ফাঁসীমঞ্চে ঝুলাইয়া ইংরাজ তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিল।

এদিকে সিনফিনের আদরযত্নে ব্রিন শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। সে স্থানেও ইংরাজ গুপ্তচরের চক্ষু পড়িয়াছে সন্দেহ হওয়ায়, তাঁহারা সে

স্থান পরিত্যাগ করিয়া আরও পশ্চিমে কেরী সীমান্তে যাইতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে তাঁহাদিগকে কেরী সীমান্তও অতিক্রম করিতে হইল।

সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থার ভিতরও টিরেসীর রসাত্মক মধুর আলাপের বিরাম ছিল না। বাস্তবিকই তাহা সবাইকে সজীব রাখিত। কেরীতে তাঁহারা কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় সংবাদপত্র পাঠের সুবিধা ছিল। নকলং যুদ্ধ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত বর্ণনা শুনিয়া তাঁহারা মনে মনে হাসিতেন মাত্র। তখন তাঁহাদের সকলেরই ক্ষতস্থান একরূপ আরোগ্য হইয়া আসিয়াছিল। কাজেই তাঁহারা আবার কাজে লাগিয়া যাইবার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। কর্ম্মী কখনও বিনা কাজে থাকিতে পারে না। ইহাই কর্ম্মীর লক্ষণ।

তখনও আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র নকলং বীরদের ধরিবার জন্য ইংরাজের সৈন্য ও পুলিশ-লরী সতত ছুটাছুটি করিত। কিন্তু ইংরাজ গুপ্তচরদের উপরও আইরিশ গুপ্তচরগণ ধাপ্পা দিতে ছাড়িতেন না। অধিকাংশ সময়ই তাহারা খানাতল্লাসী করিতে যাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিত। ফলে, নিতান্ত নির্লজ্জের মত তাহাদিগকে উচ্চতন কর্ম্মচারীর তিরস্কার অবাধে হজম

করিতে হইত। নিরুপায় পুলিশ বিভাগ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইংলণ্ড-প্রবাসী আইরিশদের গুপ্তচর বিভাগে নিযুক্ত করা যায় কিনা, সেই চেষ্টা দেখিবারও ইঙ্গিত করিল। চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হইল না। আয়র্লণ্ডে ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগের পুনর্গঠন হইল সত্য, কিন্তু তাহা কেবল ইংরাজের অবসর প্রাপ্ত আইরিশ সৈন্যদের লইয়া।

এদিকে গরিলা যোদ্ধৃদের মাথায় নিত্য নূতন বুদ্ধি খেলিত। ইংরাজ নিযুক্ত আইরিশ গুপ্তচরদের মনে বিভীষিকার উদ্রেক করিবার জন্য তাঁহারা তাহাদিগকে খুন করিয়া তাহাদের মৃতদেহে "সাবধান গুপ্তচরগণ,—আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের বিচারে নিহত" বলিয়া ল্যাবেল আঁটিয়া দিতে লাগিলেন। গুপ্তচর বিভাগ ভয়ে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুনের কথা। তখন তাঁহারা সান্নন নদীর মোহনার নিকটে নিকটে কখন পশ্চিম লিমারিকে, কখনও বা উত্তর কেরীতে পলাতক জীবন যাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ তাঁহারা ১০।১২ ঘণ্টা করিয়া সাঁতার কাটিতেন। একদিন, স্নানের সময়

পুলিশের একখানি নৌকা তাঁহাদের পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা সাধারণ লোকের মত কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এই সরল সহজ ব্যবহারই তাঁহাদের সেই যাত্রা রক্ষা করিয়াছিল। পরে তাঁহারা জানিলেন যে, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় তাঁহাদের অনুসন্ধানেই পুলিশ ও সৈন্যদল হানা দিতে গিয়াছিল। তাহাদেরই এক দলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

এদিকে ক্লেয়ারেও সামরিক আইন জারী হইল। স্থান নিরাপদ বলিয়া মনে না হওয়ায়, তাঁহারা উত্তর টিপারেরীতে হোয়েলেহান পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এখানে টিপারেরীর বহু যুবকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। স্থানীয় রকওয়েল কলেজের নিকটবর্ত্তী পুরাতন জীর্ণ দুর্গ ক্যাসেল ব্ল্যাকেই তাঁহারা রাত্রি যাপন করিতেন। এই দুর্গ ভবিষ্যৎ যুদ্ধেও যোদ্ধৃদের পলাতক জীবনের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আয়র্লণ্ডের গৃহ-যুদ্ধের সময়, এখানেই পূর্ণ স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীর-যুবক থিয়ো ইংলিস এবং মাইকেল সামার্স ফ্রীষ্টেট সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহাদের স্মৃতি আইরিশ জাতির বড়ই গৌরবের।

এই অদম্য দলের কার্য্যকারিতা অবশিষ্ট নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের প্রাণে সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিল। তাঁহারাও গরিলা যোদ্ধৃদের নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে পুলিশ ও সেনানিবাস আক্রমণ হইতে লাগিল। পুলিশ ও সৈন্যদিগকে পথিমধ্যে ধরিয়া নিরস্ত্র করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বাস্তবিকই সেদিনে আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল।

পলাতক জীবনের বদ্ধতা বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। ব্রিন ও টিরেসী কোন কিছু একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য ডাবলিন চলিলেন। হোগান আর রবিন্সন উত্তর টিপারেরীতে রহিয়া গেলেন। ডাবলিনে তাঁহারা আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের এ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল মাইকেল কলিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দীর্ঘ আলাপের পর তিনি তাঁহাদের ডাবলিনে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, মাইকেলও গরিলা যুদ্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ডাবলিনের তৎকালীন অবস্থার কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

ব্রিন ও টিরেসী, হোগ্যান ও রবিন্সনকে আনিতে চলিলেন। পথে ব্রিনের সাইকেল Punctured হইল। বলিয়া রাখি যে ব্রিন তখন সময়ে পাদ্রীর বেশেই সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কারণ, কোন পাদরীকে গ্রেপ্তার করিবার মত সাহস বা বুদ্ধি ইংরাজের ছিল না। বিশেষ পর্য্যালোচনার পরই ব্রিন এ ছদ্মবেশ পছন্দ করিয়া ছিলেন।

পথে কোথাও কোন সাইকেল মেরামতের দোকান না পাইয়া এবং নিকটবর্ত্তী মেনুথ কলেজে বহু পরিচিত ছাত্রের ভিতর উপস্থিত হওয়া সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া, ব্রিন তাঁহার চির-নির্ভীকতার সহিত এক পুলিস নিবাসে প্রবেশ করিয়াই দ্বার-প্রহরীকে তাঁহার অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রহরী পুলিশ ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া সাইকেল মেরামত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সাইকেল মেরামত হইল। পুলিশদের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ব্রিন পাদরীর মত সরল সহজ ভাবে প্রস্থান করিলেন। কেহ-ই কোন কিছু সন্দেহ করিল না। বুদ্ধিকৌশল ও অসমসাহসিকতায় মানুষ শত্রুর চক্ষুতে এমন করিয়াই ধূলি দিয়া থাকে।

শীঘ্রই চারিবন্ধু নির্ব্বিঘ্নে ডাবলিন পৌঁছিলেন।

লর্ড ফ্রেঞ্চের জীবননাশের প্রচেষ্টা

তাঁহারা চারি বন্ধু ডাবলিন ফিরিয়া আসিলেন। তখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল। দেশের সর্ব্বত্রই গরিলাযুদ্ধ রীতিমত আরম্ভ হইল। পুলিস প্রহরী ও সৈন্যদের উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের বিপুল চেষ্টা চলিতেছিল। জি ডিভিশনের লোকদের পক্ষে গরিলা যুদ্ধৃদের অনুসরণ করা আর তত নিরাপদ ছিল না। তাহাদের নিজ নিজ গৃহে পরিবার-পুত্র লইয়া বসবাস করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অনেকে ডাবলিন দুর্গে আশ্রয় লইল। অনেকে পদত্যাগ পত্র যে দাখিল না করিয়াছিল, এমন নহে। আবার সেই গুপ্তচর বিভাগেরই একদল লোক, যাহারা, কোনরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করিতেন না, নির্ব্বিবাদে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন; গরিলা যোদ্ধৃদল তাহাদের উপর অযথা অত্যাচার

করিতেন না। আবার এই গুপ্তচর বিভাগেরই কতিপয় যুবক আয়র্লণ্ডের এমনই একনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন যে, তাঁহারা ইংরাজের গুপ্তচর বিভাগের যাবতীয় গুপ্তসংবাদ গরিলা যোদ্ধৃদের সরবরাহ করিয়া আইরিশ ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব অধ্যায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন : তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

ডাবলিনে ফিল সানাহান তাঁহাদের পরম বন্ধু ছিলেন। পার্ণেল ষ্ট্রীটের রায়েন এবং কিরওয়ানের গৃহ-দ্বারও তাঁহাদের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত থাকিত। ডিক ম্যাককী, পিডার ক্লানসি এবং টম কেফের মত জলন্তপ্রাণ, উৎসাহী যুবক সেদিনে খুব কমই মিলিত। তাঁহারা প্রায়ই ব্রিনদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

কেবল পুলিশ ও গুপ্তচর হত্যা করিয়াও ইংরাজের মনোবৃত্তিতে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা না দেখিয়া ব্রিন ও টিরেসী ডাবলিনের কতিপয় দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারীর (গরিলা যোদ্ধৃদলের) নিকট আয়র্লণ্ডস্থ ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিকে বা ঐরূপ অপর কাহাকে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বহু যুক্তিতর্কের পর তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড ল্যাফটেনেণ্ট ফ্রেন্সের জীবন লওয়াই সিদ্ধান্ত হয়। বিষয়টী কতিপয় অতিবিশ্বাসী কর্ম্মীর

ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। গোপনে বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। বড় লাট লর্ড ফ্রেন্সের উপর একে একে দ্বাদশ বার আক্রমণের উদ্যোগ হয়। প্রত্যেক বারই সামান্ত ত্রুটীতে, কি সংবাদ আদান প্রদানের সামান্য অসামঞ্জস্তে ফ্রেন্স জীবনে বাঁচিয়া গেলেন। তুইতিন বার কেবল পথের মোড় ফিরিবার গণ্ডগোলে উদ্যম ব্যর্থ হয়।

প্রথম আক্রমণ-প্রচেষ্টায় মাইকেল কলিন্স, টম ম্যাক কারটেন, ডাবলিন ব্রিগেডের কমাণ্ডাণ্ট ডিক ম্যাক্কী, ব্রিনদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। আর এক দিন পিডার ক্লানসি এবং ড্যান ব্রিন দীর্ঘ তুই ঘণ্টা আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মেরিয়ন স্কোয়ারের এক ডাক্তারের গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিলেন। লর্ড ফ্রেন্স এখানে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। সেদিন কিন্তু তিনি আসিলেন না।

১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-স্থগিতকরণ (Armistce) অনুষ্ঠান দিবসে ট্রিনিটি কলেজে এক ভোজে লর্ড ফ্রেন্সের উপস্থিতির কথা ছিল। সেইদিন ডাবলিন তুর্গসংলগ্ন গ্রেটন পুলের উপর হইতে বোমাদ্বারা ফ্রেন্সের গাড়ী উড়াইয়া দিবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক হয়। সেদিনও দীর্ঘ তুইঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ব্যর্থ-মনোরথ

হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পক্ষকাল পরে লাট ভবন হইতে লর্ড ফ্রেন্সের দুর্গে আসিবার কথা হয়। সেদিনও সেই-ভাবেই তাঁহারা অপেক্ষা করিলেন। দারুণ শীতে জড়সড় হইয়াও তাঁহারা শিকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় জনৈক বন্ধুর নির্দ্দেশে তাঁহারা সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে, দুর্গদ্বার হইতে সৈন্যলরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ফোনে লাট ভবনে সংবাদ গেল। লর্ড ফ্রেন্সের দুর্গ-পরিদর্শন সেদিনকার মত স্থগিত রহিল।

লর্ড ফ্রেন্সের গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের যত সংবাদ মিলিত, তাহা খুবই বিশ্বাস্য ছিল। বারংবার ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া ব্রিনের প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল। তদুপরি লাট সাহেবের গতিবিধির কোন খবরই তখন কাগজে পত্রে সময়মত প্রকাশিত হইত না। লাট সাহেব হয়ত বিলাত ঘুরিয়া ফয়োনিক্স পার্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, স্থানীয় কাগজে তখন সে সংবাদ প্রচারিত হইত। এত গোপন করিয়াও ইংরাজ সরকার আইরিশ যোদ্ধৃদের নিকট এই সব সংবাদ গোপন রাখিতে পারিত না।

তখন লর্ড ফ্রেন্স ফ্রেন্স-পার্ক, কো, রসকমনে নিজের দেশের বসতবাটীতে বন্ধুবর্গ ও কতিপয় স্ত্রীলোকের

সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। অবশ্য এখানে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কোন ইঙ্গিত করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করা হইল না, প্রকৃতই যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম মাত্র। ব্রিনরা তথায় উপস্থিত সকলেরই পরিচয় লইলেন। সেই বাগানবাড়ীখানি ইংরাজসৈন্যদ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল। গরিলা যোদ্ধ্‌দল মনে করিলে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া সেস্থানেই লর্ড ফ্রেন্সের জীবন লইতে পারিতেন। তবুও যে তাঁহারা তথায়ই এই দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিলেন না, তারও একটা কারণ ছিল। তাঁহাদের মতলব ছিল, আরও অধিকতর দুঃসাহসিকতার সহিত রাজধানীর বুকের উপর সেনানিবাস-সংলগ্ন ফয়োনিক্স পার্কের সম্মুখে যদি আয়র্লণ্ডের লাট বাহাদুরকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা যায়, তবে দেশময় অধিকতর সাড়া পড়িবে এবং উত্তেজনার বিদ্যুৎ প্রবাহে তরুণ আইরিশদের শিরায় শিরায় পাগল রক্ত ছুটাছুটি করিবে।

এই আক্রমণে যথেষ্ট জীবন-নাশের সম্ভাবনা ছিল। সেসব জানিয়া শুনিয়াই তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

এ্যাসটাউনের যুদ্ধ

১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার (১৯১৯) লর্ড ফ্রেন্স লাট-ভবনে ফিরিয়া আসিবেন। যদিও এই সংবাদ, বিশেষভাবে এমন কি লাট-ভবন ও ডাবলিন দুর্গের কর্ম্মচারীদের নিকটও গোপন রাখা হইয়াছিল, তবুও তাহা গরিলা যোদ্ধৃদের নিকট সময়মতই উপস্থিত হইল। কেবল তারিখ নহে, নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা জানিতে পারিলেন।

লর্ড ফ্রেন্স মিডল্যাণ্ড রেলওয়েতে আসিবেন, তবে তিনি সহর-ষ্টেশনে না নামিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এ্যাসটাউনেই অবতরণ করা সিদ্ধান্ত করিলেন। স্থানটী সহর হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত; ট্রাম লাইন হইতে মাত্র অর্দ্ধ মাইল। গ্রামটী একরূপ নির্জ্জন। কয়েকখানি মাত্র বাড়ী। ষ্টেশনহইতে রাস্তা বাহির হইয়া অদূরে সদর রাস্তা কাটিয়া বরাবর ফয়োনিক্স পার্ক ও ক্যাসেলনকের দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার মোড় হইতে ষ্টেশন মাত্র দুই শত গজ এবং ফয়োনিক্স পার্কের ফটক একশত গজও হইবে না। রাস্তার মোড়ের পার্শ্বেই কেলীর হোটেল এবং নিকটেই পুলিশ-নিবাস। পার্কের ফটক

হইতে লাটভবন মাত্র এক চতুর্থাংশ মাইল। একটা অনাথাশ্রম, একটা মুকবধির বিদ্যালয়, আর সুবিখ্যাত ডানসিঙ্ক মান-মন্দির এ্যাসটাউনের সম্পদ।

স্পেশাল ট্রেণে বড়লাট ১১-৪০এ এ্যাসটাউন পৌঁছিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্ব্বে গরিলা যোদ্ধৃদল সকলেই সমবেত হইলেন। ব্রিন ড্রামকুণ্ড্রা হইতে আসিলেন। মাইকেল ম্যাকডনেল, টম কেয়ফ (পরে ইনি ফ্রীস্টেট সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং গৃহযুদ্ধে নিহত হন), মার্টিন সেভেজ (এ্যাসটাউন যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করেন), সিন টিরেসী (দশমাস পরে ডাবলিনের ট্যালবট ষ্ট্রীটের ব্যাপারে নিহত হন), সিউমাস রবিন্সন, সিন হোগান, প্যাডী ডেলী (পরে ফ্রীস্টেট সৈন্য দলে মেজর জেনারেল হন), ভিনসেণ্ট বায়রন, টম কীল-কয়েন, জো লিওনার্ড এবং ব্রিন এই এগার জন আইরিশ যুবক লর্ড ফ্রেন্সের জীবন লইবার জন্য সশস্ত্র ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন।

যাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ না হইতে পারে, এমনভাবে তাঁহারা দুই দুই জন করিয়া কাব্রা রোড ধরিয়া সাইকেল চালাইয়া আসিলেন। সকলেই কেলীর হোটেল-দ্বারে সাইকেল রক্ষা করিলেন। স্থানীয় পথ, ঘাট,

রাস্তা, গলি সকলই তাঁহাদের পরিচিত। লর্ড ফ্রেন্স নিজে, এবং তাঁহার রক্ষিদল, কে আগে পরে চলিতেন, তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন। লোকের সন্দেহ এড়াইবার জন্য তাঁহারা একে একে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বোতল লইয়াই ব্যস্ত হইলেন। সেখানে জন কয়েক কৃষক ও মজুর উপস্থিত ছিল। তাঁহারা আগন্তুকদের নানা আজগুবি গল্প শুনিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিল মাত্র।

ট্রেণ আসিবার সময় হইল। তাঁহাদের সোৎসুক প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। হোটেল হইতে রাস্তার সব কিছুই দেখা যাইতেছিল। দেখিলেন, রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া লাটবাহাদুরের শরীররক্ষিদলের (ডি, এম, পি) একজন লোক পথযাত্রী ও গাড়ী ঘোড়ার যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করিতে ব্যস্ত। ট্রেণ আসিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে চারি খানি সশস্ত্র সৈন্য-লরী আসিল। সৈন্যগণ ষ্টেশন-রাস্তা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ডি, এম, পির কতিপয় সশস্ত্র লোক পার্ক-ফটক হইতে লাট-ভবন পর্য্যন্ত নিযুক্ত রহিল।

পরামর্শ মত আক্রমণকারীদের একমাত্র লক্ষ্যই রহিল, দ্বিতীয় গাড়ীর উপর। লর্ড ফ্রেন্স সেই গাড়ীতেই

নিয়ত যাতায়াত করিতেন। হোটেলের নিকটে রাস্তার পার্শ্বে একখানি গরুর গাড়ী পড়িয়াছিল। সেই রাস্তা দুই খানি গাড়ী পাশাপাশি যাতায়াত করিবার মত প্রশস্ত ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত হইল, প্রথম গাড়ীখানি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিন, কেয়ক এবং সেভেজ গরুর গাড়ীখানি রাস্তার উপর টানিয়া আনিয়া যেমন লর্ড ফ্রেন্সের গাড়ী আটক করিবেন, অমনি অবশিষ্ট যোদ্ধৃদল যুগপৎ অগ্নিগুলি বর্ষণ করিতে থাকিবে এবং বোমাদ্বারা গাড়ী বিধ্বস্ত করিয়া দিবে।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিল। আক্রমণকারীদের সোৎসুক নয়নে দৃঢ়তাব্যঞ্জক জ্বলন্ত দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই মোটরে দম দেওয়ার শব্দ শ্রুত হইল। মোটর ষ্টেশন পরিত্যাগ করে-করে। যোদ্ধৃদল কাল বিলম্ব না করিয়া রাস্তার মোড়ে উপস্থিত হইলেন। ধীরভাবে সবাই নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া শিকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রিন, কেয়ক ও সেভেজ গরুর গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাড়ী ধাক্কাধাক্কি করিতে ছিলেন। জনৈক পুলিশ প্রহরী তাহাদিগকে লাটসাহেবের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া ২।৪ মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পুলিশকে উপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা আপন

কাজে লাগিয়া গেলেন। এবার পুলিশ তাহাদিগকে সত্য সত্যই বাধা দিতে আসিল। ব্রিন রিভলবার উদ্যত করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন। এদিকে আক্রমণকারীদের একজন ব্যাপারের গুরুত্ব না বুঝিয়াই কনেষ্টবল ম্যাক-লগিনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে সে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। যদি বোমা ফাটিবার সে শব্দ ষ্টেশনস্থ লাটবাহাদুর বা তাঁহার দলের কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিত, তবে সেই-যাত্রাও আক্রমণ-চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইত কিনা, কে জানে?

গাড়ীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্রিন, কিয়েফ ও সেভেজ বোমা ফাটিবার ঝাকুনী হইতে নিজেদের আত্মস্থ করিয়া স্ব স্ব স্থান দখল করিয়া দাঁড়াইলেন। এক মিনিটের ভিতর একখানি মোটর সাইকেল শোঁ শোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তারই ৪০ গজ পিছনে লাটবাহাদুর সদলবলে। এক সেকেণ্ড পরেই প্রথম মোটরখানি অগ্রসর হইতেই আক্রমণকারীর দল উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিলেন। বোমার শব্দে, রিভলবার গর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত হইতে-ছিল। শত্রুপক্ষও নীরব ছিল না। গুলির প্রত্যুত্তরে গুলি আসিতে লাগিল। একটা গুলিতে ব্রিনের টুপিটা উড়িয়া গেল। বহু ভাগ্যে ব্রিন সেযাত্রা রক্ষা পাইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আক্রমণকারীদের লক্ষ্যই ছিল দ্বিতীয় গাড়ীর উপর। প্রথম গাড়ীখানিকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিয়াছিলেন। প্রথম গাড়ীখানি সভয়ে বায়ুবেগে ছুটিয়া পলায়ন করিল। যোদ্ধৃদল আরোহীদের লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। প্রথম মোটরখানি যখন চলিয়া যায় তখনও গরুর গাড়ীদ্বারা সমস্ত রাস্তা আবদ্ধ করা হয় নাই। পুনরায় ধাক্কাতে গরুর গাড়ী প্রায় সমস্ত রাস্তাই আটক করিল। তখনই দ্বিতীয় গাড়ীখানি ব্রিনদের উপর আসিয়া পড়িল। অমনি দিগন্ত কম্পিত করিয়া আক্রমণকারীদের হস্তে রিভলভার গর্জ্জিয়া উঠিল। অজস্র বোমা ফাটিতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধ কেবল এক তরফের হইল না। ইংরাজ পক্ষ কলের কামান ও রাইফেল সাহায্যে আক্রমণকারীদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সে এক ভয়াবহ কাণ্ড! এদিকে গরুর গাড়ীর নিকটে ব্রিন, কেয়ফ ও সেভেজ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহারা শত্রুমিত্র উভয় পক্ষেরই গুলির সম্মুখে পড়িয়া ছিলেন।

তাঁহাদের বন্দুকও অবিরাম অগ্নিগুলি বর্ষণ করিতে বিরত ছিল না। কোন মতে গরুর গাড়ীর পিছনে পড়িয়া, তাঁহারা গুলি চালাইতে লাগিলেন। হঠাৎ গাড়ীর

একটা অংশ শত্রুপক্ষের গোলায় গোলায় উড়িয়া গেল। তাঁহারা মহাবিপদে পড়িলেন। তখনও পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিতেছিল। এমন সময় শত্রু-সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। অপর একখানি সশস্ত্র সৈন্য-গাড়ী গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে অন্য দিক হইতে আক্রমণ করিল। গরিলা-যোদ্ধৃদল এবার প্রায় চতুর্দ্দিক হইতেই আক্রান্ত। ব্রিটিশদের ছয়টা বন্দুক ও একটা কলের কামান অজস্র গুলি বর্ষণ করিতেছিল। তাহারই একটা গুলি বীর যুবক মার্টিন সেভেজের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। সেভেজ ব্রিনের বাহুর উপর লুটাইয়া পড়িলেন। একঘণ্টা পূর্ব্বেও এই আইরিশ বীর ইংরাজের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিয়া ধন্য হইবার জন্য গর্ব্বভরা উল্লাসে আয়র্লণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। মুমূর্ষু বীর-যুবক একবার অতি স্পষ্টভাবে ব্রিনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ব্রিন, আমি ত চলিলাম, তোমরা চালাইতে থাক।" (I am done, Breen, but carry on) সেভেজ ইস্টার বিদ্রোহের সময়ও কম করেন নাই। তখন সে ছিল অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র।

ব্রিন এক হস্তে অশ্রুমোচন করিলেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অপর হস্তে আবার বিপুল

উৎসাহে গুলি চালাইতে লাগিলেন। শত্রুর গুলিতে গুলিতে ব্রিন রক্তস্নাত হইয়া উঠিলেন। শত্রুপক্ষের অনেকেরই সেই অবস্থা। তবে শত্রু পক্ষের তখনও যথেষ্ট গুলি ছিল; তাঁহাদের গুলি একরূপ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। উপরন্তু একজন মৃত। ব্রিন টম কেলীর হোটেলে আশ্রয় লইলেন।

ব্রিনের অগ্নিনালীকা আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। শত্রুপক্ষ তখন নীরব। লর্ড ফ্রেন্সের দল ততক্ষণে পার্কে আশ্রয় লইয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র তখন গরিলা-যোদ্ধ্দের অধিকারে। দ্বিতীয় গাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, গাড়ীর পরিচালক আহত বন্দী ম্যাক-ইভয়, আহত পুলিশ কনেষ্টবল ও-লগিল এবং বিজয়ীবীর মার্টিন সেভেজের মৃত দেহ যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিভীষিকার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। ম্যাক ইভয়কে তাঁহারা মুক্তি-দান করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! তিন বৎসর পরে, ব্রিন যখন ফ্রী-ষ্টেট সৈন্যহস্তে লিমারিক জেলে বন্দী, তখন এই ম্যাকইভয় ছিলেন তথায় কর্ম্মচারী।

পলায়ন পথে

এ্যাসটাউনের রাস্তার মোড়ে তখনই তাঁহাদের এক সামরিক মন্ত্রণা বৈঠক বসিল। তাঁহারা মনে করিলেন, লর্ড ফ্রেন্স নিশ্চিতই গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এদিকে পলায়নই সিদ্ধান্ত হইল।

মার্টিন সেভেজের মৃতদেহ তাঁহারা কেলীর গৃহে আনয়ন করিলেন। গৃহ-বাসীরা ভয়বিহ্বলনেত্রে দেখিতে ছিলেন মাত্র। কাহারও মুখে কথা ছিল না। সেই মৃত-দেহ লইয়া সরিয়া পড়া যুক্তি-যুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করিয়া সাইকেলযোগে সহরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। পথে রবিন্সনের সাইকেল খানি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যবশতঃ অদূরে এক সাইকেলযাত্রার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। রবিন্সন রিভলবার দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সাইকেলখানি চাহিয়া লইলেন। জনসাধারণ ইহা শান্তি-শৃঙ্খলা বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু যুদ্ধের সময় এইরূপ ছোট খাট অনেক বিগর্হিত কার্য্যের সহায়তা অবলম্বন করা দোষাবহ

নহে, গরিলা যোদ্ধৃগণ এরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন।

তাঁহারা নিরাপদে সহরে পৌঁছিলেন। অবিশ্রান্ত রক্তপাতে অবসন্ন-দেহ ব্রিন নিকটবর্ত্তী ফিসবরো রোডে মিসেস টোমির গৃহে আশ্রয় লইলেন। পুলিশ ব্রিনের রক্ত-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া কেবল সহর-প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিল। তাই টোমির গৃহে কোনই উৎপাত হইল না। সহৃদয়া নারী প্রাণপণে ব্রিনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। All Ireland Hurling Teamএর কাপ্টেন ডাক্তার জে, এম, রায়ন তাঁহার ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মেটর হাসপাতালের জনৈক ডাক্তারও প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

সেদিন ডাবলিনময় উত্তেজনার একটা বিপুল প্রবাহ ছুটিয়াছিল। সংবাদপত্র ফেরিওয়ালা বালকেরা চীৎকার করিয়া কেবল হাঁকিতে ছিল, "লর্ড ল্যাফটেনেন্টের উপর আক্রমণ,—এ্যাসটাউনে ভয়াবহ যুদ্ধ,—আক্রমণকারীদের একজন গুলিতে নিহত।"

লর্ড ফ্রেন্স অক্ষত শরীরে পলায়ন করিয়াছেন, এই অভাবনীয় সংবাদ পাঠ করিয়া শয্যাশায়ী ব্রিনের

মনও প্রবল উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সত্য সত্যই লর্ড ফ্রেন্স পলায়ন করিয়াছিলেন। আর সত্যই সেদিন লাট জীবনে এই প্রথম তিনি প্রথম গাড়ীতে চলিয়াছিলেন। বাস্তবিকই লর্ড ফ্রেন্সের আয়ুর বড় জোড় ছিল। টিরেসা ব্রিনকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "ব্রিন, সর্ব্বদাই নকলংএর মত আশা করিতে পার না।" লর্ড ফ্রেন্সকে আক্রমণ করিবার আর কোনও সুযোগ উপস্থিত হইল না। ইংলণ্ডে যাইবার সময় তিনি সশস্ত্র সৈন্য ও গোয়েন্দা কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া ডক হইতে জাহাজে আরোহন করিতেন। তাঁহার যাতায়াত সংবাদ খুবই গোপন রাখা হইত। হয়ত পক্ষকাল পরে, তাহা কোন সংবাদপত্রের এক কোণে প্রকাশিত হইত।

সে যাত্রা লর্ড ফ্রেন্স যে রক্ষা পাইলেন, তার ইহাও একটী কারণ যে, গরিলাযোদ্ধৃগণ বন্দুক ব্যবহার করিতে পারেন নাই। পারিলে কেলীর গৃহ হইতেই তাঁহারা তাহাকে গুলিবিদ্ধ করিতে পারিতেন। ব্রিটিশ সরকারের আদেশে সেদিনে আয়র্লণ্ডে যে সে মোটর ব্যবহার করিতে পারিতেন না। বড়ই কড়া নিয়ম ছিল। তাই মোটর ব্যতিরেকে বন্দুক লইয়া যাওয়া তাঁহাদের সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

দেশের পুরোহিত সম্প্রদায় এ্যাসটাউনের এই যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। সংবাদপত্র সমূহ সত্য মিথ্যা অতিরঞ্জিত কত কথাই না প্রচার করিল। তবে, এই যুদ্ধে জনসাধারণের মনোভাবের বিপুল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তাঁহারা কোন মতামত প্রকাশ করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা গরিলা যোদ্ধৃদের প্রকৃত সঙ্কল্প ধরিতে পারিলেন এবং তাহাদের সহায়তা করা যে তাহাদেরও কর্ত্তব্য—এ বোধ তাহাদের প্রাণে জাগিল।

দেশবাসী সকলেই জানিতেন, আইরিশ জাতির প্রাণের চাওয়াকে ব্যক্ত করিবার জন্যই আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাগজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কার্য্য কালে দেখা গেল, পরদিন সকাল বেলার সংখ্যায় ইহার স্তম্ভে এ্যাসটাউনের যোদ্ধৃদের অতি তীব্র ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছে। গরিলা যোদ্ধৃদের সামান্য ঘাতকের পর্য্যায়ে ফেলিতেও সম্পাদক কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তারপর, এই খণ্ড যুদ্ধকে খুন খারাপী, অত্যাচার আর কত কি আখ্যায় অভিহিত করিলেন। এই ভাবে জনসাধারণের প্রাণে একটা অন্যায় ভাব বদ্ধমূল হইতে দেওয়া নীতি-বিগর্হিত মনে করিয়া গরিলা যোদ্ধৃদলের বিশ কি ত্রিশজন

যুবক পিডার ক্লানসীর অধিনায়কত্বে রবিবার রাত্রি নয়টার সময় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আফিসে প্রবেশ করিয়া রিভলবারের ডগা বাগাইয়া সম্পাদককে রীতিমত শাসাইয়া দিয়া আসিলেন। কেবল ইহাই নহে, ছাপাখানায় প্রবেশ করিয়া কয়েকটা লিনোটাইপ ম্যাসিন একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া সমস্ত টাইপাদি বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া আসিলেন। ফলে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাগজখানি যদিও ভবিষ্যতে কোনদিন আইরিশ যুবকদের গরিলা-যুদ্ধ-নীতি সমর্থন করে নাই, তবুও এই সব ব্যাপারের কারণ দেখাইতে যাইয়া ব্রিটিশদের অত্যাচার প্রবণতার কথা উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিত না।

পুরোহিত সম্প্রদায় মার্টিন সেভেজের পুণ্য-শব ডাবলিনের গির্জ্জায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অস্বীকার করিলেন। কতিপয় যুবক-বন্ধু সেই পুণ্য-শব যুবকের জন্মস্থান বালিসোডায়ারে নেওয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহারা শব সহ ব্রডষ্টোন ষ্টেশনে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন, দেখিতে না দেখিতে শত সহস্র লোক সেই পুণ্য-শবের দর্শন লাভ করিবার জন্য দলে দলে সমবেত হইতে লাগিলেন। সকলেরই মুখমণ্ডলে একটা গর্ব্বের, একটা সহানুভূতির স্পষ্ট-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহারা বুঝিলেন, আইরিশ যুবকগণ আজ সত্যসত্যই মৃত্যুর সাথে হাসি-খেলা করিতে শিখিয়াছেন।

রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর সৈন্যদল সেই উন্মত্ত জনসঙ্ঘের পাহারায় নিযুক্ত রহিল। বিপুল শোভাযাত্রা সে শবের অনুগমন করিল। তখন পুরোহিতও আসিল, মন্ত্রও পাঠ করিল।

এদিকে ব্রিন প্রভৃতি মিসেস টোমির গৃহ হইতে সরিয়া পড়িয়া ১৩, গ্রাণ্টহাম ষ্ট্রীটে মেলোন পরিবারে আশ্রয় লইলেন। গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহাদের কন্যাদ্বয় সকলেই প্রাণপণে আহত পলাতকদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ব্রিঘিড ও এ্যানি উভয় কন্যাই Cumann na mBan সমিতির সভ্য। তাঁহারা গরিলা যোদ্ধৃদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক ছিলেন। সময়ে তাঁহারা কিংব্রিজ ষ্টেশনে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। সেসব চা, মদ বা অন্য কোন জিনিষ বলিয়া প্যাকিং হইয়া যাইত। গন্তব্যস্থানে দলেরই কোন লোক ভিন্ন নামে, অথবা দলভুক্ত কোন ব্যবসায়ী সেই মাল ছাড়াইয়া লইতেন।

ক্ষতস্থান সমূহ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়াতে ব্রিনকে

দীর্ঘ তিনমাস এই গৃহে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তখন প্রায়ই পিডার ক্লানসি, ডিক ম্যাককী, সিম টিরেসী ও হোগান আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। মেলোন কন্যা ব্রিঘিড বড়ই যত্নে ব্রিনের সেবা করিলেন। তিনি তাঁহার খুবই, অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছু দিন পরে, ব্রিঘিড, যাহার মাথার উপর ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঝুলিতেছিল, সেই ব্রিনকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ধন্য নারীর সাহস! তাহাদের বিবাহ—সে এক মনোজ্ঞ কাহিনী। রোগে ভাবী পত্নীর সেবা ও সাহচর্য্য লাভ, কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

ইংল্যাণ্ডের নিষ্পেষণ নীতি

এই অধ্যায়ে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আয়র্লণ্ডের কিছু পরিচয় পাইবেন। এ্যাসটাউনের যুদ্ধব্যাপার ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাহারা স্বাধীনতা-প্রয়াসী যুবকদলের কার্য্যকারিতায় সত্যমিথ্যা কত লুটতরাজ, আক্রমণ ও হত্যার কালিমা লেপন করিতে লাগিল।

অতিরঞ্জিত কত সংবাদ ইংরাজের বার্তাবাহী রয়টার শতমুখে জগতে প্রচার করিত। এই মিথ্যা প্রচারে কোনই সুফল ফলিল না, বরং গরিলা যোদ্ধৃদের উদ্যম দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

এদিকে ইংরাজের ক্ষিপ্ত সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী নিরীহ আইরিশ নাগরিকদের গৃহে হানা দিতে লাগিল, কত নিরপরাধের শত লাঞ্ছনা করিল, কত দোষী নির্দোষের হত্যা, ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহিতা দোষে ফাঁসীমঞ্চের ব্যবস্থা করিল, ইংরাজের প্রচারবিভাগকর্তৃক তাহার বিন্দু-বিসর্গও প্রকাশিত হইল না। জগত জানিল, ইংরাজ ঘুমন্ত লোক হত্যা করে নাই, আইরিশ জনপদ ও সহর ইংরাজের গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত হয় নাই, পলায়ন-প্রয়াসী বন্দীদের ইংরাজ গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে নাই, ইংরাজ যুদ্ধ-বন্দীদের ফাঁসীর ব্যবস্থা করে নাই, ইংরাজ পুরোহিতদের হত্যা করে নাই, ইংরাজ আইরিশ স্ত্রী-জাতির সম্ভ্রম নষ্ট করে নাই। এইসব সংবাদ ইংরাজের কোন কাগজেই কোন দিন স্থান পায় নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর এক রাত্রিতে গ্রেফটন ষ্ট্রীটে আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যবাহিনীর সহিত পুলিশদের এক হাঙ্গামায় জনৈক পুলিশ নিহত হয়। সেইদিনই

আয়র্লণ্ডের সহরে নগরে সর্ব্বত্র রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত কোন নাগরিকের পক্ষেই ঘরের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল। লিমারিকে সন্ধ্যা সাতটার পর কেহ ঘরের বাহির হইতে পারিত না। কর্কে চারিটায় সময় নির্দ্ধারিত হইল। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার ভয়াবহ হইয়া উঠিল। রাস্তা জনহীন করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর অগ্নি-নালীকা মুহুর্মুহুঃ অগ্নি-গুলি বর্ষণ করিত। হায়, সেই নিশার আঁধারে কত নিরীহ নর-নারী, বালকবৃদ্ধ, যুবক যুবতীই না ইংরাজের গুলিতে অকালে প্রাণত্যাগ করিল!

১৯২০ খৃষ্টাব্দের বসন্ত সমাগমে মেলোন পরিবারের সুখকর আবহাওয়া পরিত্যাগ করিয়া, ব্রিন ফিঙ্গালের বিস্তীর্ণ প্রান্তর বাহিয়া গ্রাণ্টহাম ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। টারা পর্ব্বতের পাদদেশে প্রাচীন স্বাধীন আইরিশ নৃপতিদের বাগানবাড়ী Royal Meathএ তিনি কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এই সময় প্রায় প্রত্যহই তিনি টারা পর্ব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। স্বাধীন আয়র্লণ্ডের সুখ-দুঃখের অতীত স্মৃতি বড়ই সুখকর বোধ হইত। সেই স্বাধীনতা যুগের কত কথা তাঁহার প্রাণ গর্ব্বের উল্লাসে ভরিয়া তুলিত। সম্মুখের

কর্ত্তব্যের পাহাড়স্তূপ চূর্ণ করিবার জন্য একটা অটুট পণ তাঁহার প্রাণে ঢেউ খেলিয়া যাইত।

গ্রীষ্ম সমাগমে ব্রিনের সকল ক্ষতস্থানই আরোগ্য হইল। কর্ম্মীর প্রাণ কর্ম্মের জন্য আবার উতলা হইয়া উঠিল। যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিল। তদুপরি কতিপয় দুঃসংবাদ ব্রিনের প্রাণ চঞ্চল করিয়া তুলিল। কর্কের লর্ড মেয়র টম ম্যাককারটেনকে রাত্রির আঁধারে তাঁহার গৃহদ্বারে ডাকিয়া আনিয়া ইংরাজ পুলিশ বাহিনী তাহাকে তাঁহার স্ত্রীর সম্মুখে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। বীর হাসিমুখেই ইংরাজের সেই আহ্বানের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ম্যাককারটেনের পর টেরেন্স ম্যাকসুইনী কর্কের লর্ড মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট ইংরাজ সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। বিচারে তাঁহার দুইবৎসর কারাদণ্ড হয়। কিন্তু বিজয়ীবীর ম্যাকসুইনী ৭৪ দিন উপবাস করিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর ব্রিক্সটন জেলে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া বিশ্বে ইংরাজের স্বরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই তিল তিল করিয়া মরণ বরণ করিয়া লওয়ার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আজও জগতের লোক ভুলিতে পারে নাই।

উচ্চতন রাজকর্ম্মচারীদের আদেশে থার্লসেও এই ধরণের দুই তিনটী খুন হইল। ব্রিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ডাবলিনে উপস্থিত হইয়া তিনি কতিপয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদিগকে গরিলা যুদ্ধের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝাইলেন। পিডার ক্লানসি এবং ডিক ম্যাককী সোৎসাহে গরিলা যুদ্ধ নীতিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু আইরিশ জনসভা ডেল ইরান বা আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনাদলের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইতেও বিশেষ কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। আইরিশ জনসভা ডেল ইরানের ভিতর এই গরিলা যুদ্ধ নীতির সহিত বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ও পক্ষপাতী ছিলেন, মাইকেল কলিন্স। তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশল, প্রতিভা ও অসমসাহসিকতার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই সব কারণে, আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনা-দলের সহিত ভিতরের যোগাযোগ বন্ধ রাখিয়াই এই পূর্ণস্বাধীনতা-প্রয়াসী গরিলা যোদ্ধৃদলকে দুর্দ্দম ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত লড়িতে হইয়াছিল।

ব্রিন ও টিরেসী ডাবলিনে একটা বন্দোবস্ত করিয়া আবার বৎসর কাল পরে সাইকেলযোগে টিপারেরী পৌঁছিলেন। দেখিলেন, টিপারেরীর যুবকদল

প্রস্তুত ; তাঁহারা আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন মাত্র।

এবার তাঁহারা গরিলা যুদ্ধে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিলেন। দেশময় একরূপ প্রকাশ্য যুদ্ধের অবস্থা আনয়ন করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প হইল।

ইষ্টার বিদ্রোহের বার্ষিক উৎসব-দিন নিকটবর্ত্তী। ইংরাজ সরকার প্রমাদ গণিল। পাছে গরিলা যোদ্ধৃদল দেশময় আবার কিছু বিপুল বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন, এই আশঙ্কায় তাহারা সহর ও নগর প্রান্তে সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিল, প্রতি লোকবাহী যান পুলিশেরা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিয়া দেখিল। তবে উৎসব শেষ হইবার কিছুদিন পরেই, কর্ত্তৃপক্ষ সেই সব অতিরিক্ত সৈন্য ও পুলিশ প্রহরী তুলিয়া নেয়।

ইষ্টার উৎসবের অব্যবহিত পরের ঘটনা। ব্যাল-ব্রিগন পরিত্যাগ করিয়া ব্রিন ও রবিন্সন ট্রাম লাইনের শেষ সীমান্তের নিকটবর্ত্তী একটা মোড় ফিরিতেই, একখানি সৈন্যলরী তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল। লরীর গতি হ্রাস করিয়া সৈন্যগণ তাঁহাদের গাড়ী তল্লাসী করিতে যাইতেছিল। কিন্তু ব্রিন ও রবিন্সন এমনই সরল সহজভাবে অতি নিরীহের মত বসিয়া রহিলেন যে, তাহারা

পুনরায় লরীর গতি বৃদ্ধি করিয়া রওনা হইল। এযাত্রাও ধাপ্পাবাজীই তাহাদিগকে রক্ষা করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক সেনানিবাস হইতে আদেশ আসিল; "থামো"। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীর করাল মূর্ত্তি দেখা দিল। হস্তে তাহার উদ্যত রিভলবার। তাঁহারা মনে করিলেন, এবার পলায়ন অসম্ভব। তবে, সময়োপযোগী ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই থাকিতেন। তৎপূর্ব্বে এবারও তাঁহারা ধাপ্পা দিতেই সঙ্কল্প করিলেন। ত্রিন চোখ রাঙ্গাইয়া বেশ মেজাজ দেখাইয়া প্রহরী-কর্ম্ম-চারীকে বলিয়া উঠিলেন যে, সামান্য বিলম্বেও তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা; অনর্থক বিলম্বের জন্য তাহা-দিগকে দায়ী হইতে হইবে। কর্ম্মচারী এক মিনিট ইতস্ততঃ করিল, পরে কেন জানি কি ভাবিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বায়ুবেগে গাড়ী চালাইলেন।

সেনানিবাস আক্রমণ

গরিলা যোদ্ধৃদের কর্ম্মের গতি বাস্তবিকই এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিল। ইংরাজ তখন আয়র্লণ্ডের বুকের

উপর বিজেতার গর্ব্ব লইয়া বিশেষ স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিতে পারিত না। জীবন-ভয়ে পুলিশদিগকে পুলিশ-নিবাস শূন্য করিয়া বড় বড় দুর্গে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কোন পুলিশই বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতে সাহসী হইত না। দুর্গগুলি ও বড় বড় পুলিশ-নিবাসগুলি বৈদ্যুতিক তারে ঘেড়া ছিল, সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য প্রহরী দিবারাত্র তাহাদের রক্ষায় প্রস্তুত থাকিত। পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না আসিলে, মহম্মদকেই পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হইতে হয়,—এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গরিলা যোদ্ধৃগণ দুর্গ ও পুলিশ-নিবাস আক্রমণ করিয়া ইংরাজের সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী বিধ্বস্ত করিতে মনস্থ করিল। স্বাধীনতা প্রয়াসীর সগর্ব্ব অসম সাহস বাস্তবিকই তাহাকে ধন্য করে। আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের যে কতিপয় যুবক আয়র্লণ্ডের বুকে ব্রিটিশ সরকারের লীলাখেলা সাঙ্গ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অসম-সাহসিকতার সামান্য পরিচয় তৎকালীন আইরিশ যুবক-মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিবে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এক রাত্রিতে এই যুবকদল আয়র্লণ্ডের প্রায় এক সহস্র পরিত্যক্ত পুলিশ-নিবাস পেট্রলে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিল। দেশে একটা জয় জয় পড়িয়া গেল। ইংরাজ সরকার প্রমাদ

গণিল, ইংরাজ শক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষক পুলিশের ভূয়া নাম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কেবল সামরিক শক্তিতে আয়র্লণ্ডকে ইংলণ্ডের বশীভূত রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে, রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর পরিত্যক্ত পুলিশ-নিবাস গুলিতে আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের সগর্ব্ব বিজয় পতাকা উড়িতে লাগিল।

দেশে চোর, ডাকাত, বদমায়েসদের শাস্তির বিধান হইত না। পক্ষান্তরে, স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাপ্রয়াসী যুবক-দলে ইংরাজের গারদখানা ভর্ত্তি হইতে লাগিল। উৎ-পীড়িতের ক্রন্দন-রোল আয়র্লণ্ডের আকাশ বাতাস প্রতি-ধ্বনিত করিতেছিল। ইংলণ্ডের এই উৎপীড়ন-নীতি পূর্ণ উদ্যমে চালাইবার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যর হেমার গ্রীণ-উডের পরামর্শে যে সব আইরিশ সন্তান রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছিলেন, তাহাদিগের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য সহস্রাধিক লোক নেওয়া হয়। তাহাদিগকেই Black and Tans বলা হইত। আয়র্লণ্ডের বুকের উপর অত্যাচার, লুট তরাজ, খুনখারাপী চালাইবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি। আইরিশ নাগরিকদের প্রাণ তাহাদের নামে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত।

ইংলণ্ডের সেসব ভয়াবহ, ভীতিপ্রদর্শনমূলক উপদ্রব নীতির গতিরুদ্ধ করিবার জন্য গরিলা যোদ্ধৃগণ সেনা-নিবাস ও পুলিশ-নিবাস আক্রমণ করিয়া কিভাবে আর্য়লণ্ডে ইংরাজ শাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বিবৃত হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে, দক্ষিণাঞ্চলের কতিপয় স্থানে ইহার সূত্রপাত হয়। লিমারিক ও কর্ক সীমান্তস্থ আরাজ-লেনের সেনা-নিবাসই প্রথমতঃ হস্তগত করা হয়। লিয়াম লিঞ্চ আক্রমণকারী-দলের পরিচালক ছিলেন। এই যুবক পরে আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের চীফ্ অব ষ্ট্যাফ পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং গৃহ-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। লিয়াম লিঞ্চের সহিত সিন ময়লান এবং টম ব্যারীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টম ব্যারী Flying Column পরিচালনায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

লিয়াম লিঞ্চের সহিত ব্রিনের প্রথম পরিচয় হয়, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শরত কালে। তখন উভয়েই পলাতক। লিঞ্চ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ফারমো, কো, কর্কে এক অতি দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিয়া বসিলেন। কতিপয় যোদ্ধৃসহ তিনি গির্জ্জার পথে ১২ জন সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্যকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া অস্ত্রপাতি কাড়িয়া লইলেন।

সেই যুদ্ধে একজন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত ও তিনজন আহত হয়; লিঞ্চ নিজেও আহত হইয়াছিলেন। ফলে, ইংরাজ-শক্তি প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষেপিয়া উঠিল। সেই রাত্রিতে ইংরাজ সৈন্য ফারমো সহরে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিল, কত দোকান পাঠ জানালা ভাঙ্গিয়া দিল, কত নিরীহ নাগরিকের উপর নির্ব্বিচারে আক্রমণ করিল। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার অগ্রদূত রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর একটী প্রাণীও তাহাতে বাধা প্রদান করিল না।

লিয়াম লিঞ্চের শিরায় শিরায় যোদ্ধার বীর-শোণিত-ধারা খেলিয়া বেড়াইত। পূর্ণ ছয় ফিট দীর্ঘ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বীরত্বব্যঞ্জক এক তেজোভাব বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার পরাক্রান্ত দলটীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ইংরাজ-বাহিনী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুদিন পরেই মাইকেল ব্রেনান ক্লেয়ারের এক সেনা-নিবাস আক্রমণ করিয়া সকল অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। কনষ্টবল বাক্‌লে গরিলা যোদ্ধৃদলের সহিত দীর্ঘকাল যুঝিয়াছিল। অপারগ হইয়াই তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। গৃহ-যুদ্ধকালে ব্রেনান ফ্রীষ্টেট সৈন্যহস্তে কেরীতে বন্দী হন। তাহাকে তথায় গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল ব্যালীল্যাণ্ডার্স সিন মেলোনের পরিচালনায় গরিলা যোদ্ধৃগণ স্থানীয় সেনা-নিবাস দখল করে। পুলিশরা সকল অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিলে তাঁহারা অগ্নি-সংযোগে সেনানিবাস ভস্মীভূত করিয়া আসেন। এই যুদ্ধে তিনজন পুলিশ আহত হইয়াছিল।

টিপারেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ব্রিনদের দল তিন তিনটী ইংরাজ সেনানিবাস আক্রমণ করিল। এক স্থানে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের পর ইংরাজ পুলিশ আত্মসমর্পণ করে। সেই দিনে আইরিশ যোদ্ধৃদের রাইফেলে যথেষ্ট শক্তি ছিল।

টিপারেরী অঞ্চলে প্রথম আক্রমণ হয় ড্রাংগনে—১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন। এই সব আক্রমণ প্রায়ই রাত্রিতে হইত। আক্রান্তদের সাহায্যার্থে যাহাতে অপর সেনা-নিবাস হইতে সেনাদল না আসিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা রাস্তার উপরে বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন; টেলিফোন ও টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দিতেন। পরে, একরূপ অবরুদ্ধ সেই সব সেনানিবাসের উপর তাঁহারা বিপুল পরাক্রমে আক্রমণ করিতেন। হঠাৎ-আক্রমণে-হতবুদ্ধি সৈন্যদল অধিকাংশ স্থানেই দুই এক

জনের প্রাণান্ত হইতে না হইতেই প্রাণভয়ে আত্মসমর্পণ করিত। গরিলা যোদ্ধৃদের একদল আক্রমণ চালাইতেন, অপর দল পেট্রলদিয়া অগ্নি-সংযোগ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। সর্ব্বত্রই আক্রমণ আরম্ভের প্রথমে সেনানিবাসের প্রবেশ-দ্বারে একটা ভীষণ মাইন সশব্দে ফাটিয়া যাইত; কোথাও তাহাতেই সেনানিবাসের অধিকাংশ উড়িয়া যাইত। ড্রাংগনেও তাহাই হইল।

সেদিন ব্রিন, টিরেসী, হোগান, রবিন্সন, ওমেলী প্রভৃতি প্রায় ৪০ জন গরিলাযোদ্ধৃ উপস্থিত ছিলেন। সকল বন্দোবস্তই ঠিক ছিল। রাত্রির আঁধারে সকলের হস্তে একসঙ্গে সকল রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল, তারপর সব নিস্তব্ধ। গরিলা যোদ্ধৃদল এবার ব্রিটিশ সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহারা শত্রুপক্ষীয়দের এই সুযোগ প্রদান করিতেন। কিন্তু এখানে ইংরাজ সৈন্য নিজেদের শক্তির উপর আস্থা হারাইল না। তাঁহারা অগ্নি গুলির প্রত্যুত্তরে অগ্নি-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এবার গরিলা যোদ্ধৃদল ক্ষেপিয়া উঠিল, মুহুর্মুহুঃ গুলি ছুটিতেছিল। বিপন্ন আক্রান্তগণ তখন সাহায্যার্থ আলোক সঙ্কেত করিল। গরিলা যোদ্ধৃগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, তাহাদের সে পথ পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়াছে।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সেনানিবাস অভ্যন্তরের সৈন্যগণ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। একরূপ ভোরের বেলা সেনানিবাসের ছাদের সিলেট ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভিতরে একটা বিরাট বোম্ব ফাটিবার শব্দ হইল। শত্রুপক্ষ একেবারে নীরব। বাঁশী বাজিয়া উঠিল। আক্রমণকারীরা গুলিবর্ষণে বিরত হইলেন। এক মিনিটের ভিতর সকলকে নিরস্ত্র করিয়া বাহিরে আনা হইল। গ্রামের পার্শ্বে নিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। অন্য স্থান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই, বিজেতাগণ সকল অস্ত্রপাতি, গোলা-গুলি লইয়া সরিয়া পড়িলেন। আক্রমণকারীদের ভিতর একজন মাত্র আহত হইয়াছিলেন।

সেই রাত্রিতেই টিপারেরীর কেপ্পাহোয়াইট পুলিশ নিবাস আক্রমণ হয়। কিন্তু সেই আক্রমণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পরদিনের সংবাদপত্রে সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া সত্য মিথ্যায় প্রকাশিত হইল। সেই সব ছিল, পুলিশ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত সংবাদ মাত্র। গরিলা যোদ্ধৃদল সংখ্যায় ৩০।৪০ জনের অধিক ছিলেন না। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল মাত্র ১০।১২ টা রাইফেল।

কিন্তু, পুলিশ সংবাদে প্রকাশিত হইল, ৩০০।৪০০ শত সশস্ত্র লোক একযোগে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেদিনে হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধেও পুলিশ রিপোর্টের উপর নির্ভর করা চলিত না।

পরবর্ত্তী আক্রমণ হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পাহাড়িয়া জেলা হলিফোর্ডে। এখানেও গরিলা যোদ্ধৃদলই জয়ী হইয়া আসিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত ব্রিনদের দলই এই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন।

তৎপরে রিয়ারক্রস জেলার আক্রমণ। সে আক্রমণে পূর্ব্ব-লিমারিক ব্রিগেড ও উত্তর-টিপারেরী ব্রিগেডের কতিপয় সৈন্যের সাহায্য লওয়া হয়। দক্ষিণ-টিপারেরীর বালকদের লইয়া ব্রিন এবং টিরেসীও উপস্থিত ছিলেন। সেনানিবাসটী খুবই সুরক্ষিত ছিল। সৈন্যগণও অসমসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যের হাতবোমার সম্মুখে গরিলাযোদ্ধৃদের তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল। তবে তাঁহারা সরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে সেনানিবাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া আসিলেন। সেই যুদ্ধে দুইজন ইংরাজ সৈন্য আক্রমণকারীদের গুলিতে নিহত হয়; কতিপয় সৈন্য অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়াছিল বলিয়া পরে সংবাদ পাওয়া যায়।

২৭শে মে রাত্রিতে কিলমেলক সেনানিবাস আক্রমণ

হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে ভোর সাতটা পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাতঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ হয়। সিন মেলোনের পরিচালনায় গরিলাযোদ্ধৃগণ সেদিন যে অতুল্য শৌর্য্য বীর্য্য ও রণ-কুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই ইংরাজ-কর্তৃপক্ষকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। সহরের মধ্য-স্থানে অবস্থিত কিলমেলকের সুরক্ষিত বৃহৎ সেনানিবাসে সৈন্য সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু গরিলাযোদ্ধৃ-দের অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আক্রমণে ইংরাজ সৈন্য দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। গরিলাযোদ্ধৃগণ সেনানিবাস-সংলগ্ন একটা হোটেলে ও কতিপয় গৃহে অবস্থান করিয়া নলের সাহায্যে সেনানিবাস পেট্রল-সিক্ত করিয়া লইয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিলেন। অগ্নির লেলিহান জিহ্বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপায় ইংরাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে গরিলাযোদ্ধৃ-দলের স্কালী নামক জনৈক যুবক নিহত হয়। শত্রুপক্ষে দুইজন নিহত ও ছয়জন আহত এবং দুইজন অগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। ইংরাজ পক্ষে যে সার্জ্জেণ্ট এই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল তাহাকে জেলা ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি গরিলাযোদ্ধৃ-দের হস্তে নিহত হন।

কিছুদিন পরেই ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লুকাসকে বন্দী করিয়া গরিলাযোদ্ধৃগণ দেশময় একটা বিস্ময় সৃষ্টি করিলেন। এখানে তাঁহার সেই বন্দীকরণ ও পলায়ন কাহিনী এবং উলার সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন লিয়াম্লিঞ্চ, জর্জ্জ পাওয়ার এবং লিঞ্চের দলভুক্ত কতিপয় যুবক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লুকাসকে বন্দী করিয়া ফেলিল। ঘটনাটী বড়ই সুন্দর। কর্ণেল ড্যান ফোর্ড আর, ই, কর্ণেল টাইরেল এবং জেনারেল লুকাস মোটরে বেড়াইতেছিলেন। ফারময় হইতে সাত আট মাইল দূরবর্ত্তী, ক্যাসলুলায়ন্সের সন্নিহিত কোন্নাতে লিঞ্চ তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহ এই তিনজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করিয়া মোটরে তুলিয়া লইয়া উধাও হইলেন। বব বার্টন টি, ডি রাজদ্রোহিতা অপরাধে দীর্ঘ দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেনারেল লুকাসকে বন্দী রাখিয়া বার্টনের কারাদণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্যই লিঞ্চ এই অদ্ভুত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লিঞ্চ যখন বন্দীদের লইয়া মোটর হাঁকাইলেন, বন্দীরা তখন নিজেদের ভিতর আরবীতে কি বলিতেছিল। আধঘণ্টা অতীত না হইতেই তাহাদের কথার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া

পড়িল। বন্দীরা একযোগে লিঞ্চ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে একটা সামান্য খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল। ফলে, কর্ণেল ড্যানফোর্ড আহত হইলেন। কর্ণেল টাইরেলকে দিয়া কর্ণেল ড্যানফোর্ডকে ফারময় সেনানিবাসে ফেরত পাঠাইয়া লিয়াম লিঞ্চ লুকাসকে আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনাদলের জিম্মায় এক গুপ্ত স্থানে আটক রাখিলেন। কিন্তু এই আহত বন্দী ও তাহার সঙ্গীকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিদানে, ইংরাজ শক্তি পরদিন রাত্রিতে ফারময় সহর বিধ্বস্ত করিয়া কৃতজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিল। গরিলা যোদ্ধৃগণ লুকাসের প্রতি তাঁহার পদ মর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সবিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তাঁহার গৃহে সংবাদ প্রদানের সুযোগ দেওয়া হইত। অবশেষে পূর্ব্ব লিমারিকের একখানি গৃহে তাহাকে আবদ্ধ রাখা হয়। তথা হইতে ২৯শে জুলাই রাত্রিতে তিনি সকলের অগোচরে সরিয়া পড়িলেন। গরিলা যোদ্ধৃদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

৩০শে জুলাই সকাল বেলা টিরেসী, ব্রিন ও অন্যান্য কতিপয় যুবক একত্র হইয়া আর একটা আক্রমণের মতলব আটিলেন। সেইদিনে ইংরাজ আর্য়লণ্ডে বড়ই

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গরিলা যোদ্ধৃদল রাস্তার মধ্যে, কি কোন নিশান-ষ্টেশনে (Flag Station) ট্রেণ থামাইয়া, ডাকগাড়ী হইতে ইংরাজের যাবতীয় গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। এই উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, ইংরাজ সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করিল। তাহাও সর্ব্বক্ষণ নিরাপদ ছিল না।

ঘটনা স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। লিমারিক জংসন হইতে ডাক লইবার জন্য প্রতি প্রত্যূষে লিমারিক সেনানিবাস হইতে একদল সৈন্য আসিত। তাহারা ডাক নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিত। এই দল আক্রমণ করাই স্থিরীকৃত হয়। টিপারেরী হইতে ছয় মাইল ও লিমারিক হইতে পনের মাইল দূরবর্ত্তী উলা গ্রামই আক্রমণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল।

১১-৩০ মিনিটে লিমারিক হইতে সৈন্য আসিবার কথা। তারই কিছু পূর্ব্বে আক্রমণকারীদল বড় একটা গাছ কাটিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের পথ-রোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই স্থানমত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, উলাতে

এবং লিমারিক জংসনের উভয় স্থানেই ইংরাজদের সশস্ত্র পুলিশ-নিবাস অবস্থিত ছিল। লিমারিক হইতে সৈন্য-গাড়ী আসিল। যেমন তাহারা মোড় ফিরিয়া সেনানিবাসে প্রবেশ করিতেছিল, অমনি যোদ্ধৃদের হস্তে এক সঙ্গে সকল রিভলবার গর্জ্জিয়া উঠিল। তন্মুহূর্ত্তে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ইংরাজ সৈন্য তাহাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। আধঘণ্টা ব্যাপী প্রবল যুদ্ধ হইল। প্রথম মিনিটেই দুইটী ইংরাজ সৈন্যের হাতের রাইফেল গড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রক্তাক্ত দেহ ভূমিতে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অবশিষ্ট ইংরাজ সৈন্য বিদ্যুৎ প্রবাহে গুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। আক্রমণকারীরা প্রমাদ গণিলেন। কারণ তাঁহারা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র সাত জন, আর প্রত্যেকের নিকট গুলি ছিল মাত্র দশটী করিয়া। তদুপরি দেখিতে না দেখিতে আর একখানি সৈন্য গাড়ী লিমারিকের পথে দেখা দিল। এত অল্প সংখ্যক গুলি লইয়া এতগুলি সৈন্যের সহিত বুঝাপড়া করা শক্তির অযথা অপব্যয় মনে করিয়া গরিলা যোদ্ধৃদল সরিয়া পড়াই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তাই তাঁহারা নিজেদের বাঁচাইয়া, শত্রু পক্ষের অগ্রগমন বন্ধ রাখিয়া গুলি

চালাইতে চালাইতে পিছন হটিতেছিলেন, এমন সময় আরও ছয়জন সশস্ত্র কনস্টবলকে সাহায্যার্থ আসিতে দেখা গেল। কিন্তু আক্রমণকারীরা বিশেষ চতুরতার সহিত বিনা লোকক্ষয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শত্রুপক্ষে মোট তিন জন নিহত ও তিন জন আহত হইল। আইরিশ গরিলা যোদ্ধৃদের অসমসাহস সত্যসত্যই অতুলনীয়।

পরদিনের কাগজে এই সংবাদই অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল যে, জেনারেল লুকাসকে পুনর্ব্বন্দী করিবার জন্যই গরিলাযোদ্ধৃদের এই প্রচেষ্টা। সত্যই নাকি উলার এই খণ্ডযুদ্ধে লুকাস উপস্থিত ছিলেন। পলায়ন রাত্রিতে রাস্তাঘাটের কোন দিশা না পাইয়া তাহাকে কেবল মাঠে মাঠে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। পরে আক্রমণ দিবসে প্রাতঃকালে সৈন্য-গাড়ী আসিবার সময় তিনি তাহাতে আশ্রয় লন। অবশ্য যুদ্ধের উত্তেজনায় আক্রমণকারীদের কেহই তাহাকে সেই সময় চিনিতে পারেন নাই।

এবার ব্রিন কিছুদিনের জন্য আবার ডাবলিনে সরিয়া পড়িলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইংরাজ সরকারের Murder Gangএর ও গরিলা যোদ্ধৃদলের Flying

Columnএর পরিচয় দিবার পূর্ব্বে আইরিশ জনসভা ডেল ইরানের জাতীয় ঋণ সংগ্রহ ব্যাপারের কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

নানা কথা

এই অধ্যায়ে কিছু পূর্ব্বের কথার অবতারণা করিলাম। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আইরিশ জনসভা ডেল ইরান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা আয়র্লণ্ডে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে। জনসাধারণও ডেলের ব্যবস্থাই মাথা পাতিয়া নিতে লাগিলেন।

ডেল ইরানের দ্বিতীয় সাধারণ সভায় ডি ভেলেরা ঘোষণা করিলেন যে জাতীয় ঋণ সম্পর্কে একটা তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ২১ শে আগষ্ট, ১৯১৯ ডাবলিন ম্যানসন হাউসে সর্ব্ব প্রথম সেই ঋণ ঘোষণা করা হয়। অর্থসচিব মাইকেল কলিন্স উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ৫০,০০০ পাউণ্ড ঋণ আয়র্লণ্ড হইতে এবং ১,২৫০,০০০ ডলার ঋণ আমেরিকা হইতে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ডেল ইরান মঞ্জুর করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি তাহারা অনুমতি করেন, তবে

সভাপতি ডি ভেলেরা পরবর্ত্তী সংখ্যা বাড়াইয়া ৫,০০০,০০০ ডলার করিতে চান। আর্থার গ্রিফিত, ডাক্তার ফোগার্টি এবং জেমস্ ও-মিয়েরা উক্ত ঋণের ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইলেন।

ডি ভেলেরা নিজেই আমেরিকা চলিলেন। আইরিশদের প্রাণের চাওয়াকে ব্যক্ত করিয়া তিনি আমেরিকার সহরে নগরে আইরিশ স্বাধীনতার কথা প্রচার করিলেন, এবং আয়র্লণ্ডে ইংরাজদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী আইরিশদের শুনাইতে লাগিলেন। যুক্তরাষ্ট্রময় সাড়া পড়িয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে ঋণ সংগৃহীত হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ডি ভেলেরা দেশে ফিরিয়া আবার সভাপতিরূপে জাতির জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন। তরুণ আইরিশগণ ডি ভেলেরা ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না। তখন দেশময় গরিলা যুদ্ধের তাণ্ডব লীলা। ডি ভেলেরার পৃষ্ঠ-পোষকতায় তাহা প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল এবং আয়র্লণ্ডে ইংরাজ রাজত্ব অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে একবার ৬, হার্টকোর্ট ষ্ট্রীটে পুলিশ হানা দেয়। কলিন্স সে যাত্রাও পুলিশের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা পান। তারই

কিছুদিন পরে জাতীয় ঋণ সম্পর্কে আয়র্লণ্ডের প্রতি কাগজে জাতীয় ঋণের এই বিবরণী বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রকাশিত হইল :—

জগতের সর্ব্বত্র আইরিশদের কথা প্রচার করিবার জন্য, আইরিশ ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে বিদেশের সর্ব্বত্র কন্সাল নিয়োগ করিবার জন্য, আইরিশদের সমুদ্র মৎস্য ব্যবসা, দেশের বন বিভাগ ও স্বদেশী শিল্প উন্নত ও উৎসাহিত করিবার জন্য, জাতীয় সিবিল সার্ব্বিস, জাতীয় সালিসী আদালত ও জমি রেহাইনী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, জাতীয় উদ্দেশ্যেই এই ঋণ-লভ্য অর্থ নিয়োজিত হইবে।

যে সব সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, ইংরাজ সরকার সামরিক আইন জারী করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিল, প্রতি কাগজের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত সংখ্যাগুলি বাজেয়াপ্ত করিল, এবং কোন কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাযন্ত্রের উপর অত্যাচার করিতেও ইতস্ততঃ করিল না। এই নিষ্পেষণ নীতিতে ইংরাজ তত লাভবান হইল না। কারণ, সংবাদপত্র প্রচার বন্ধের আদেশই জাতীয় ঋণের বিজ্ঞাপন হিসাবে যথেষ্ট কাজ করিল। ঋণ দান ও ঋণ সংগ্রহ, দুইই বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। ইহাতেও

কোন্ কাজ হইল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন ঋণ সংগ্রহ বন্ধ করা হয়, তখন দেখা গেল, এক আয়র্লণ্ড হইতেই আশাতিরিক্ত ৩৭৯,০০০ পাউণ্ড ঋণ সংগৃহীত হইয়াছে। নবজাত, কি রণক্লান্ত রাষ্ট্রের শক্তি সংযত, সংহত ও বৃদ্ধি করিবার জন্য জাতীয় ঋণ অপরিহার্য্য। দেশবাসী মাত্রেরই জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিস্থলে যথাসাধ্য সাহায্য করা আবশ্যক।

এখন গরিলা যোদ্ধৃদের কথা। গরিলা যোদ্ধৃদের একদল (Flying Column) আয়র্লণ্ডময় তোলপাড় করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে হয়ত তাঁহারা এক স্থানের সেনানিবাস আক্রমণ করিলেন, অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাহা ভস্মীভূত করিলেন, আবার পরদিন প্রত্যূষেই দেখা গিয়াছে, সেই দল ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী অন্য স্থানে পথগামী একদল সশস্ত্র সৈন্যকে পিছন হইতে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। শত্রুপক্ষে খুন খারাপী কিছু হইল বা না হইল, আক্রমণকারীরা কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অক্ষত দেহে পলায়ন করিয়াছেন।

গরিলা যোদ্ধৃদের এই Flying Columnএর কার্য্যকারিতায় মুগ্ধ হইয়া প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এখন যে সব

যুবক Flying Column এ আসিতে লাগিলেন, তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় অবসর সময়ে নিজ নিজ ব্যবসা দেখিবার সুযোগ পাইতেন না। সর্ব্বক্ষণের জন্য তাহাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

আইরিশদের এই অদম্য দলটীকে পঙ্গু করিবার জন্য ইংলণ্ডের অর্থে ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগে এক নূতন দলের সৃষ্টি হয়। আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সেনাদলের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের, বিশেষতঃ গরিলাযোদ্ধৃদের ভিতর যাহারা অগ্রণী ছিলেন, তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র হত্যা করিবার জন্য এই হত্যাকারীদলের (Murder Gang) সৃষ্টি। এই সব লোকের নাম ধাম এতই গোপন রাখা হইত যে, ইংরাজ সেনানী বা কনষ্টেবুলারীর কর্ম্মচারীরাও তাহার বিন্দু বিসর্গ অবগত ছিল না। কিন্তু গরিলা যোদ্ধৃদলের গুপ্তচর বিভাগ এই হত্যাকারীদলের সকল পরিচয়ই সংগ্রহ করিলেন। এমন কি তাহাদের ফটো পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

তখন আয়র্লণ্ডের অবস্থা ভয়াবহ। সৈন্যগণ সেদিনে যে কোন পথ-যাত্রীকে হয়ত পাঁচসাত বার খানাতল্লাসী করিত। সময়ে তাহারা চলন্ত ট্রামে, মোটর গাড়ীতে কি অন্য কোন লোকবাহী যানে আরোহণ করিয়া নিরীহ

নাগরিকদের তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিত। সময়ে যে কোন নিরীহ লোকের গৃহ সৈন্য-পরিবেষ্টিত করিয়া তোলপাড় করিতেও তাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিত না। এসব অহরহ ঘটিতে লাগিল। সময়ে লোকদের গ্রেপ্তার করিয়া দুর্গে আনিয়া তাহাদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। চিঠিপত্রে সংবাদ প্রেরণেও নিরাপদ ছিল না। প্রতি ডাকঘরে তাহারা চিঠিপত্র খুলিয়া দেখিত। প্রতি হোটেলের চাকরদের ঘুস দিয়া কখন কে আসে না আসে, সেই সংবাদ সংগ্রহ করা হইত। এই ত আয়র্লণ্ডের তৎকালীন অবস্থা।

ড্যান ব্রিন প্রভৃতি যোদ্ধাগণও এই সময়ে সর্ব্বদাই অতি ভয়াবহ আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিতেন। রিভলবার সর্ব্বদাই সার্টের আস্তিনের নীচে লুকান থাকিত, যেন সময় মত ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করিতে না হয়। এখানে সেই যোদ্ধৃদলের এক অসমসাহসিক যুবকের সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইল।

যুবকবীর ডিনি লেসি সর্ব্বদা ড্যান ব্রিনের সহিত একযোগে কাজ করিতেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আয়র্লণ্ডের যাবতীয় অসম-সাহসিকতার কাজেই এই বালকের নাম উল্লেখযোগ্য।

টিপারেরীর গোল্ডেন গার্ডেনে তাঁহার জন্ম হয়। স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি একটা বড় কয়লার খনির কাজে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি কর্ম্ম-কর্ত্তার পদে উন্নীত হন। কোনরূপ বিলাসিতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। জীবনের উপার্জ্জিত সকল অর্থ আইরিশ স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনিও ইষ্টার বিদ্রোহে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ম্যাকনীলের প্রত্যাদেশই প্রকৃত আদেশ মনে করিয়া বহু কর্ম্মীর মত সে বিদ্রোহে যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই তিনি গরিলা যুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গৃহ যুদ্ধের সর্ব্বনাশের যুগে এই যুবক বীরকে ফ্রীষ্টেট সৈন্য হস্তে জীবনপাত করিতে হইয়াছিল। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়াসীর উপযুক্ত পুরস্কার বটে!

একদিন রাত্রিতে ব্রিন ট্রামে চলিয়াছিলেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। শীঘ্রই ট্রাম বন্ধ হইয়া যাইবে। অমনি সেই ট্রামে জি ডিভিশনের দুইজন লোক হঠাৎ আরোহণ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও তিনজন প্রবেশ করিল। ব্রিন কোনঠেসা হইয়া বসিয়াছিলেন।

পলায়নের উপায় ছিল না। চেষ্টা মাত্রই তাহারা গুলি করিতে কসুর করিবে না। ব্রিন এতই সরল সহজভাবে বসিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন চিনিয়া উঠিতে পারিল না বলিয়া মনে হইল। তখন ঠিক এগারটা। ট্রাম পার্ণেল স্কোয়ারের নিকটবর্ত্তী। এমন সময় একযোগে Murder Gangএর সেই পাঁচজন লোক নড়িয়া উঠিল, দক্ষিণ পকেটে হস্তস্থাপন করিতেই, মুহূর্ত্তেকে ব্রিন নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া রিভলবার উদ্যত করিতেই, তাহারা প্রাণ-ভয়ে ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রিন উদ্যত অগ্নি-নালীকা হস্তে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পাছে নিকটবর্ত্তী সৈন্য প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যাপার ভয়াবহ হইয়া উঠে এই আশঙ্কায় তিনি গুলি করিলেন না। ডসেট ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি আসিয়া সজোড়ে বুটের শব্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ব্রিন পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে মনে করিয়া পলাতকগণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। এদিকে ব্রিন হঠাৎ থামিয়া গেলেন। শেষ ট্রামখানি নগরের দিক হইতে আসিয়া পড়িল। ট্রামে লাফাইয়া উঠিয়া তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

এই ব্যাপারের পর হইতে ব্রিন ও টিরেসী কখনও কেহ একাকী বহির্গত হইতেন না। তাঁহারা একসঙ্গে নিদ্রা

যাইতেন, একসঙ্গে বাহিরে যাইতেন এবং একসঙ্গে পরস্পরের রক্ষকরূপে চলাফেরা করা অধিকতর নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেন।

শনিবারদিন প্রাতে তাঁহারা হলিব্যাঙ্ক রোডে মিসেস্ ফিজারেল্ডের গৃহে যান। স্থানীয় গলিক এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনে তাঁহারা দুই চারিজন মিলিত হইয়া খুবই তাস খেলিতেন। পলাতক জীবনের কিছু বিশ্রাম তাঁহারা এস্থানেই লাভ করিয়াছিলেন। সমিতির সম্পাদক ও-টুলি এবং সভাপতি অল্ডারল্যান নওলান তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

ডিনি লেসি টিপারেরী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রের ত্রুটির জন্য ব্রিন ও টিরেসী তাঁহার সহিত সময়মত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। এদিকে গরিলা যোদ্ধৃদের বিজয়বার্ত্তা দেশবাসীদিগকে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিল। প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্রের উচ্চতন কর্ম্মচারীদের মনোবৃত্তিতেও বিপুল পরি-বর্ত্তন লক্ষিত হইল। আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রই অগ্রণী হইয়া ডাবলিনে একটা কিছু করিবার মত বুদ্ধি পাকাইয়া ব্রিগেডের সহায়তা চাহিলেন। কাজেই

ব্রিন ও টিরেসীকে কিছুদিন ডাবলিনে থাকিতে হইল।

এই সময়ে গরিলা যোদ্ধৃদের সকলকেই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গরিলা যুদ্ধেই আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল। সকলেরই পূর্ব্ব জীবনের উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহারা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দান করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছুই ব্যয়িত হইত না। সে ছিল যেন তাঁহাদের একখানি ছোটখাট সোভিয়েট। সাম্যবাদের প্রথম নীতিগুলি তাঁহাদের জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর কিরওয়ানের গৃহে রাত্রি যাপন করিবেন বলিয়া তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিলেন; অমনি জনৈক আইরিশ আসিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া গেলেন যে, জনৈক গুপ্তচর তাঁহাদের পিছন লইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। আইরিশ বালকবালিকা, দোকানদার, ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত গরিলা যোদ্ধৃদের উপর এতই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন যে, যখনই যিনি সুযোগ পাইতেন, তখনই তিনি এমম্বিধ সাহায্য করিয়া তাহা-

দিগকে বহু আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। দেশের একদল লোক যখন সত্যসত্যই মরিয়া হইয়া লাগে, তখনই দেশের অন্তরাত্মা আপনিই জাগিয়া উঠে, দেশের কাজে আত্মনিবেদনের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের প্রাণও তোলপাড় করিয়া তোলে।

ইহার পর একদিন, ব্রিন ও টিরেসী লা স্কালা নাট্য-মন্দিরে অভিনয় দেখিয়া দীর্ঘ রাত্রিতে ফিরিতেছিলেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া জি বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী কোন পরিচিতের মুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে দুইটী বালিকা দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া, পাছে কোন অনর্থ ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাহাকে গুলি করিলেন না।

তাঁহারা ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় বালিকা কিটি ফ্লেমিং তাঁহাদের কাণে কাণে অতি সন্তর্পণে বলিয়া গেলেন যে, জনৈক গুপ্তচর তাঁহাদের পিছন লইয়াছে। আইরিশ বালিকাদের বুদ্ধি তাৎপর্য্য সত্যই আইরিশ জাতিকে ধন্য করিয়াছে। যেমন গুপ্তচরটী ট্রামের পা-দানীতে পা দিল, অমনি ব্রিন এমনই অঙ্গভঙ্গী

করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন যে, গুপ্তচর ল্যাকাইয়া পড়িয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিল। নিজেদের নিরাপদ মনে করিয়া তাঁহারা ড্রামকুণ্ড্রাতে ফ্লেমিংএর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জানিলেন না যে, সেই গুপ্তচরই পরবর্ত্তী ট্রামে আরোহন করিয়া ড্রামকুণ্ড্রা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ড্রামকুণ্ড্রার যুদ্ধ

সেই রাত্রি এগারটায় তাঁহারা ফ্লেমিংএর গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তখনও গুপ্তচর বিভাগের লোক তাঁহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত ছিল দেখিয়া তাঁহারা পিছনদ্বার-পথে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বোটানিক এভিনিউতে পড়িলেন। সবিশেষ চিন্তার পর অধ্যাপক কোরালিনের গৃহ "ফার্ণ-সাইডে" যাওয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সকল-তালা-খোলা-যায় এরূপ একটা চাবি ছিল। সেই চাবির সাহায্যে তাঁহারা কেরোলিনের গৃহে প্রবেশ লাভ করিলেন। মিষ্টার কেরোলিন পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত বাড়ীর সকল অংশ দেখাইয়াছিলেন এবং যদি কখনও বাড়ী চড়াও হয়, তখন পিছনের বাগান

পথে যে রাস্তায় পলায়ন সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। বাড়ীর প্রাচীরের যে অংশ নিম্নতর তাহাও তিনি তাহাদিগকে সবিশেষ লক্ষ্য করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই দ্বিতল গৃহখানিতে খুবই সুন্দর আট নয়টী সজ্জিত প্রকোষ্ঠ ছিল। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার দিকে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি, পশ্চাতে একখানি লম্বা সাজান বাগান, তাহা সাত আট ফিট উচ্চ অপর এক প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। সেই তরুলতা বীথিতে একখানি সুশীতল কাচ-ভবন ছিল।

পূর্ব্বেও বহুবার তাঁহারা এই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন আসিতেন রাত্রি ১১টায়। কিন্তু আজ তাঁহাদের পোঁছিতে ১১-৩০ বাজিয়া গেল। বাড়ীর সবাই তখন নিদ্রামগ্ন মনে করিয়া তাঁহারা নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল তাঁহারা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কার্য্য-তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, তবুও তাঁহাদের কেন জানি নিদ্রা আসিতেছিল না। তাঁহারা বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। উভয়েই একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। উভয়েই বাড়ী চড়াওয়ের একটা আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে, তাহাদের তন্দ্রার আবেশ হইল।

হঠাৎ তাঁহারা নিজ নিজ শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিলেন। গৃহের বাহিরে রাস্তায় বুটের শব্দ হইতেছিল। ফিস্‌ফিস্ কথার আওয়াজ শ্রুত হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রকোষ্ঠে সার্চ্চ লাইটের আলোক-রশ্মি প্রবেশ লাভ করিল। তখন রাত্রি একটা।

একখানি কাচ ভাঙ্গিবার শব্দ হইল। দ্বার উন্মুক্ত হইল। সাঁড়ি বাহিয়া আরোহণের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

ব্রিন ও টিরেসী উভয়েই শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। হস্তে তাঁহাদের মুষ্টিবদ্ধ রিভলবার। ব্রিন উভয় হস্তেই গুলি চালাইতে পারিতেন, তিনি বাম হস্তেও একটা রিভলবার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের বদ্ধ দ্বারে অঙ্গুলী আঘাত হইল। তাঁহাদের মুখে কথা ফুটিল না। কেবল টিরেসী একবার ব্রিনের নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন, “ড্যান, স্বর্গে আমরা পুনর্মিলিত হইব।”

সশব্দে দুইটী গুলি দ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এবার ব্রিনের হস্তে জার্ম্মান মজার পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। ব্রিনের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি বাহিয়া চলকে চলকে রক্ত গড়াইতেছিল। ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। অগ্নি-গুলির বিদ্যুৎ-রশ্মি ব্যতীত তথায়

অন্য কোন আলোক ছিল না। সীড়ির পথে একবার এক ইংরাজ কণ্ঠে শ্রুত হইল, "রায়েন, কোথায়?"

এইবার এক সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্রান্ত গুলি আসিতে লাগিল। ব্রিন ও টিরেসী সীড়ির পথে অজস্র গুলি ছুড়িলেন—দুদ্যুম্ দ্যুম, দুদ্যুম্ দ্যুম্। একটা লোক ভূপতিত হইবার শব্দ শ্রুত হইল। কিছু পরেই মনে হইল, শত্রুপক্ষ পলায়ন পথে। ব্রিন টিরেসীকে জানালা পথে সরিয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। আবার পশ্চাৎ হইতে রাইফেলের শব্দ আসিতে লাগিল।

ব্রিনও প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া সীড়ির পথে ছুটিয়া চলিলেন। দেখিলেন, ছয়জন ইংরাজ সৈন্য উদ্যত-বন্দুক-হস্তে টর্চ্চ লাইট লইয়া পুনরাক্রমণ করিতে আসিতেছে। ব্রিন মুহুর্মুহুঃ মজার পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তিনি চতুর্দ্দিক হইতেই আক্রান্ত। মরিতে তাহার দুঃখ ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাণে সর্ব্বদাই মরার মত মরিবার সাধ ছিল। এই মরিবার সাধই ব্রিনকে অমন দুর্জ্জয়ী করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা ধ্রুব সত্য।

ব্রিনের অগ্নি-গুলিতে অতিষ্ঠ হইয়া ইংরাজ সৈন্য পিছন ফিরিল। ব্রিন তাহাদিগকে সীড়ি বাহিয়া ধাওয়াইয়া

লইয়া আসিলেন। ব্রিন যখন দ্বিতলে, তখন সৈন্যদের অধিকাংশ রাস্তায় ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছিল; আর কেহ কেহ নিম্ন তলের পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইয়াছিল। তখন ব্রিনের কার্টিজ প্রায় নিঃশেষিত। পিছনে আহতের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। আবার ইংরাজ পক্ষে রাইফেল গর্জ্জন করিতে লাগিল।

ব্রিন দৌড়াইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে আসিলেন। সীড়ির পথে তাহাকে দুইটী মৃত সৈন্যের শব ও একজন আহতকে মাড়াইয়া আসিতে হইল। পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া ব্রিন প্রকোষ্ঠ-দ্বার চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। বৃথা কাল ক্ষেপন সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া তিনি জানালা পথে সরিয়া পড়িতেছিলেন। অমনি উপর্য্যুপরি কয়েকটী অগ্নি-গুলি ছুটিয়া আসিল। জানালার কাচগুলি শতধা খণ্ড খণ্ড হইল। দুই একটা গুলি ব্রিনকে বিদ্ধ করিল। তিনি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। জানালার নিম্নার্দ্ধ পূর্ব্বেই উন্মুক্ত ছিল। টিরেসীও সেই পথে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রিনও সেই পথে কাচভবনের ছাদে আরোহণ করিলেন। তখনও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শত্রু হস্ত হইতে অসংখ্য গুলি আসিতেছিল। কাচভবনে প্রবেশ করিয়া তিনি জায়গা মত বসিলেন এবং বাম হস্তের রিভলবারের ডগা দিয়া

একখানি কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ছিদ্রপথে তাঁহার জার্ম্মান মজার পিস্তল আবার অগ্নি-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রিনের অব্যর্থ গুলিতে এক একটী ইংরাজ সৈন্য ভূপতিত হইতে লাগিল। না, দেখিতে দেখিতে সকল সৈন্যই দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। শত্রুসৈন্য তখন নীরব।

এবার ব্রিন টিরেসীর সন্ধান করিলেন। সিন, সিন বলিয়া চীৎকার করিলেন, কোনই প্রত্যুত্তর আসিল না। তিনি মনে করিলেন, হয় টিরেসী শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্রিনের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। দেহ ছয় সাত স্থানে গুলি-বিদ্ধ হইয়াছে। ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রক্ত গড়াইতে-ছিল। পরিধানে শয়নের পোষাক—একটা জামা আর একটা মোটা পায়জামা। পায়ে জুতা নাই, মাথায় টুপি নাই। ইংরাজ সৈন্য হাতবোমা ছুড়িতে লাগিল। ব্রিন নিরুপায় হইয়া এবার পলায়নই সঙ্গত মনে করিলেন।

অদূরে সেই নাতি উচ্চ প্রাচীর দেখা গেল। প্রাচীর পার্শ্বে দুইজন সৈন্যের মৃতদেহ দেখিয়া তিনি টিরেসীর

নিরাপদ পলায়ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতেই একটী সৈন্য মূর্ত্তি দেখা দিল। ব্রিনকে লক্ষ্য করিয়া সে বন্দুক উদ্যত করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিল। গুলি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইল। ব্রিনের হস্তে নিমেষে মজার পিস্তল ধ্বনিয়া উঠিল। সৈন্য ধরাশায়ী হইল।

উদ্যান প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যেমন ব্রিন বাহিরে আসিলেন, অমনি আর একদল সৈন্য তাঁহার দিকে গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ব্রিনও অগ্নিগুলি বর্ষণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তাহাদের সহিত বুঝাপড়া করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী প্রাচীর পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া সশস্ত্র সৈন্য-গাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। শত্রুসৈন্য হস্তে গুলি বর্ষিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রিন গুলির আঘাতে একটি সৈন্যকে ধরাশায়ী করিলেন। হতভম্ব শত্রুপক্ষ গুলি ছুড়িল সত্য, কিন্তু একটাও ব্রিনকে বিদ্ধ করিল না।

এইবার ব্রিন কেরোলিনের গৃহ এবং ড্রামকুণ্ড্রা পুলের মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় উপস্থিত হইলেন। কি জানি, কি মনে করিয়া তিনি নগরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সম্মুখে সেণ্ট প্যাট্রিক ট্রেনিং কলেজের অষ্টাদশ ফিট

উচ্চ প্রাচীর। তাহাই তিনি উত্তেজনার মাথায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ প্রাঙ্গণে পড়িয়া পশ্চিম দিকে চলিলেন। তাঁহার অবসন্ন দেহে তখন শক্তি ছিল না। কোন মতে তিনি পথ বাহিয়া চলিলেন। পথে অগভীর টোলক্কা নদী তিনি হাটিয়াই পার হইলেন। তখনও পথে পথে অসম্ভব রক্ত গড়াইতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, অতিরিক্ত রক্ত-স্রাবেই তাঁহার জীবনান্ত হইবে।

সম্মুখে কয়েকখানি গৃহের পশ্চাৎ দ্বার দেখা গেল। তিনি তাহারই এক খানির কড়া নাড়িলেন। দ্বিতীয় বারের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল। ব্রিনের সেই রক্তস্নাত অবস্থা, শিথিল পরিধান—সকলই তাহার চোখে বিস্ময় ঢালিয়া দিল। ব্রিন আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী অতি যত্নে অভ্যাগত আহতের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ধাত্রী আসিল। তিনি তাঁহার ক্ষতস্থান গুলি বাঁধিয়া দিলেন, উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আহতের উষ্ণতা রক্ষা করিলেন। প্রাতে ব্রিন এই সদাশয় দম্পতীর নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। সর্ব্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে আশ্বস্ত

করিলেন। দেশের জনসাধারণের এবম্বিধ সাহায্য ও সদাশয়তা ব্যতীত গরিলা যুদ্ধ কখনও সাফল্য মণ্ডিত হয় না।

ব্রিন যে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তার পার্শ্ববর্ত্তী সকল গৃহেই গুপ্তচর বিভাগের লোকদের আড্ডা ছিল। ইহাও ব্রিনের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এ যাত্রাও ভগবানই তাহাকে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রাতে, ১২ই অক্টোবর, ১৯২০ ব্রিন মিসেস হোমসকে দিয়া ডিক ম্যাককীকে দিবার জন্য সানাহানের নিকট এক খবর পাঠাইলেন। তাঁহাকে সত্বর স্থানান্তরিত করাই চিঠির মর্ম্ম ছিল।

অচিরেই হোমসের দ্বারদেশে একখানি মোটর উপস্থিত হইল। জো ললেস, মরিচ ব্রেনান এবং টম কেলী আসিলেন। চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া ব্রিনকে মেটের হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্যই ডিক ম্যাককী তাহাদিগকে পাঠাইয়া ছিলেন।

ব্রিনকে উঠাইয়া লইয়া মোটর ছুটিয়া চলিল। রাস্তায় বিশেষ কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। একেলস্ ষ্ট্রীটে হাসপাতালের প্রবেশপথে ডিক ম্যাককীকে দেখা গেল। সেদিনে তাঁহার খোঁজেও পুলিশ ব্যস্ত

ছিল। তিনি অতি সরল সহজভাবে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন এখনই হাসপাতালে প্রবেশ না করেন। তখন দুইজন ইন্সপেক্টর দলবলসহ ভিতরে খানাতল্লাসী করিতেছিল।

অগত্যা গাড়ী লইয়া তাঁহারা ডর্সেট ষ্ট্রীট হইয়া মাউণ্টজয় স্কোয়ারে পড়িলেন, এবং তথা হইতে গ্রেট চার্লস ষ্ট্রীটের এক অশ্বশালায় প্রবেশ করিলেন। স্থানটী বড়ই নিরাপদ। এখানেই ডাবলিন ব্রিগেডের অস্ত্রশস্ত্র সর্ব্বদা লুকায়িত থাকিত। ব্রিন টিরেসীকে এখানে অক্ষত দেহে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ড্রামকুণ্ড্রার যুদ্ধ হইতে ব্রিন টিরেসীকে একরূপ বাদ দিয়াই রাখিয়াছিলেন। তাই আজ হারান বন্ধুকে পাইয়া, তাঁহার এত আনন্দ।

টিরেসী ড্রামকুণ্ড্রার সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অজানা পথে চলিতেছিলেন। অবসন্ন, ক্লান্ত-দেহে আশ্রয়ের জন্য তিনি এক অপরিচিত গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইল। স্বদেশে তাঁহারই এক ভ্রাতা ফিল রায়েনকে দেখিয়া টিরেসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এসব দেখিয়া শুনিয়া বলিতে হয়, সত্যই বিধাতা আয়র্লণ্ডের

স্বাধীনতা প্রয়াসী যুবকদের ভাগ্য স্বহস্তে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন।

সেদিন ডাবলিনের রাস্তায় রাস্তায় কেবল সৈন্যদলের বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটি। শত শত গৃহে খানাতল্লাসী হইতেছিল। কিছু কাল পরেই, গরিলা যোদ্ধৃদলের গুপ্তচর বিভাগের বালকগণ সংবাদ নিয়া আসিল যে, মেটের হাসপাতালের রাস্তা তখন নিরাপদ। অমনি তাঁহারা ব্রিনকে ষ্ট্রেচারে করিয়া হাসপাতালে দিয়া আসিলেন। হায়! ইহাই টিরেসার সহিত ব্রিনের শেষ দেখা। ব্রিন টিরেসাকে কতই না ভালবাসিতেন, কতই না ভক্তি করিতেন, কতই না শ্রদ্ধা করিতেন। বিপদে আপদে এমন বন্ধু বড় মিলে না। টিরেসার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কর্ম্মে উৎসাহ, উদ্যম, প্রাণের বল বাস্তবিকই সর্ব্বদা ব্রিনের প্রাণে অসাধ্য সাধনের স্পৃহা জাগ্রত রাখিত।

ড্রামকুণ্ড্রা ব্যাপারের পর, ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগ গরিলা যোদ্ধৃদের ভীতিপ্রদর্শন নীতিতে এতই শঙ্কিত হইয়া উঠিল যে, মিষ্টার ওয়ালসের দোকান তল্লাসীর আদেশ পাইয়াও তাহারা তথায় যাইতে সাহসী হইল না। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের ভীরুতা ও কাপুরুষোচিত কর্ম্ম-বিমুখতায় কোন উচ্চবাচ্য করিল না। নিরুপায় হইয়া

মিশর হইতে মেজর জি, ও, এস স্মিদকে আনানি হইল। রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর ডিভিশনাল কমিশনার তাহারই এক ভ্রাতাকে—তিনিও মেজর ছিলেন—গরিলা যোদ্ধৃদল গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কেরীর পুলিশনিবাসে এক বক্তৃতায় স্মিদ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যাহাকে সিনফিন বলিয়া মনে হইবে, তাহাকেই যেন গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। এই নির্ম্মম আদেশে পুলিশদের মধ্যেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ফলে এক মাসের ভিতরই গরিলা যোদ্ধৃদের ব্যবস্থায় তাহার উপদ্রব লীলার অবসান হয়।

এদিকে ড্রামকুণ্ড্রার পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশিত হইল যে, অধ্যাপক কেরোলিন ভীষণভাবে আহত হইয়াছেন। শুনিয়া ব্রিনের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। গরিলা যোদ্ধৃদের তিনি কত ভাবেই না সাহায্য করিয়াছেন। অর্থ, আতিথেয়তা, আশ্রয় কিছুতেই তাঁহার কার্পণ্য ছিল না। কিছুদিন পরেই তিনি মেটের হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেবল প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্যই ইংরাজ সৈন্য কেরলিনকে হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে প্রকাশ যে, যখন প্রথম গৃহদ্বার

উন্মুক্ত হয়, তখনই জনৈক ইংরাজ সেনানী তাঁহার নিকট একজন অপরাধীর নাম চাহিয়া, তাঁহাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল। উদ্যত রিভলবার তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিবদ্ধ রহিল। যুদ্ধশেষে যখন ব্রিন ও টিরেসী পলায়ন করিয়াছেন, তার প্রায় পনর মিনিট পরে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের ধরাশায়ী দেখিয়া মৃত্যু-প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য ইংরাজ সেনানী তাঁহাকে মস্তকে গুলিবিদ্ধ করিল। এই ভাবে একজন শিক্ষিত, স্বদেশহিতৈষী অধ্যাপকের দেহান্ত হয়। পরাধীনের মুক্তি প্রচেষ্টার পুরস্কার যথেষ্ট—ফাঁসী, অপমৃত্যু, নির্ব্বাসন, আরও কত কি!

কেবল ইহাই নহে। পরদিন ফ্লেমিং পরিবারের সকল পুরুষকেই নির্ব্বিচারে বন্দী করা হইল। সংবাদ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মাইকেল ফ্লেমিংএর ছয়মাস কারাদণ্ড হয়।

তারপর ১৪ই অক্টোবর, ১৯২০ মেটের হাসপাতালের নিকটই এক কাণ্ড হইল। ইংরাজের অস্ত্রবোঝাই একখানি গাড়ী ছিনাইয়া লইবার জন্য গরিলা যোদ্ধৃদল তাহা আক্রমণ করিয়া বসেন। উভয় পক্ষেই গোলা গুলি চলিতে থাকে। যুদ্ধে গরিলা যোদ্ধৃদের একজন নিহত হন। অব্যবহিত

পরেই জনৈক ধাত্রী আসিয়া ব্রিনকে সংবাদ দিলেন যে, হাসপাতাল সৈন্য-পরিবেষ্টিত ; চতুর্দ্দিকেই সৈন্য-লরী। ব্রিন জোড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, জানালা পথে চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই ইংরাজ সৈন্য। না, ক্রমেই সৈন্য-লরী ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। হায়, ব্রিনের রিভলবার তুলিবার শক্তি নাই! তিনি আজ অশক্ত। প্রতি মিনিটে তিনি জীবনাশঙ্কা করিতেছিলেন। তবে তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আইরিশ যুবক-প্রাণ আজ জাগ্রত ; তাহারা নিশ্চুপ থাকিবেন না।

এবারও বিধাতা ব্রিনের উপর কৃপা-দৃষ্টি করিলেন। সৈন্যদল তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে-করে, এমন সময় প্রস্থান করিবার জন্য উপরস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ আসিল। ব্রিন এ যাত্রাও রক্ষা পাইলেন।

ইংরাজের প্রতিশোধ স্পৃহা

১৪ই অক্টোবর, ১৯২০ সন্ধ্যাবেলা যখন ইংরাজবাহিনী মেটের হাসপাতাল ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন টিরেসী নিষ্কর্ম্মা বসিয়াছিলেন না। তখন তিনি প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইতে একদল বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী লইয়া ব্রিনের উদ্ধার চেষ্টায় ব্যস্ত

ছিলেন। কার্য্যে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজের পিছনেও যে ইংরাজের রক্ত-আঁখি সতত বিষদৃষ্টি হানিত, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রায় সকল সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি টম হাণ্টার ও পিডার ক্লানসীর সহিত সামান্য কিছু পরামর্শের জন্য তাঁহাদের দর্জ্জির দোকানে উপস্থিত হইলেন। তথায় হেডকোয়ার্টার্স ষ্ট্যাফের জর্জ্জ এবং জ্যাক প্লানকেট টি, ডি উপস্থিত ছিলেন, এবং ডাবলিন ব্রিগেডের কর্ম্মচারী জো ভাইস এবং লিও হ্যাণ্ডারসনও ছিলেন।

পিডার ক্লানসী জনৈক মহিলা বন্ধুর সহিত যেমন নেলসন স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি এক সৈন্যলরী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চরমুখে সংবাদ প্রেরণও সম্ভব হইয়া উঠিল না। টিরেসীও সৈন্যলরী দেখিতে পাইলেন। এক মিনিটের ভিতর তাহা দোকানের নিকট উপস্থিত হইল।

দুইজন তখনও দোকানের ভিতর। তাঁহাদের একজন রাস্তায় নামিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। জনৈক সৈন্য তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী, নাম তার ক্রিষ্টিয়ান, বলিয়া উঠিল, "এ নয়, যাহাকে আমরা চাই, সে ওখানে দাঁড়াইয়া।" বলিয়াই টিরেসীর দিকে

ছুটিয়া আসিল। টিরেসী তখন সাইকেলে পা দিতেছিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই তিনি শত্রু-পরিবেষ্টিত। আত্মরক্ষা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। অগত্যা তাহাকে রিভলবার উন্নত করিতে হইল। চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজি সৈন্য অজস্র গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি প্রাণপাত করিলেন। ক্রিশ্চিয়ানও টিরেসীর অগ্নিগুলি হইতে উদ্ধার পাইলেন না। টিরেসীর মৃত্যু-সংবাদে ব্রিনের বুক যেন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল।

স্বদেশের পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য এমন সুন্দর উৎসর্গীকৃত প্রাণ জগতে খুবই কম মিলে। টিরেসীর সাহস, বুদ্ধি, গঠন-প্রতিভা ও রণ-কুশলতা তাঁহাকে আয়র্লণ্ডের ইতিহাসে অতুল করিয়া গিয়াছে। তিনি আজ যাহা প্রস্তাব করিতেন, তাহাই হয়ত দুই বৎসর পরে, তাঁহার সহকর্ম্মীরা কার্য্যে পরিণত করিতেন। এতবড় দূরদর্শী, প্রতিভাসম্পন্ন যুবক আয়র্লণ্ডে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

টিরেসীর মৃত্যু-শোভাযাত্রা দেখিবার ছিল। টিপারেরী অঞ্চলের কোন লোকই আজ পর্য্যন্ত এত বড় সম্মান পান নাই। সুদীর্ঘ দুই মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা সাশ্রু-নয়নে সোলোহেডবেগ গির্জ্জা হইতে কিলফিসেল

সহরের ভিতর দিয়া শবানুগমন করিল। কিলফিসেলে তাঁহার সমাধিস্থান আজ আইরিশদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী শুক্রবার রাত্রিতে গিয়রয়েড ও-সালিভ্যান এবং রোরি ও-কনর দ্বারা ব্রিন হাসপাতাল হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। ও-সালিভ্যান পরে ফ্রীষ্টেট সৈন্যদলের এ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আর রোরি ও-কনর, লিয়াম লিঞ্চ, ডিক ব্যারেট এবং জো ম্যাক-কেলভী ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর সিন হেলসের হত্যার প্রতিশোধে ফ্রীষ্টেট সরকারের আদেশে নিহত হন।

হাসপাতাল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিনকে এক লেডী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। সেদিনে ইংরাজ সরকার আয়র্লণ্ডের ডাক্তার ও ধাত্রীদের উপর এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বন্দুকের গুলিতে আহত যে কোন লোকের চিকিৎসা বা সেবা করিবেন, তাহারই সম্বন্ধে দুর্গে সংবাদ প্রেরণ করিবেন। কিন্তু আইরিশ ডাক্তার ও ধাত্রিগণ সরকারী এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

লেডী ডাক্তারের গৃহে ব্রিন আরোগ্য লাভ করিতে-ছিলেন। এক সপ্তাহ পরে একদিন দেখা গেল, তাঁহার গৃহের আশে পাশে ইংরাজ সৈন্য আনাগোনা করিতেছে। ব্রিন জানালা পথে মাথা বাড়াইয়া সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন। পথে দাঁড়াইয়া জন সাধারণের অনেকে ইংরাজ সৈন্যের এই উপদ্রব-নীতি প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ব্রিন লক্ষ্য করিলেন, একদল সঙ্গী লইয়া ব্রিনকে উদ্ধার করিবার জন্যই মাইকেল কলিন্সও সেই ভীড়ের ভিতর আত্ম-গোপন করিয়া আছেন। ভাগ্যে সে যাত্রা ইংরাজ সৈন্য পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গৃহে হানা দিয়াই সরিয়া পড়িল। কোন রক্তারক্তি কাণ্ডের অবতারণা হইল না। মাইকেল কলিন্স শেষে ফ্রীষ্টেট দলে ঝুকিয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত পর্য্যন্ত আইরিশ স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁহার অতুল দান ভুলিবার নয়। মাইকেল কলিন্স যদি ডি ভেলেরার দলভুক্ত ব্রিন প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মীর সহিত শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে একযোগে লড়িতেন, তবে আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রের ধারা কি রূপ গ্রহণ করিত, বলা যায় না।

২১শে নভেম্বর, ১৯২০ একটা উল্লেখযোগ্য দিন। ব্রিন সেদিন ডান লাওঘেয়ারে মিসেস বেরীর গৃহে। তিনি

তখন একরূপ আরোগ্য হইয়াছেন। সেদিন প্রত্যুষে গরিলা যোদ্ধৃগণ ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের ১৪ জন কর্ম্মচারীকে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। ইংরাজের প্রতিশোধ-স্পৃহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এবার তাঁহারা যাহাকেই ধরিতে পারিল, তাহাকেই হয় ফাঁসিমঞ্চে ঝুলাইতে লাগিল, না হয় গুলি বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল।

ফ্রাঙ্ক টিলিং ধরা পড়িলে, তাঁহার উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু ফাঁসি-মঞ্চ দেখিবার পূর্ব্বেই সুচতুর যুবক ইংরাজ প্রহরীর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কিলমেইনহাম জেল হইতে পলায়ন করিলেন। এদিকে প্যাডী মোরান ধরা পড়িতেই তাঁহারও ফাঁসি-মঞ্চের ব্যবস্থা হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মাউণ্টজয় জেলে যুবকের জীবনান্ত হয়।

কেবল ইহাই নহে। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ১৪ জন গুপ্তচর কর্ম্মচারীর প্রাণনাশের প্রতিহিংসা-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। ১০,০০০ লোক সেদিন কর্ক পার্কে সমবেত। বিরাট সভা। ইংরাজ সৈন্য সেই অগণিত নিরীহ নরনারীর উপর বিনা দ্বিধায় কলের কামান উন্মুক্ত করিয়া অজস্র গুলিবর্ষণ করিল। ফলে

১৭ জন নিরপরাধ আইরিশ নাগরিকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় পঞ্চাশজন আহত হয়। এদিকে পিডার ক্লানসী এবং ডিক ম্যাককীও ধরা পড়িলেন। তাঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিল। তাঁহারা ডাবলিন দুর্গে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ব্রিন পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আবার দক্ষিণ টিপারেরী ব্রিগেডের সহিত মিলিত হইলেন। তথায় রবিন্সন, ডিনি লেসি, সিন হোগান, সিন ও-মিরা ও অন্যান্য বহু কর্ম্মীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

তখন আয়র্লণ্ডময় পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিয়াছিল। গরিলা যোদ্ধৃগণ তখন বে-পরোয়া হইয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহাদের Flying Column তখন দিনে দুপুরে রাইফেল-স্কন্ধে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। যদিও সেদিনে তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন করা ইংরাজের চক্ষুতে বড়ই অপরাধের ছিল, তবুও আইরিশ জনসাধারণ তাঁহাদের আদর যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইংরাজ সৈন্য গরিলা যোদ্ধৃদের ভয়ে কখনও দলবদ্ধ না হইয়া দুর্গের বাহির হইত না। জনসাধারণ ইংরাজ শক্তিকে আর ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। তাঁহারা ইংরাজের শত বাধা বিধি নিষেধ সত্ত্বেও আইরিশ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বিচারাচলে দলে

দলে সুবিচারের জন্য সমবেত হইতেন। এক কথায় বলিতে হয়, সেদিনে আয়র্লণ্ডে ইংরাজের প্রাধান্য ভাসিতে চলিয়াছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে গরিলা যোদ্ধৃদল উল্লেখযোগ্য আর একটী কাণ্ড করিয়া বসিলেন। টিপারেরী ব্রিগেডের গুপ্তচর বিভাগ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে, একদল ব্রিটিশ সৈন্য প্রতি বুধবার সকাল বেলা ক্লখিন হইতে কাহিরে যাতায়াত করিয়া থাকে। ২২শে এপ্রিল সেই সৈন্যদল আক্রমণ করিবার দিন নির্দ্ধারিত হয়। কন মেলোনী (ইনি পরে গৃহযুদ্ধের সময় আইরিশ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের ডিপুটী চীফ পদে উন্নীত হন) এবং ব্রিন ২১শে এপ্রিল টিপারেরী ব্রিগেডে উপস্থিত হইলেন। মেলোনী, লেসি, হোগান এবং ব্রিন নিজে যাইয়া আক্রমণ স্থানের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন।

আক্রমণ দিবসে তাঁহারা স্থানমত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা ১১টায়ও সৈন্যদলের কোন সাড়া পাওয়া গেল না দেখিয়া ব্রিন ও মেলোনী হোগান ও লেসির উপর গরিলাযোদ্ধৃদের ভার অর্পণ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কিছু পরেই সৈন্যদল দেখা দিল।

গরিলা যোদ্ধ্‌দল পিছন হইতে তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যদল ফিরিয়া দাঁড়াইল, গুলির প্রত্যুত্তরে গুলি ছুড়িতে লাগিল। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একজন সৈন্য ধরাশায়ী হইল, দুইজন আহত হইল। সৈন্যদল দমিয়া গেল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। বিজেতা গরিলা যোদ্ধ্‌দল বন্দীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন। পথিমধ্যে রয়েল আইরিশ কনষ্টেবুলারীর জেলা ইন্সপেক্টর পটারের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি গরিলা-যোদ্ধ্‌দের হস্তে বন্দী হইলেন। তাঁহার মোটরখানি বাজেয়াপ্ত হইল। পথে অপর একদল ইংরাজ সৈন্য তাঁহাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিল। আবার একটা খণ্ডযুদ্ধের অবতারণা হয়। হোগান এবং লেসীর নেতৃত্বে গরিলা যোদ্ধ্‌দল ইংরাজ সৈন্যদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া বন্দী পটারকে সহ নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ দুর্গে বহু আইরিশ যুবকের জীবনান্ত হইয়াছে। ট্রেনার নামক জনৈক যুবকের উপর ঐরূপ মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। এবার গরিলাযোদ্ধ্‌দলও এক মতলব আটিলেন।

২৫শে এপ্রিল ট্রেনারের ফাঁসীর দিন ধার্য্য হইয়াছিল।

গরিলাযোদ্ধৃদল তার দুইদিন পূর্ব্বে ডাবলিন দুর্গে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা বন্দী ট্রেনার ও পটারের বিনিময় প্রার্থনা করেন. যদি ট্রেনারের সত্যসত্যই ফাঁসীর ব্যবস্থা হয়, তবে পটারও তাঁহাদের হস্তে সেই চরম শাস্তিই ভোগ করিবে। দুর্গ হইতে কোনই উত্তর আসিল না। ২৬শে এপ্রিল জানা গেল, ট্রেনার আর ইহজগতে নাই। আইরিশদের প্রাণে একটা মর্ম্মন্তুদ হাহাকার বাজিয়া উঠিল।

পটারকে হত্যা করিলেই যে প্রতিশোধ চরিতার্থ হইবে, তাহা নয়। পটারও আইরিশ সন্তান, সেও আয়র্লণ্ডের জলবায়ুতেই পরিবর্দ্ধিত। তবে ইংরাজের অর্থে সে আইরিশ সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়া আইরিশদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পণ্ড করিতে অগ্রণী ছিল। কাজেই তাহাকে হত্যা করিলে ইংরাজের কিছুই আসে যায় না। ইংরাজের অর্থ আছে, অপর কর্ম্মচারীর অভাব হইবে না। এই দোদুল্যমান অবস্থার ভিতর পড়িয়াও গরিলাযোদ্ধৃদল কেবল একটা নীতির মর্য্যাদা, এবং যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই পটারের জীবনান্ত করিল। এ কার্য্যে সকলেরই প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তবে নীতি ও কথার মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে নয়, তাই তাহা-

দিগকে ইংরাজের প্রাণে কেবল ভয়ের সঞ্চার করিবার জন্য এই অমানুষিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তাহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা পটারকে তাহার গৃহে সংবাদ আদান প্রদানের যাবতীয় সুযোগ দিয়াছিলেন, এমন কি, তাহার লিখিত আত্মচরিত, একটা অঙ্গুরী ও একটা সোণার ঘড়ি তাহার স্ত্রীর নিকট দিবার জন্য সে অনুরোধ করে, তাহার সেই অনুরোধও পূর্ণ করা হইয়াছিল।

এই পটার হত্যার প্রতিশোধে, ইংরাজসৈন্য দশটী আইরিশ কৃষক পরিবার গোলার আঘাতে উড়াইয়া দেয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, আক্রোশ প্রতি-আক্রোশ চলিয়াছিল। ইংরাজ ও আইরিশগণ উভয় পক্ষই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হইয়া লাগিয়াছিলেন। একের উদ্দেশ্য, পরদেশে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা; অপরের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, পরাধীন স্বদেশকে বিদেশীর কবল-মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা। তাই উভয়ের মনোবৃত্তি, কর্ম্মনিষ্ঠা ও উন্মাদনারও পার্থক্য ছিল। সেই বলেই ক্ষুদ্রশক্তি বিজিত পরাধীন, প্রমত্ত বিজেতার প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—যুদ্ধে জয়ী হয়। আইরিশ যোদ্ধৃগণও স্বাধীনতা লাভের সেই

সম্মোহিনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া লাগিয়াছিলেন।

এখন, সন্ধি ও গৃহযুদ্ধের কথা। তাহা বলিবার পূর্ব্বে ব্রিনের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া আমরা আইরিশ যুবতীদের মনোবৃত্তির কিছু পরিচয় প্রদান করিব।

এ্যাসটাউনের যুদ্ধের পর, আহত ব্রিন মেলোন পরিবারে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মেলোন দুহিতা ব্রিঘিড ও এ্যানি কত আদরযত্ন ও সেবা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। সেই দীর্ঘ দুইমাসের আলাপ পরিচয়ে ব্রিন ও ব্রিঘিডের প্রাণে সৌহৃদ্য সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাই কালে প্রণয়, প্রীতি ও ভালবাসায় পরিণত হয়।

তারপর ড্রামকুণ্ড্রার যুদ্ধের পরও ব্রিঘিড আহত ব্রিনকে প্রায়ই দেখিয়া আসিতেন। তখন তাঁহারা পরস্পর বিশেষভাবে অনুরক্ত। উভয়েই তখন প্রতিশ্রুতি দেন যে, ব্রিন আরোগ্য লাভ করিতেই তাঁহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। অবশ্য তৎপূর্ব্বে ব্রিন ব্রিঘিডকে তাঁহার বিপদসঙ্কুল জীবন-কাহিনীর কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ কবলে পতিত হইলে যে, ব্রিনকে ফাঁসি মঞ্চে

ঝুলিতে হইবে, একথা জানিয়া শুনিয়াও ব্রিঘিড দুর্জ্জয় সাহসী মরণপথিককে জীবনের চিরসাথীরূপে বরণ করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। তদুপরি তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্রিনকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইলে তাহাকেও হয়ত ব্রিটিশ সৈন্যের হস্তে শত অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের একশেষ ভোগ করিতে হইতে পারে। তবুও আইরিশ যুবতীর প্রাণ টলিল না। নারীর প্রাণে বীর-পূজার অমন আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে কি দেশ জাগে, না স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়?

১২ই জুন, ১৯২১ সকালবেলা টিপারেরী ব্রিগেড গ্লেনাগার্ট পল্লী সুরক্ষিত করিয়া রাখিল। তাঁহারা চতুর্দ্দিকের রাস্তা ঘাট বড় বড় গাছ কাটিয়া একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। বিনা রক্তপাতে সেই সুরক্ষিত স্থানে প্রবেশলাভ করা ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে দুঃসাধ্যই ছিল।

পুরোহিত ফ্যাদার মরফি ও কণে ব্রিঘিড উপস্থিত হইলেন। সিন হোগান, ডিনি লেসি, মাইকেল সিহান, সিন ফিজপ্যাট্রিক এবং বহু কর্ম্মচারীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কণের পক্ষে ব্রিঘিডের ভগ্নি এ্যানিও উপস্থিত ছিলেন। টিপারেরী ব্রিগেডের বালক সৈন্যদল এবং টিপারেরীর বালিকারাও মহোল্লাসে সেই উৎসব-কোলাহলে

যোগদান করিল। চতুর্দ্দিকে ইংরাজ সৈন্যের প্রধান প্রধান আড্ডা। তারই মাঝে ব্যূহ রচনা করিয়া বীর ব্রিনের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারপর বন্ধুদের গৃহে গৃহে পনর দিনব্যাপী শুভরাত্রি চলিল। ইংরাজ-গুপ্তচরের রক্ত-আঁখি পারিলে তখনও তাহাকে গ্রাস করিত। কাজেই একই গৃহে দুইরাত্রি যাপনও ব্রিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাস্তবিকই এই বিবাহ কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর। বীর-পুরুষের বীর-নারী লাভ—সে এক মনোজ্ঞ দৃশ্য।

সন্ধির প্রহসন ও গৃহযুদ্ধ

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য ব্রিগেড জেনারেল জর্জ্জ ককারিলের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। তার মর্ম্ম এই যে, অবিলম্বে আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ডের ভিতর সন্ধি ও সৌহার্দ্য স্থাপন নিতান্ত আবশ্যক এবং উভয় দেশের শক্তিশালী দলের ভিতর একটা শান্তি বৈঠক প্রয়োজনীয়। এই সংবাদ লইয়া ইংরাজ পক্ষীয় একজন দূত গ্রিফিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গ্রিফিত তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ইংরাজের রাজনৈতিক চাল বুঝা ভার। কিছুদিন পরেই ইংরাজ গ্রিফিতকে বন্দী করিল। সুচতুর লয়েড জর্জ্জ বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ কাণ্ড বাস্তবিকই তাহাদের অগোচরে সম্পন্ন হইয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর লয়েড জর্জ্জ জনৈক ধর্ম্মযাজক ডাক্তার ক্লুনকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার ও আয়র্লণ্ডের সহিত মিলন-বৈঠকের প্রস্তাব লইয়া গ্রিফিতের নিকট ডাবলিনে প্রেরণ করেন। তিনি তাহাকে এই প্রস্তাবে "আমাদের নীতির মর্য্যাদা নষ্ট হইবে না" বলিয়া এক লিখিত চিঠি সহ ডেল মন্ত্রী সভার সম্পাদক ডায়ারমণ্ড ও-হিগারটীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আয়র্লণ্ডময় গরিলা যোদ্ধৃদের অগ্নিগুলি যেমন ইংরাজ সৈন্যদের অতিষ্ঠ করিতেছিল, তেমন ইংরাজ সৈন্যও অতর্কিতে আইরিশ নাগরিকদের উপর রাত্রির আঁধারে আক্রমণ করিয়া তাহাদের জীবনাস্ত করিতেও ইতস্ততঃ করিত না। সেদিনে আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণের তাণ্ডব লীলায় আয়র্লণ্ডের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইত।

ম্যাকরুমে তখনও গরিলা যোদ্ধৃদের প্রবল প্রতাপ। তাঁহারা কর্কের পাহাড়ময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের অতর্কিত আক্রমণে ইংরাজ সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। তাই

ডাক্তার ক্লুণ বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে লয়েড জর্জ্জ ম্যাকরুম বাদ দিয়া সন্ধি করিবার প্রস্তাব লইয়া ১৪ই ডিসেম্বর পুনরায় তাঁহাকে গ্রিফিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাবলিনে প্রেরণ করেন। সেদিন তাঁহারা আইরিশদের আত্ম-সমর্পণ বা অস্ত্র-সমর্পনের কোন কথা উল্লেখ করিলেন না। ইহারই ভিতর একদিন রাত্রিতে ইংরাজ সৈন্য কর্ক সহর পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিল। তদুপরি ১৭ই ডিসেম্বর বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, আইরিশদের আত্ম-সমর্পন ও অস্ত্র-সমর্পন করিতে হইবে। গ্রিফিত বা কলিন্স কেহই এই সর্ত্তে রাজী হইলেন না।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংরাজ ও আইরিশদের ভিতর প্রকৃতপক্ষে সন্ধির প্রস্তাব হয়। এতদিন যাহা চলিয়াছিল, তাহা রাজনৈতিক চালেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন রাজা জর্জ্জ বেলফাষ্টে যে বক্তৃতা দেন এবং ২৪শে জুন লয়েড জর্জ্জ আইরিশ সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ডি ভেলেরার নিকট যে চিঠি পাঠান, তাহাতেই ইংরাজ আয়র্লণ্ডের নিকট একরূপ আত্ম-সমর্পন করে। সেই চিঠির ও কথার মর্ম্ম এই যে, "All right we give in. We have had enough.

But we must save our face. We cannot recognise a Republic, but we can do almost anything short of that.

এই যে তাঁহাদের আয়র্লণ্ডে সাধারণতন্ত্র স্থাপনের আপত্তি, ডি ভেলেরা এই তুচ্ছ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। কলিন্স ও গ্রিফিত তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রণী হইলেন।

প্রকৃতপক্ষে সন্ধিসর্ত্তের প্রস্তাবকদের ভিতর গরিলা-যোদ্ধৃ-নেতাদের কেহই বড় ছিলেন না। ইংরাজের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিয়া আইরিশ স্বাধীনতার নামে একটা ভণ্ডামির মুখোস দিয়া দেশের জনসাধারণের প্রাণের চাওয়াকে ধামাচাপা দিতে কখনও তাঁহারা রাজী ছিলেন না। বরং এদিকে যখন সন্ধির কথা হইতেছিল, তখনও গরিলা-যোদ্ধৃদল অধিকতর অস্ত্রপাতি সরবরাহ করিবার জন্য ইউরোপের অন্য শক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ই গরিলাযুদ্ধ-পক্ষপাতী আইরিশ সেনাদল দেশের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়। দেশের জনসাধারণের মনোভাবেও তখন বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। তাঁহারা তখন আর গরিলা যোদ্ধৃদের খুনী-আসামী বলিয়া মনে

করিতেন না। তখন তাঁহারা তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষুতেই দেখিতে শিখিয়াছিলেন। এবার গরিলা যোদ্ধৃদল দক্ষিণাঞ্চলের মত আয়র্লণ্ডের উত্তরাঞ্চলও গরিলা যোদ্ধৃদের লীলা-নিকেতন করিয়া তুলিবার মতলব করিলেন। চার্লি ডেলী নামক জনৈক সহকর্ম্মীর সহায়তায় ব্রিন উত্তরাঞ্চলের বালকদিগকে বন্দুক ও বোমা ছুড়িবার বিদ্যায় অভ্যস্থ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর গ্রিফিত ও কলিন্স সন্ধিসর্ত্তে স্বাক্ষর করিলেন। তাহাতে পূর্ণ-বিচ্ছেদের কিছুই উল্লেখ রহিল না। গভর্ণর জেনারেলও থাকিবে এবং আইরিশ ডেলকে ব্রিটিশ শক্তির নিকট শপথও দিতে হইবে। পূর্ণ-স্বাধীনতার উন্মত্ত উপাসক ডি ভেলেরার দল তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না।

৭ই ডিসেম্বর সন্ধিসর্ত্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সেদিন ব্রিন, লিয়াম লিঞ্চ, সিন হোগান প্রভৃতি সহকর্ম্মিগণ ডিভেলেরা, চাইলডার্স, মেলোস্, ব্রুঘা ও ষ্ট্যাকের সহিত একযোগে এই সন্ধিসর্ত্ত দূরে পায়ে ঠেলিয়া পূর্ণ উদ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্যই সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ডেল ইহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেও, জনসাধারণ ইহা কিছুতেই গ্রহণ করিবে না।

মিস্ কেমারফোর্ড, মিস্ ম্যাকস্থইনী, কাউণ্টেস্ মারকিভিসিজ (ইনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে দেহত্যাগ করেন), মিসেস্ পিয়ার্স, মিসেস্ মেলামান, মিসেস্ ক্লার্ক, ডাক্তার এ্যাডা ইংলিশ প্রভৃতি বহু বীর রমণী কলিন্স ও গ্রিফিত কর্ত্তৃক গৃহীত এই হীন সন্ধিসর্ত্তে কিছুতেই মত দিতে পারিলেন না। তাঁহারাও ডি ভেলেরা দলের সহিত পূর্ণ আইরিশ স্বাধীনতাই জীবন-মন্ত্র করিয়া এতদিন গরিলা যোদ্ধৃদের সাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আজ রণ-রঙ্গিণী বেশে সন্ধি-পক্ষপাতী দলের এই অপকর্ম্মে বাধা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদের নারী-সঙ্ঘ Cumann na mBan দল পুষ্ট করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই দলে ২০,০০০ বীর যুবতী সংগৃহীত হইল। তাঁহারা যেমন আহতদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন, তাঁহাদের অন্ন পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, আবশ্যকবোধে তাঁহারা সাইকেল লইয়া শত্রুর সহিত যুঝাপড়া করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ধন্য নারীর সাহস!

ডি ভেলেরার দলভুক্ত কেথল ব্রুঘা ও মেলোস দেশের সর্ব্বত্র এবং নারী-মহলে মিস্ ম্যাকস্থইনী পূর্ণ উদ্যমে এই ভূয়া সন্ধিসর্ত্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার করিতে লাগিলেন।

যাহাদের তরুণ বক্ষ স্বাধীনতার নামে স্পন্দিত হইল, তাঁহারা পূর্ণ আইরিশ স্বাধীনতা-পক্ষপাতী দলে যোগদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, প্রকৃত যোদ্ধা যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারাই আয়র্লণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব। তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, সভা-সমিতি ও সন্ধি-পক্ষপাতী লোকদের দ্বারা কেবল প্রতারিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। দেশের সর্ব্বত্র পূর্ণ স্বাধীনতা-পক্ষ-পাতীদের সবুজ নিশান গর্ব্বভরে উড়িতে লাগিল।

কিন্তু আপাততঃ ইংরাজের বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে আবার কোনরূপ যুদ্ধের সম্ভাবনা না দেখিয়া ব্রিন বড়ই দুঃখে কমাণ্ডেণ্ট সিন ম্যাককীয়নকে একখানি খোলা চিঠি লিখিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন। ব্রিনের প্রাণের কথা, তিনি কিসের লাগিয়া "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করিয়া মরণ-পথ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই চিঠির পরতে পরতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল :—

"অদ্যকার ডেলের বৈঠকে আপনি বলিয়াছেন যে, এই সন্ধিসর্ত্ত আবশ্যক এবং আমরা যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিতে অগ্রসর হইয়াছি, এই সন্ধিসর্ত্ত তাহাই আনয়ন করিবে, সেবিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"আপনারই জনৈক সহকর্ম্মীরূপে আমি বলিতেছি যে, এইরূপ হীন সন্ধিসর্ত্ত লাভ করিবার জন্য আমি কখনও বন্দুক ধারণ করিতাম না, বা একটাও গুলিও নিক্ষেপ করিতাম না, না আমি আপনার কোন মৃত কি জীবিত সহকর্ম্মীকে হস্তোত্তোলন করিতে অনুরোধ করিতাম।

"এতদ্বারা আপনাকে স্মরণ করাইতেছি যে, আজ মার্টিন সেভেজের মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিক দিবস। আপনি কি মনে করেন, অন্য কোন ব্রিটিশ বড়লাটের স্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্যই তিনি বড়লাটকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ?

"আমি আপনাদের কোন দলভুক্ত নই। কিন্তু আমি এখনও আমাদের পূর্ব্বের সেই পূর্ণ-বিচ্ছেদ এবং পূর্ণ-স্বাধীনতা-নীতির পৃষ্ঠপোষক।

লণ্ডনে আসিয়া ব্রিন হোগানের সহিত মিলিত হইলেন। অর্থের অভাব, সঙ্গে ছাড়পত্র নাই। তদুপরি, আয়র্লণ্ডের সেই মরণশীল অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহারা প্রাণে বেদনার তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেন। কোন মতে বিনা ছাড়পত্রেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা ব্রিনের দুই ভ্রাতা জন ও প্যাট এবং ভগ্নি মেরীর সহিত মিলিত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তথায় নেড ও-ব্রায়ান ও অন্যান্য বহু প্রবাসী আইরিশ সন্তানের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। চিকাগো হইতে তাঁহারা ফিলাডেলফিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা জো ম্যাকগ্যারীটীর গৃহে আতিথেয়তা রক্ষা করিলেন। এ গৃহে পূর্ব্বে ডি ভেলেরা, রজার কেজমেণ্ট প্রভৃতি বহু আইরিশ বীর পরম সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। ফিলাডেলফিয়া হইতে তাঁহারা কালিফোর্ণিয়া পোঁছিলেন। তথায় এ্যাসটাউনের বিখ্যাত যোদ্ধা মাইকেল ম্যাকডনেলের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

৭ই জানুয়ারী, ১৯২২ ডেলের বৈঠকে অধিক সংখ্যক সভ্যের মতানুযায়ী সামন্তরাষ্ট্রতন্ত্র (Free State) স্থাপিত হয়। ডি ভেলেরা ন্যূন সংখ্যক লোকের প্রতিনিধিরূপে ডেলের সভাপতি থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিয়া নিজেদের দল গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাই জগতে পূর্ণ আইরিশ স্বাধীনতাপ্রয়াসী সাধারণতন্ত্রী দল বলিয়া পরিচিত। তিনি সেই দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। আর ফ্রীষ্টেট দলের সভাপতি হইলেন, গ্রিফিত।

ডি ভেলেরার দল অস্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। লিয়াম লিঞ্চ সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের চীফ

অব স্টাফ নিযুক্ত হইলেন। ব্রুঘা, ম্যাক এম্যেটিটি এবং ডি ভেলেরা নিজে দেশময় ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া আইরিশদের পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী শুনাইতে লাগিলেন। ফ্রীষ্টেটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চলিতেছিল। কোন কথাই ফ্রীষ্টেট নেতা কলিন্সের অগোচর রহিল না। এদিকে ইংরাজ কতিপয় সেনানিবাস ফ্রীষ্টেট সৈন্য (জাতীয় সৈন্য) হস্তে অর্পণ করিল। আর ডি ভেলেরার দল চারিটী বিচারালয় অধিকার করিয়া তথায় আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রের সবুজ পতাকা উড্ডীন করিলেন। রোরি ও-কনর, ও-মেলী এবং ওস্কার ট্রেণার প্রভৃতি যুবকদের প্রচেষ্টায় ডাবলিনেই সাধারণতন্ত্রী দলের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল। ভিতরে ভিতরে উভয় দলেই সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ হইতে লাগিল।

এদিকে তখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র-স্তম্ভে ফ্রীষ্টেট-রাষ্ট্র স্থাপনের সহিত আয়র্লণ্ডের গৃহ-বিবাদের নানা কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেসব পড়িয়া আমেরিকা প্রবাসী আইরিশদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সন্ধিসর্ত্ত ও এই ফ্রীস্টেট স্থাপন উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের ভিতরও দুইটী দল গঠিত হইল। লিমারিকে সন্ধি-পক্ষপাতী ও সন্ধি বিরোধী দুই দলের ভিতর যুদ্ধ বাধে-বাধে। তখন

ব্রিন ফ্যাদার ডাান কেলীর সহিত মেলোন পার্কে অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ দেশে ফিরিবার জন্য জরুরী তার আসিল।

ব্রিন ও হোগান কোন মতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া ডাবলিনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পুরাতন সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, একদল জাতীয় সৈন্য বা ফ্রীষ্টেট সৈন্য, অপর দল সাধারণতন্ত্রী সৈন্য। ব্রিটিশ সৈন্য Beggar's Bush ও ওয়েলিংটন সেনানিবাস ফ্রীষ্টেট সৈন্যদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছে। আর সাধারণতন্ত্রী দল সহরের চারিটী বিচার গৃহ দখল করিয়া দুর্গাকারে তাহাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্রই দুইদলের ভিতর এরূপ ভাগাভাগি। গৃহ-বিবাদ সূত্রপাতের রেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। যুদ্ধের কালিমা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রীষ্টেট সৈন্যদলের জেনারেল ও-কনেলকে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল বন্দী করিল। ইহাতেও ফ্রীষ্টেটদল যুদ্ধ বাধাইবার একটা কারণ খুঁজিয়া পাইল। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ অবিশ্রান্ত কামান ও বন্দুক গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল সশস্ত্র গাড়ীর ব্যস্ত গতিতে রাজপথ কাঁপিয়া উঠিল।

ব্রিন বড় আশা করিয়াই দুইদলে একটা মিটমাট করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহাতে বিশেষ কিছু ফল দর্শিল না। তিনি সিন ও-হিগারটী (১ম কর্ক ব্রিগেডের কমাণ্ডেণ্ট), ফ্লোরি ও-ডনাফ (১ম শাউদার্ণ ডিভিশনের এ্যাডজুট্যাণ্ট), হামফ্রে মারফী, কর্কের টম হেলস, সিন হোলান প্রভৃতি সন্ধি-বিরোধী দলের সহিত দেখা করিয়া সবিশেষ আলোচনার পর সন্ধি-পক্ষপাতীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার একটা কূলকিনারা করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। মাইকেল কলিন্স, ডিক মালকাহী, ওয়েন ও-ডাফী, গিয়রয়েড ও-সেলিভ্যান এবং সিন রয়লনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দীর্ঘ সমালোচনার পর উভয় পক্ষই একটা মীমাংসায় আসিলেন। সর্ত্তগুলি লেখাপড়া হইল এবং প্রতিপক্ষের পাঁচজন তাহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

ওয়েন ও-ডাফি বাদে উল্লিখিত দশজনের নয় জন এবং ব্রিন নিজে—এই দশজন তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় ও-ডনফ এবং সিন হিগারটী একরূপ নিরপেক্ষ ছিলেন। ও-হিগারটী কার্য্যতঃ কিছু না করিলেও তিনি মনে প্রাণে সন্ধিরই পূর্ণ-পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ "The victory of Sinn Fien" তাহার

জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি সেই পুস্তকে যে সব আইরিশ বীর-যুবতী পূর্ণ আইরিশ স্বাধীনতা-প্রয়াসী ডি ভেলেরার দলভুক্ত হইয়া ফ্রীষ্টেটদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। যুবকদিগকেত সামান্য ঘাতকের পর্য্যায়ে ফেলিতেও বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

যাহারা এই শান্তি-পোষক প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন, ওরা মে ডেল তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। ও-হিগারটী বক্তৃতা করিলেন। এই প্রস্তাবের সমালোচনার জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়।

তারপর সৈন্যদলের ভিতর ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা। তদুদ্দেশ্যে উভয় দলের প্রধানদের লইয়া এক সভা হয় কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল দর্শিল না। সম্মিলিত সিনফিন-দলরূপে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ফ্রীষ্টেট এবং সাধারণতন্ত্রী দল একই স্থান হইতে দণ্ডায়মান হইবেন সত্য, কিন্তু কেহ কাহারও কার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন না, এই সর্ত্তে ইমন ডি ভেলেরা ও মাইকেল কলিন্সের ভিতর একটা চুক্তিপত্র হয়। কিন্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে কলিন্স সেই চুক্তিপত্র অমান্য করিয়া কর্কের শ্রমিক ও অন্যান্য

দলের ভিতর ফ্রীষ্টেট পক্ষে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। এসব দেখিয়া শুনিয়া ডি ভেলেরার দলভুক্ত ব্রিন প্রভৃতি সকল যুবকেরই মনে কলিন্সের মনোভাব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইল। ইংরাজ বুঝিল, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, ফ্রীষ্টেট ও সাধারণতন্ত্রী দলে মিলন, তাহার পক্ষে নিরাপদের নহে। চতুর্দ্দিকেই একটা উত্তেজনার ভাব। সকলেই ঘোর গৃহ বিবাদের ধূমায়িত বহ্নির অস্পষ্ট শিখা সবিশেষ লক্ষ্য করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গৃহ বিবাদের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আয়র্লণ্ডকে গ্রাস করিতে বসিল। রাত্রির আঁধারে ফ্রীষ্টেট সৈন্যদল ইংরাজ কামানের মুখ উন্মুক্ত করিয়া সাধারণতন্ত্রী দলের কর্ম্মকেন্দ্র চারিটী বিচার-গৃহই ধূলিসাৎ করিল। সন্ধি-বিরোধী পূর্ণ-স্বাধীনতা-প্রয়াসী অসংখ্য তরুণ ফ্রীষ্টেট সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে জীবন বিসর্জ্জন করিল। ডিনি লেসী, জেরী কিলি, স্পার্কি ব্রিন, প্যাডা ডল্টন, প্যাডী ম্যাক ডনাফ, স্ড লিয়র, ডি রায়ন প্রভৃতি যুবক, যাহারা পূর্ণ আইরিশ স্বাধীনতার নামে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এতদিন ইংরাজের বিরুদ্ধে জীবনপণ করিয়া লড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনে-

কেরই জীবনান্ত হইল। অদম্যতেজা সাধারণতন্ত্রীদলও এবার ক্ষেপিয়া উঠিল। তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে ফ্রীষ্টেটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। চীফ অব ষ্ট্যাফ লিয়াম লিঞ্চের অধিনায়কত্বে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল ফ্রীষ্টেট সৈন্যদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যুদ্ধে একে একে রোরি ও-কনর, মিলোস, ব্যারেট, ম্যাক কালভী প্রভৃতি কত বীর যোদ্ধা ফ্রীষ্টেট সৈন্য হস্তে নিহত হইলেন। চাইলডার্স ডি ভেলেরার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ফ্রীষ্টেট সৈন্য তাহাকেও গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। এদিকে যতদিন ডি ভেলেরার দল পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালাইলেন, ততদিন ফ্রীষ্টেট সৈন্যদল তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাঁহার দল কমিয়া আসিতেছিল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে, ওয়াটারফোর্ডে লিয়াম-লিঞ্চের জীবনান্ত হয়। অষ্টিন ষ্ট্যাক, ফ্রাঙ্ক ব্যারেট, ডেভিড কেণ্ট, সিন গেনার, মরিস ওয়ালস, ব্রিন প্রভৃতি কতিপয় যুবক পুনরায় শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্ভব কিনা পরামর্শ করিয়া দেখিবার জন্য নায়ার উপত্যকায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ক্যাপো কুইনের পথে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যেমন তাঁহারা একটা পার্ব্বত্য পথে আরোহণ-

করিতেছিলেন, অমনি অবিশ্রান্ত গুলি আসিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। মরিচ ওয়ালস ও এ্যাণ্ডি কেনেডীর সহিত ব্রিনের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা নিউ ক্যাসেলের দিকে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ফ্রীষ্টেট বাহিনী চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহারা অবাক হইলেন।

ফ্রীষ্টেট সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। তাঁহারা সাধারণতন্ত্রীদের ধ্বংস করিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অগত্যা ব্রিনরা দুইদিন পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাইলেন। অতিষ্ঠ হইয়া তিনি এগ্লোরলোর দিকে চলিলেন। তাঁহার চির পরিচিত একটা গুহার গহবরে আশ্রয় লইয়া তিনি তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রম-ক্লান্ত বিবশ দেহখানি এলাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ফ্রীষ্টেট সৈন্য-দলের বুটের শব্দে জাগিয়া উঠিয়াই তিনি গুহার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকেই ফ্রীষ্টেট সৈন্যদের উদ্যত রাইফেল। আত্মসমর্পণ ছাড়া তাঁহার অন্য ইচ্ছা ছিল না। দুর্জ্জয়ী বীরযোদ্ধা ব্রিন নিজের দেশবাসীর হস্তে বন্দী হইয়া প্রাণের দারুণ অপমান দুঃখে সামান্য শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাঁদিবারই কথা। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাহার অগ্নিনালীকা ব্রিটিশ বাহিনীকে অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত আয়র্লণ্ডে অবাধ গর্জ্জন করিত, আজ তাহা প্রাণের গভীর দুঃখে আর উদ্যত হইল না। তিনি নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করিলেন। নামতঃ একটা বিচার হইল মাত্র। মাউণ্টজয় জেলে বন্দী বীর-পূজারী ব্রিনের প্রাণে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি অনশন ব্রত আরম্ভ করিলেন। বারদিন উপবাসের পর, ফ্রীষ্টেট দলের চক্ষু খুলিল। তাহারা তাঁহাকে মুক্তি দিল। ব্রিন যখন জেলে বন্দী, তখন টিপারেরীর জনসাধারণ ব্রিনকে এক বাক্যে তাঁহাদের স্থানীয় রিপাবলিকান ডিপুটি নির্ব্বাচন করেন।

এদিকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে যখন নির্ব্বাচনের দিন নিকটবর্ত্তী, তখন ডি ভেলেরার দল অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে নির্ব্বাচনের জন্য লাগিয়া গেলেন। ডি ভেলেরা নিজে ইষ্ট ক্লেয়ার হইতে নির্ব্বাচনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৫ই আগষ্ট নির্ব্বাচন সভায় ডি ভেলেরা ফ্রীষ্টেট সৈন্যহস্তে বন্দী হন। কিন্তু ফ্রীষ্টেটগণ তাঁহাকে চাইলডার্সের মত হত্যা করিতে সাহসী হইল না। কিছুদিন পরেই তিনি মুক্তি পাইলেন। এদিকে গ্রিফিতের দেহান্ত হইল। কিছুদিন পরে

কলিন্সকেও চাইলভার্সের হত্যার প্রতিশোধ ভোগ করিতে হইল। তিনিও সাধারণতন্ত্রী সৈন্যহস্তে নিহত হইলেন। বর্ত্তমানে কসগ্রেভই ফ্রীষ্টেট রাষ্ট্রের সভাপতি।

কিন্তু পূর্ণ-স্বাধীনতা-প্রয়াসী ডি ভেলেরা বা তাঁহার দলভুক্ত যুবকদের তরুণ প্রাণ ইংরাজের ঐ ভিক্ষার দানে পরিতুষ্ট হয় নাই। তাঁহারা ছায়ায় কায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই, তাঁহারা আজও ফ্রীষ্টেটদের সহিত একযোগে রাষ্ট্র ব্যাপারে কাজ করিতেছেন না। গৃহযুদ্ধ অবশ্য বর্ত্তমানে স্থগিত আছে এবং আয়র্লণ্ড সামন্তরাষ্ট্রতন্ত্রেরই অধীনে। তবে, সামন্ত-রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে এই পুস্তকে কিছুই আলোচিত হইবে না।

অবশেষে, ডি ভেলেরার দল ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ভেলের নির্ব্বাচনে দাড়ান এবং ফ্রীষ্টেটদের সহিত জয় লাভ করেন। কিন্তু ফ্রীষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে Oath of Allegiance দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ফ্রীষ্টেট সৈন্য তাহাদিগকে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে। তীব্র প্রতিবাদের পর তাঁহারা সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন। ফলে কসগ্রেভই পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এ ব্যাপারে সেদিন আয়র্লণ্ডময় বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিছুদিন অতিবাহিত না হইতেই গত ১০ই

জুলাই, ১৯২৭ ডাবলিনে আবার একটা উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি হইল। আইরিশ ফ্রীষ্টেট পার্লিয়ামেণ্টের ডেল ইরানের সহকারী সভাপতি ও-হিগিসকে কাহারা গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। ফ্রীষ্টেট সৈন্য ও পুলিশ আততায়ী পলাতকদের খোঁজে সহর নগর উলট পালট করিল। হত্যা-সম্পর্কে যাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিল, তাঁহারা প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইলেন। শত চেষ্টা করিয়াও ফ্রীষ্টেট দল সাধারণতন্ত্রীদের উপর এই হত্যাপরাধ আরোপ করিতে পারিল না। সকল দেশেই রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের আগে পরে এরূপ বহু অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা হইয়া থাকে। আয়র্লণ্ডের এই অবস্থা আরও কতদিন থাকিবে, কে জানে?

ও-হিগিসের মৃত্যুর পরেই ফ্রীষ্টেট গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে যাহাতে ডি ভেলেরা-দলের কোন সভ্যই ইংরাজ সরকারকে Oath of Allegiance না দেওয়ার পূর্ব্বে, কোন ফ্রীষ্টেট নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে না পারেন, সেজন্য তিনি তিন তিনটী বিল পেশ করেন। তাহা ব্যর্থ করিবার জন্যই ডি ভেলেরার Fianna Fail দল ১২ই আগষ্ট, ১৯২৭ নামতঃ একটা Oath of Allegiance দিয়া ডেলের বৈঠকে যোগদান করেন।

১৬ই আগষ্ট, শ্রমিক-নেতা জনসন কসগ্রেভ গভর্ণমেণ্টের উপর অবিশ্বাসের প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু সম্মিলিত ডি ভেলেরার দল শ্রমিক ও অন্যান্য দলের সভ্যদের সহিত ৭১ ভোটে কসগ্রেভ পক্ষপাতীদের সহিত সমকক্ষ হন। সভাপতি তাঁহার বিশেষ ভোট কসগ্রেভ পক্ষে প্রদান করায় ডি ভেলেরার দল ১ ভোটে হারিয়া যান। ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ডেলের বৈঠক স্থগিত থাকে।

যে সব আইরিশ বীর দেশমাতৃকার চরণ-শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর সাথে হাসি-খেলা করিতে করিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, উপসংহারে আমরা তাঁহাদের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে প্রাণের ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের পুণ্য-স্মৃতি কেবল আইরিশ জাতিকে নয়, চির-যুগ মানব সমাজকে স্বাধীনতার পাগল-মন্ত্রে সজীব করিয়া রাখিবে। সত্যই বীরের পুণ্য-স্মৃতি জাতিকে ধন্য করে।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অপর বই

লেলিন ও সোভিয়েট

দাম পাঁচ সিকা

নায়ক বলেন :—

রুশিয়ার বলশেভিক-তত্ব, কি করিয়া রুশিয়া রাজকীয় অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল, এসব যাহারা জানিতে চান, তাহারা একবার লেলিন ও সোভিয়েট বহি-খানি অবশ্য পড়িবেন।

THE AMRITBAZAR PATRIKA SAYS :—

So for as we know, this is the first book of its kind in the Bengali language and in publishing this book the author has done a distinct service to the Bengali literature. The style of the book is chaste, elegant and yet simple and its get-up attractive.

THE FORWARD SAYS :—deals with the different aspects of the life and work of the hero in the form of a long article. The author's treatment is characterised by ease brevity and simplicity.

এতদব্যতীত আনন্দবাজার, প্রবাসী, আত্মশক্তি, প্রবর্ত্তক, বরিশাল, অগ্রদূত প্রভৃতি কাগজে উচ্চ প্রশংসিত।